উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৫,৭১২.৩৭ (+৪৪৭.০৫)

নিফটি : ২৬,১৮৬.৪৫ (+১৫২.৭০)

আজ শিলান্যাস হুমায়ুনের মসজিদের

শনিবার বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন তৃণমূলের থেকে সদ্য সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানে থাকবেন সৌদির ধর্মগুরু। ৪০ হাজার অতিথির জন্য থাকবে বিরিয়ানি। » ৫

বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা

ইন্ডিগোর বিমানযাত্রীদের চরম ভোগান্তি। কেন বিশৃঙ্খলা, জানতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ কেন্দ্রের। সেইসঙ্গে ভোগান্তি কমাতে নিয়ম খানিক শিথিল করছে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১৩°	২৭°	১২°

বিরাটকে নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন রোহিতের » ১৩

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 6 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 197

‘খুনি’ মা গ্রেপ্তার

জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন দু’রাত

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৫ ডিসেম্বর : অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন সদ্যোজাতকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মা। শুক্রবার অভিযুক্ত রেজিনা বেগমকে তাঁর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশি জেরায় ওই মহিলা তাঁর সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে গলা টিপে খুনের কথা স্বীকার করেছেন। তবে, এর আগেও তাঁদের বিরুদ্ধে নিজের সন্তানকে খুনের যে অভিযোগ ছিল তা স্বীকার করেননি রেজিনা। যদিও তদন্তে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রেজিনা ও জিয়ারুল মিলে নিজেদের সন্তানকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন একেবারে ঠান্ডা মাথায়। মঙ্গলবার ভোররাতেই সন্তান প্রসব করেন রেজিনা। তারপর স্বামী-স্ত্রী মিলে ওই সন্তানটিকে গলা টিপে মেরে ফেলেন। আগেই জিয়ারুলকে গ্রেপ্তার করেছিল ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। জিয়ারুল পুলিশের জেরায় জানিয়েছিলেন, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে সংসার টানতে হিমসিম অবস্থা হচ্ছিল তাঁদের। আরেকটি সন্তানের চাপ তাঁরা নিতে পারতেন না। সেই জন্যই ওই সন্তানকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তবে পুলিশি জেরায় রেজিনা জানিয়েছেন, তাঁদের মানসিক পরিস্থিতি ঠিক ছিল না। তাই সন্তানকে মেরে ফেলেন তাঁরা। দুজনের কথার অসংগতি থাকলেও সন্তান খুনের কথা স্বীকার করেছেন দুজনেই।

রেজিনা জানান, তাঁরা চুপিসারে সন্তানের দেহ মাটির নীচে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। বাড়ির পাশে গর্ত করার পর যখন শিশুটিকে মাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখনই প্রতিবেশীদের নজরে আসে বিষয়টি। মৃত সন্তানকে বাড়িতে ফেলে পাশেই থাকা আপালচাঁদের জঙ্গলে আশ্রয় নেন রেজিনা। *এরপর বারোর পাতায়*

পাঁচটি দুর্ঘটনার বলি ৩

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : শীতের শুরুতেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে পাঁচটি দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হল, জখম পাঁচজন। কুয়াশা ছাড়াও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্যই দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সায়ন মিত্রের (২৪)। পুলিশ সূত্রে খবর, আরেকটি বাইকের সঙ্গে সায়নের বাইকের ধাক্কা লাগে। তিনি বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগরের বাসিন্দা ছিলেন সায়ন। একটি বেসরকারি ব্যাংকের মার্কেটিং বিভাগে কাজের সূত্রে বৃহস্পতিবার তিনি প্রথমে ডামডিম এবং পরে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর পিসি সুজাতা ভট্টাচার্য বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সকালেই কাজে বেরিয়েছিল সায়ন। রাত ১১টা নাগাদ সায়নের বাবার মোবাইলে একটি ফোন আসে। সেখানেই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। তবে হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারি সায়নের মৃত্যু হয়েছে। এনজেপি থানায় গিয়ে আমরা দেখতে পাই সায়নের বাইকটি অক্ষত রয়েছে, সায়নের জামাকাপড়ও কোথাও ছিঁড়ে যায়নি। তাই ঘটনাটি আদৌ দুর্ঘটনা কি না তা পুলিশকে তদন্ত করে দেখার আবেদন জানাচ্ছি।’

এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলবাড়ি তিস্তা ক্যানাল রোড সংলগ্ন পূর্ব ধনতলা এলাকায় দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃতের নাম মনোজ বর্মন (২৭)। বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়িতে। কাজের সূত্রে তিনি মাটিগাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোজ শিলিগুড়িতে এক চিকিৎসকের গাড়ি চালাতেন। *এরপর বারোর পাতায়*

হাত ছেড়ো না বন্ধু...

পুতিনকে নিয়েই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ভারত নিরপেক্ষ নয়! শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন কথাগুলি বলছেন, তখন পাশে বসে ‘বন্ধু’ ভ্লাদিমির পুতিন মিটিমিটি হাসছেন। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ বৈঠকের শুরুতেই মোদি-পুতিন যেন বিশ্বকে অন্য এক বার্তা দিলেন। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বলতে গিয়ে মোদি বলেন, ‘ভারত নিরপেক্ষ নয়। আমরা শান্তির পক্ষে। এটা শান্তির যুগ। আমার বিশ্বাস বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই।’

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত-রাশিয়ার কৌশলগত সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, অভিবাসন, সামুদ্রিক সহযোগিতা, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা এদিনের শিখর বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। পাশাপাশি, ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করতে দুই রাষ্ট্রনেতা ২০৩০ পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি চূড়ান্ত করেছেন। ভারতের বিদেশনীতি যে রুশ ঘনিষ্ঠতার নীতি থেকে সরবে না, মোদি তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার এই বন্ধুত্ব আমাদের বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করবে। পারস্পরিক বিশ্বাস আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী করবে।’ রাশিয়ার নাগরিকদের জন্য মোদি বিনামূল্যে ৩০ দিনের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর কথা ঘোষণা করেন।

- ভারত-রাশিয়ার ২৮ চুক্তি
- ভারতে সামরিক গবেষণা এবং যৌথ সামরিক সরঞ্জাম তৈরি
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- কুডানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা
- রাশিয়ার সহায়তায় নতুন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি
- চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্তক মেরিটাইম করিডর
- রাশিয়ার নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে ৩০ দিনের ই-ট্যুরিস্ট ভিসা
- ইন্টার-গভর্নমেন্টাল কমিশন ফর ট্রেড অ্যান্ড ইকনমিক কোঅপারেশন গঠন
- দু’দেশের বাণিজ্যের ৯৬ শতাংশ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে টাকা এবং রুবলে

নাম না করে মোদি ভারতে পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতেও সরব হয়েছিলেন। পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বশান্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে তুলে ধরেন। ভারত সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বজায় রাখা হবে বলে তিনি জানান। মোদি বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদ সমাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি গুরুতর অপরাধ। যারা সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সম্মিলিত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ করা জরুরি।’ তিনি আরও বলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা বজায় থাকবে, যা এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।’

শীর্ষ বৈঠকের আগে দু’দেশের বিদেশ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের মধ্যে ‘টু প্লাস টু’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, *এরপর বারোর পাতায়*

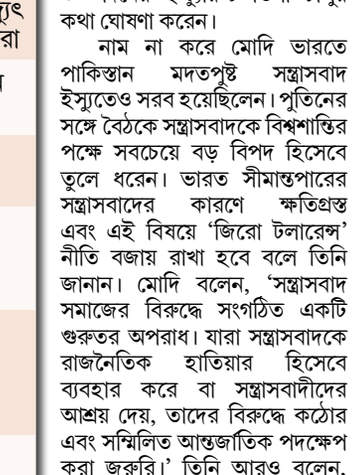

নিষ্প্রভ চোখে জীবনের লড়াই

প্রায় ৯০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নেই। তবু জীবনীশক্তির অভাব নেই। ভাগ্যের চাকা না ঘুরলেও পেটের টানে ভ্যানরিকশার চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন মানুষটা। তুলে ধরলেন রণবীর দেব অধিকারী।

ইটাহার, ৫ ডিসেম্বর : সমস্ত বৈভব সত্ত্বেও কত মানুষ হতাশায় বলে ওঠেন- জীবনটা যেন এক ধূসর পাণ্ডুলিপি। কিন্তু ওঁর কাছে শুধু নিজের জীবন নয়, গোটা পৃথিবীটাই ধূসর। প্রায় ৯০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নেই বছর পঞ্চান্নর সাইদুল মহম্মদের। তবু জীবনীশক্তির অভাব নেই তাঁর। প্যাডেলে চাপ দিয়ে ভ্যান টানেন। ভাগ্যের চাকা না ঘুরলেও পেটের টানে এই বয়সেও ভ্যানরিকশার চাকা ঘুরিয়ে চলেছেন তিনি।

ইটাহার ব্লকের পতিরাজপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত হেমতপুর গ্রামে সাইদুলের বাড়ি। বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও এক ছেলেকে নিয়ে তাঁর সংসার। বুধবার তাঁর খোঁজে গ্রামীণ পথে যেতে যেতেই দেখা মিলল সাইদুলের। মাঝপথে ভ্যান থামিয়ে

ভ্যানরিকশা টানছেন সাইদুল মহম্মদ।

গল্প জুড়তেই ভিড় জমালেন আশপাশের লোকজন। সাইদুল বলেন, 'অনেক বছর আগে বাবা এই ভ্যানরিকশা কিনে দিয়েছিল। কী করব? লেখাপড়া তো দূরের কথা, চোখের জন্য অন্য কাজও শিখতে পারলাম না। এই ভ্যান চালিয়েই নিজের জীবন ও সংসার টেনে যাচ্ছি। আমার ভ্যানে যাত্রী ওঠে না। শুধু মাল বহন করি।'

আন্দাজে ভর করেই ভ্যান চালান। পাছে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই ভয়ে মানুষ সাইদুলের ভ্যানের যাত্রী হতে চান না। তাই কেবল মালপত্র বহন করেই তাঁর জীবিকা চলে। মাল বহনের জন্য ডাক এলেই আবছা আলো-ছায়ার মধ্যে নির্ভুল পথ চিনে সাইদুল ছোটেন এই গ্রাম থেকে সেই গ্রাম। সাইদুল জানালেন, দৃষ্টি হারিয়েছেন সেই ছোটবেলায়। বয়স তখন সাত-আট। একদিন ধুম জ্বর এল। ইটাহার হাসপাতালে ডাক্তার দেখে বললেন, টাইফয়েড। সাইদুলের মা দলিমন বিবি বলেন, 'ডাক্তারখানার ওষুধ খেয়ে জ্বর তো ভালো হল। কিন্তু তারপরেই চোখে ধরল জয় বাংলা (কনজাংটিভাইটিস)। সেই রোগেই ওর দৃষ্টিশক্তি চলে গেল।'

প্রতিবেশী আবদুল লতিফের মন্তব্য, 'সাইদুল কাকাকে এই তল্লাটে, এমনকি সদর ইটাহারেও সকলে চেনে। চোখে দেখতে পান না। কিন্তু আন্দাজ করেই সবখানে চলে যান। রাস্তায় তাঁর ভ্যান দেখলেই অন্য যানবাহনের চালকরা আগেভাগে সাইড দিয়ে দেন। গ্রামের ফসল বাজারে পৌঁছাতে বা অন্য মালপত্র কোথাও নিয়ে যেতে হলে এখনও তিনিই ভরসা।'

কথা হল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নইমুদ্দিন রহমানের সঙ্গে। সাইদুলের ব্যাপারে সরকারি সাহায্যের প্রসঙ্গ উঠতেই নইমুদ্দিন জানালেন, 'প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। মাসে হাজার টাকা করে পান। তাঁর স্ত্রীও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান। কিছু বছর আগে আবাস যোজনার একটা ঘরও দেওয়া হয়েছে।'

কলকাতায় রওনা দেওয়ার আগে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বাক্সবন্দি হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের কমলা কলকাতায়

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : এবার কলকাতার মানুষও স্বাদ নিতে পারবেন দার্জিলিংয়ের কমলার। ন্যায্যমূল্যে কলকাতায় মিলবে পাহাড়ের কমলালেবু। শুক্রবার পাহাড় থেকে নেমে ট্রেনে করে কলকাতায় রওনা দিয়েছে দার্জিলিংয়ের ৪৬০ কেজি প্রসিদ্ধ কমলালেবু। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার থেকে সেখানকার সুফল বাংলার স্টলগুলিতে এই কমলালেবু পাওয়া যাবে।

তবে শুধু কলকাতা নয়, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের অন্য জেলাতেও সুফল বাংলার স্টলগুলিতে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু পাওয়া যাবে। শহর শিলিগুড়িতে অবশ্য শুক্রবার থেকেই মিলছে এই কমলা। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সপ্তাহে দু'দিন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুফল বাংলার স্টল বসে। সেই স্টলে ১৪০ টাকা কেজি দরে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি বিপণন দপ্তর জানিয়েছে, সিবিটার, সিটিং সহ বিভিন্ন জায়গায় চাষিদের কাছে সরাসরি ১৩২ টাকা কেজি দরে কমলালেবু ক্রয় করা হচ্ছে। সেই কমলালেবু শিলিগুড়িতে সুফল বাংলার স্টলে ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সচিব অনুপম মৈত্র বলেছেন, 'কলকাতায় সুফল বাংলার মোবাইল স্টল এবং আউটলেটগুলিতে দার্জিলিংয়ের এই কমলালেবু ১৮৫ টাকা ডজন (১৫ টাকা ৪৪ পয়সা পিস) হিসাবে বিক্রি হবে।'

ডাক নং. ডিইএম/২০২৫/বি/৬৮৭০৯২৮
তারিখঃ ০৯-১১-২০২৫ এর বিপরিতে
সংশোধনী

ডাক নং. ডিইএম/২০২৫/বি/৬৮৭০৯২৮ তারিখঃ ০৯-১১-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী।
এখন এইরকম পড়তে হবেঃ ডাক বন্ধের তারিখঃ ০২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা এবং ১৫.৩০ ঘণ্টায়।
অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/39/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission: 19-12-2025 upto 18:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

চিতাবাঘ রুখতে নেট ফেন্সিং নাগরাকাটায়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর : রয়েল বেঙ্গল টাইগার আটকাতে সুন্দরবনে জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে রয়েছে নেট ফেন্সিং। এবার সেই একই কায়দায় নাগরাকাটার কলাবাড়ি চা বাগানে পরীক্ষামূলকভাবে নেট ফেন্সিং বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘের উপদ্রব বর্তমানে কার্যত রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে বাসিন্দাদের। চা বাগান ও বনবস্তি এলাকাগুলির মানুষ ভুগছেন সবচেয়ে বেশি। বুনোদের লোকালয়ে ঢুকে পড়া ঠেকাতে তাই এবার বন দপ্তরের নয়া হাতিয়ার এই নেট ফেন্সিং। উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম কলাবাড়ি চা বাগানেই এই কাজ হচ্ছে। এ নিয়ে বন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'নেট ফেন্সিং বসানোর পরে মূল্যায়ন করে দেখা হবে যে এতে চিতাবাঘের লোকালয়ে ঢুকে পড়ার প্রবণতা কতটা কমল। এই পরীক্ষা সফল হলে প্রয়োজনে অন্যান্য স্থানেও নেট ফেন্সিং বসানো হবে।'

বন দপ্তর জানাচ্ছে, কলাবাড়ির হুলাশ লাইন নামের শ্রমিক মহল্লা

কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইনে নাইলনের ফেন্সিং বসানোর কাজ চলছে।

ঘেঁষা চা বাগানের পাশে ২৫০ মিটার এলাকাজুড়ে নাইলনের নেট লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেটের উচ্চতা ১০ ফুট। ফলে বাগানের ডেরা ছেড়ে চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢুকতে গেলে বাধা পাবে। চলার পথে নেটে বাধা পেয়ে হাতির দলও দিক পরিবর্তন করতে পারে বলে। নেট ছিঁড়ে গেলে বা খুঁটি ভেঙে গেলেও সারাইয়ের খরচ তেমন বেশি নয়।

বন দপ্তর আরও জানাচ্ছে, নাইলনের ফেন্সিং বুনোদের পক্ষেও ক্ষতিকর নয়। এতে চিতাবাঘের নিজের আহত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এনিয়ে বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'স্থানীয়রা নেট ফেন্সিং বসানোর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এছাড়া আমাদের নজরদারি তো থাকছেই।'

কলাবাড়ি বাগানটি দীর্ঘদিন ধরেই চিতাবাঘ উপদ্রুত। গত সাত মাসে সেখানে পাঁচটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। চিতাবাঘের হামলায় গত এক বছরে এলাকার ১০-১২ জন জখম হন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গত ১৮ জুলাই। হুলাশ লাইন এলাকাতেই আয়ুষ নাগার্চি নামে এক তিন বছরের শিশুকে বাড়ির বারান্দা থেকে মুখে করে নিয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ। পরে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে বাগানের ২৫ নম্বর সেকশন থেকে শিশুটির খোবলানো দেহ উদ্ধার হয়।

ধুমডাঙ্গিতে আধুনিক ইন্টারলকিং

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : সুরক্ষিতভাবে ট্রেন চলাচলের জন্য ধুমডাঙ্গি স্টেশনে সফলভাবে আধুনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা রূপায়িত করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থার সফল রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং ব্যবস্থার পরিকাঠামোরও উন্নতি করা হয়েছে। ৪৫টি রুটে এবং ৩৩টি রেলওয়ে ট্র্যাকের উন্নতিকরণও সম্ভব হয়েছে। এই কারণে নয়টি মেইন সিগন্যাল এবং আটটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট শান্ট সিগন্যালের ব্যবস্থা করা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

এসকেএফইউ-র সূচনা

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ফ্যাশন দুনিয়ায় পা রাখল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। শুক্রবার এই গ্রুপের অধীনে থাকা স্কিল, নলেজ, ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি (এসকেএফইউ)-র আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ ইউনিভার্সিটিসের প্রো চ্যান্সেলর ডঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পড়ুয়ারা শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি)-তে ফ্যাশন সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ পাবে।' এসআইটি এবং এসকেএফইউ-র অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কোর্স এবং ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন আইকন নয়নিকা চট্টোপাধ্যায় এবং ফ্যাশন ডিজাইনার অর্ণব সেনগুপ্ত। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিরা সাসটেইনেবল ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করেন।

e-Tender
Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being published by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide NIT No-8/APD/WBSRDA/DPRHF_DPTRC/25-26, Dated- 02.09.2025.** Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA Alipurduar Division.

Public Notice

The vehicles as listed below, which has been seized in connection with cases initiated under Bengal Excise Act, 1909, as amended upto date is presently lying in Excise malkhana, under the custody of Excise officer in Charge, Tufanganj Excise Circle, Cooch Behar Excise District.

SL No.	Vehicle description and Registration No.	Engine No.	Chassis No.	Make & Model	Seizure List No. & date of seizure	Name of the Excise Circle
01	Two Wheeler bearing registration No. WB 64 A/2096	NA	DDFBHG 90410	Two Wheeler	SI's SL No. 02/24-25, dated 08.04.2024	Tufanganj
02	Two Wheeler bearing registration No. WB74 M-4007	15309ZCm GBG	NA	Hero Honda Splendor Plus	O.C's SL No- 65/23-24 dated: 03.03.2024	Tufanganj

Any person who has a claim on any of the said vehicles may present such claim with all relevant documents in support of such claim, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules,2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended.

By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো লগ্নি থেকে প্রচুর লাভ করে তুলতে পারবেন। নতুন সম্পত্তি কেনার সুযোগ পাবেন। বৃষ : আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ বাড়বে। বৃষ : আইনি ঝামেলা মিটে যাবে এবং মানসিক স্বস্তি পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কোনও কাজ শুরু করতে পরিবারের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। কর্কট : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। কৃষিকর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের উন্নতিলাভ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সিংহ : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। বন্ধুর সহায়তায় ভালো চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। অতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে প্রচুর অর্থব্যয়। তুলা : অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে ঠকতে পারেন। স্বার্থান্বেষী বন্ধুবান্ধবদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। বৃশ্চিক : রাজনীতিতে জড়িত ব্যক্তির মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। পৈতৃক ব্যবসা রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পরিবারে বিবাদ। ধনু : কাজকর্মে ভাগ্যের আনুকূল্য পাবেন। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক দুর্বলতা বাড়বে। মকর : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পাবেন। বহুদিনের কোনও স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। কুম্ভ : বাবা-মা কারও শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। মীন : অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে চলুন। বিদ্যার্থীরা ভিনরাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯ অঘোন, সংবৎ ২ পৌষ বদি, ১৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ১২।৫০। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৫৭। সাধ্যযোগ দিবা ৭।৭ পরে শুভযোগ শেষরাত্রি ৪।৯। তৈতিলকরণ দিবা ১।৫৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৫৭ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১২।৫০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।২৯ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।৮ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৪।২৯ গতে ৬।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ১১।৫৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।২৯ গতে ৩।২৮ গতে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শহীদ দীনেশ গুপ্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মদিবস। সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ৯।৫২ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫৯ গতে ২।৪৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৪৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে।

Recruitment Notice
Memo No. 6287
Dated : 4/12/2025
Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Community Health Officer (Nursing) & Community Health Officer (BAMS) for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in**
Sd/-
CMOH and Secretary District Health and Family Welfare Samiti, Cooch Behar

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide e-N.I.T No.:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-21/2025-26, Memo No. 4153/JM DATE: 05/12/2025
Tender ID : 2025_MAD_5000134_1
Tender ID : 2025_MAD_5000134_2
Tender ID : 2025_MAD_5000134_3
Tender ID : 2025_MAD_5000134_4
Tender ID : 2025_MAD_5000134_5
Last Date of bidding (On line) dated: December 20, 2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer, Jalpaiguri Municipality

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide e-N.I.T No.:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-20/2025-26, Memo No. 4148/JM DATE: 05/12/2025
Tender ID : 2025_MAD_5000059_1
Tender ID : 2025_MAD_5000059_2
Tender ID : 2025_MAD_5000059_3
Tender ID : 2025_MAD_5000059_4
Tender ID : 2025_MAD_5000059_5
Tender ID : 2025_MAD_5000059_6
Last Date of bidding (On line) dated: December 20, 2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal wbtenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer, Jalpaiguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৫৯ ও ১৬০, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ১৫৯-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে মালদার অধিক্ষেত্রের অধীনে সেস মেরামতি- ৭১১১৭৭ তথা এসএসই/পি.ওয়ে/মালদা (মালদা-নিউ ফারাক্কা) কিমি ২৬১.৮-২৬২.৩ ডাউন, ২৬৩.৫-২৬৫.২ ডাউন, ২৬৭.৬-২৬৮ ডাউন, ২৭২-২৭২.৬ ডাউন, ২৭৪-২৭৭.৫ ডাউন, ২৭৮.৫-২৮১.১ ডাউন, ২৮২.৬-২৮৩.৫ ডাউন, ২৮৪.৯-২৮৫.৩ ডাউন, ২৮৯.৫-২৯১.৬ ডাউন, ২৬১-২৬২.৩ আপ, ২৬৩.৫-২৬৫.৪ আপ, ২৬৭.৪-২৬৮.৪ আপ, ২৭২-২৭২.৬ আপ, ২৭৭-২৭৭.৪ আপ, ২৭৮.৬-২৭৯ আপ, ২৮০-২৮১.১ আপ, ২৮২.৭-২৮৩.৪ আপ, ২৮৪.৬-২৮৫.৭ আপ, ২৮৬.৭-২৮৭.১ আপ, ২৮৯.৬-২৯১.৬ আপ, ২৭৩.৪-২৭৫ আপ-এর জন্য মালদা-তিনপাহাড় এবং আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা ব্যাঙ্ক/সাব-ব্যাঙ্ক-এর পুনর্বাসনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১২,২৬,১৪,৩০০.২০ টাকা। ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ১৬০-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে মালদার অধিক্ষেত্রের অধীনে সেস মেরামতি- ৭১১১৭৭ তথা এসএসই/পি.ওয়ে/নিউ ফারাক্কা কিমি (১-১.৪ ডাউন, ২৬১.৯-২৬২.৩ ডাউন, ২৬৩.৯-২৬৪.১ ডাউন, ২৬৪.৭-২৬৫.২ ডাউন, ২৬৫.৫-২৬৬ ডাউন, ২৭০-২৭১.৪ ডাউন, ০.৬-০.৯ আপ, ০.৯-১.৫ আপ, ২২৭-২৩০ আপ, ২৩৩.২-২৩৫ আপ, ২৪২.৭-২৪২.৯ আপ, ২৪২.৩-২৪৩.৫ আপ, ২৪৩.৭-২৪৬.৭ আপ, ২৪৬.৭-২৪৮.৮ আপ, ২৫৩-২৫৪.৫ আপ, ২৫৫.৩-২৫৫.৬ আপ, ২৫৬.১-২৫৮ আপ, ২৫৯-২৫৯.২ আপ, ২৬২.৩-২৬২.৬ আপ, ২৬২.৯-২৬৩.৪ আপ, ২৬৪.৭-২৬৫.২ আপ, ২৬৭.৬-২৬৯.২ আপ)-এর জন্য মালদা-তিনপাহাড় এবং আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা ব্যাঙ্ক/সাব-ব্যাঙ্ক-এর পুনর্বাসনের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১০,৩৪,৪৫,০৪০.৮০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.১২.২০২৫, দুপুর ৩.৩০ মিনিট (উভয় টেন্ডারের জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/মালদা টাউন।
(MLD-252/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি
শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারে বাড়ির কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার (স্বামী-স্ত্রী) চাই। (M) 9434019915. (C/119186)

অ্যাফিডেভিট
নিজ আধার, প্যান, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অ্যাডমিট, মার্কশিট, শংসাপত্রে পিতার নাম Pronay Kumar Das, ভোটার কার্ডে Pronay Kr. Das, রেশন কার্ড ও জন্ম শংসাপত্রে Pranay Kumar Das এবং পিতার মৃত্যু সার্টিফিকেটে তাঁর নাম Pranay Kumar Das থাকায় দিনহাটা JM (1st Cl.) কোর্টে 03.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে একই ব্যক্তি হইল। Rounak Das, ওয়ার্ড নং 6, দিনহাটা। (S/M)
•
আমি Indrajit Khan, আমার ভোটার কার্ডে Indrajit Kha আছে। Alipurduar court-এ 1st ক্লাস JM দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে Kha থেকে Khan হইয়াছি। Indrajit Kha ও Indrajit Khan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118761)
•
আমি শ্রীমতি সবিতা দাস, স্বামী- দেবাশীষ দাস, জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর অ্যাফিডেভিট নম্বর-23472, তাং- 1/12/2025-এর ঘোষণায় আমার আসল নাম সবিতা দাস যা আমার আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডে রয়েছে। এবং আমার ডাক নাম রিমা দাস। আমার আধার নং ****8666 সবিতা দাস এবং রিমা দাস একই মহিলা হিসেবে পরিচিত হলাম। গয়েরকাটা, জল। (C/119604)

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/BDO-ET/21/2025-26 (APAS), DATED : 04/12/2025
Last date and time for bid submission - 13/12/2025 at 16.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

TENDER
Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/13/2025-2026. Dt. 03.12.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

অ্যাফিডেভিট
আমি Uday Sharma পিতা প্রকাশ শর্মা, মাতা Rama Sharma মাদারিহাট নিবাসী। আমার Birth Certificate -এ মা-এর নাম ভুল থাকায় গত 2-12-25 তারিখ আলিপুরদুয়ার Notary Public দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Rama Sharma ও Roma Sharma এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (U/D)
•
I, Ajit Kumar Dutta, S/o-Late Harekrishna Dutta, resident of Vill. Kharimala Khagrabari, P.O. Nilkuthi Baburhat, P.S. Kotwali, Dist. Cooch Behar do hereby solemnly affirm and declare vide an affidavit before the Ld. J.M. 1st Class Sadar Cooch Behar on 04-12-2025 that in my Passport having No. M 5763563, wherein my mother's name have been recorded wrongly as Mtna Rani Dutta instead of her original name Mina Rani Dutta. That Mina Rani Datta, Minarani Dutta & Mtna Rani Dutta are the same and one identical person, not separate one.

কর্মখালি
Female Chinese Cook required for Momo Shop near Delhi. Salary with accommodation food. Contact 9910989585. (C/119477)

Lost
Lost Policy No 135631845 of LIC of India, Siliguri Branch-1 In the name of Pooja Ahuja. For Sum assured (Rs.) 20 Lacs DOC 28/02/2017 if anyone found please contact Pooja Ahuja on mobile no 9593200514 (C/119499)
•
Lost Policy No 135631844 of LIC of India, Siliguri Branch-1 In the name of Hridhan Ahuja. For Sum assured (Rs.) 11 Lacs DOC 28/02/2017 if anyone found please contact Pooja Ahuja on mobile no 9593200514 (C/119499)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ, কাল ও পরশু জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিতম
8th Dec. upto 3 pm
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

আজ টিভিতে

জম্বি অ্যানিমালস রাত ১১.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মস্তান, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ নাগপঞ্চমী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মামাভাগ্নে, দুপুর ১২.০০ আশা ও ভালোবাসা, ২.৩০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৩০ অপরাজিত প্রসেনজিৎ ৩০ বছর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, সন্ধে ৭.৩০ চক্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৪৪ কসম পয়দা করনে ওয়ালে কি, দুপুর ১.০৬ ম্যায় খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৪.১৬ আই
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫১ কেদারনাথ, দুপুর ১.০৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.৩০ কহো না পেয়ার হ্যায়
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ জ্যায়সি করনি ওয়সি ভরনি, বিকেল ৩.৫০ মুজরিম, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.২১ নমস্তে লন্ডন, ২.৫৪ এক সুনামি জোয়ালামুখী, বিকেল ৫.১৬ ম্যায় হুঁ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.৫৬ কবীর সিং, রাত ১১.০৪ হত্যা
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৫ সির্ফ তুম, দুপুর ২.২৬ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.৩৯ মর্দ, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, ১১.২৪ জুরমানা

আনন্দিতা রায় এবং সঞ্চারী গোস্বামীর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে,** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

চক্র সন্ধে ৭.৩০
ডিডি বাংলা

কবীর সিং সন্ধে ৭.৫৬ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের অভিযোগ সত্ত্বেও উদাসীন প্রশাসন

র‍্যাশন বণ্টনে বিপাকে ডিলার

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বিলির অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিন থেকেই। এবার দুয়ারে র‍্যাশন বিলি করতে এসে বিপদে পড়লেন ডিলার। ক্ষোভে র‍্যাশন নেওয়া বয়কট করলেন পূর্ব তেশিমলার ডুয়ার্স সিটি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তবে এই চিত্র শুধু গ্রামেই নয়, মাল শহরে বিলি করা র‍্যাশনও নিম্নমানের বলেই অভিযোগ। অধিকাংশ গ্রাহকই সেই চাল র‍্যাশন থেকে সংগ্রহের পর দোকানে গিয়ে বদল করে আনেন। অভিযোগের ব্যাপারে সেই ডিলার শেখরচন্দ্র বসু বলেন, 'সরকারি গোডাউন থেকে যা সামগ্রী আসে, আমরা সেটাই বণ্টন করি। এতে দুর্নীতি বা অনিয়মের কিছু নেই।'

সকালে র‍্যাশনের গাড়ি নিয়ে পৌঁছান ডিলার। আটা ও চালের বস্তা খোলার পর সেই

নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছেন বাসিন্দারা। শুক্রবার।

মালে অনিয়ম

- দীর্ঘদিন থেকে র‍্যাশনে অনিয়মের অভিযোগ
- তেশিমলায় চাল, আটা বণ্টনে গিয়ে ডিলার ক্ষোভের মুখে
- গ্রামবাসীরা র‍্যাশন গ্রহণ করেননি
- মাল শহরেও র‍্যাশন বিলি নিয়ে একই অভিযোগ রয়েছে

খাদ্যসামগ্রী নিতে অস্বীকার করেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, র‍্যাশনের চাল ও আটা অত্যন্ত নিম্নমানের। আটার প্যাকেটের মেয়াদ ছিল ১৫ ডিসেম্বর। তা দেখেই এত স্বল্প মেয়াদের আটা নিতে আপত্তি জানান অনেকে। গ্রামবাসীর দাবি, আতপ চালের পরিবর্তে সেদ্ধ চাল দেওয়া হলে সেটা সবাই মুখে তুলতে পারে। সরকার র‍্যাশনে প্রতি মাসে আতপ চাল পাঠালেও সেটা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট নন গ্রাহকরা।

এদিকে, দুটো বৈদ্যুতিক ওজন যন্ত্র ব্যবহার করেন ডিলার। এই বিষয় নিয়েও আপত্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মহিলারা। মেরুনা বেগম, ফিরোজা বেগম নামে স্থানীয়রা বলেন, 'আমরা পড়াশোনা জানি না, তাই র‍্যাশন যা দেয়, তাই নিয়ে নেই। তবে খাদ্যসামগ্রীর গুণমান অত্যন্ত খারাপ। এর প্রতিবাদে আমরা কেউ র‍্যাশন নিইনি। পরে সেখানে রাজ্য খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের এক আধিকারিক এসে গ্রামবাসীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। সেই আধিকারিক আটা এবং চালের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আতপ চালের পরিবর্তে সেদ্ধ চাল দেওয়া না হলে র‍্যাশন সম্পূর্ণ বয়কট করতে পারেন স্থানীয়রা। বিষয়টি নিয়ে তেশিমলার কংগ্রেসের নেতা আখতার কালাম বলেন, সরকারি র‍্যাশনের চাল একজন ভিক্ষুকও গ্রহণ করতে চান না, গ্রামবাসীদের সেই খারাপ চাল দেওয়ায় তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন।

গোটা বিষয় নিয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দাওয়া ওয়াঙ্গেল লামা বলেন, গুণমান যাচাই করে তারপর গ্রাহকদের কাছে পৌঁছায় চাল, আটা, তবে স্বল্পমেয়াদের সমস্যার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হবে।

শীতের আমেজে পাঠকদের ভিড় উত্তরবঙ্গ বইমেলায়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

চাল-আটায় পোকা, ক্ষোভ আমবাড়িতে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : র‍্যাশন থেকে দেওয়া হচ্ছে পোকাধরা চাল। আটার অবস্থাও একইরকম। এই অভিযোগে শুক্রবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকরা। ডিলারকে ঘিরে ধরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই অভিযোগ আসছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ হল রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি এলাকার মহামায়া কলোনিতে।

এদিন সকালে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কলোনির র‍্যাশন ডিলার উত্তমকুমার বিশ্বাস আমবাড়ির মহামায়া কলোনিতে দুয়ারে র‍্যাশন দিতে আসেন। কিন্তু, র‍্যাশন থেকে পোকাধরা চাল ও খাওয়ার অযোগ্য আটা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকরা। এলাকার বাসিন্দা কণিকা মণ্ডল বলেন, 'কিছুদিন ধরে র‍্যাশন ডিলারকে অভিযোগ করলেও তিনি শুনছেন না। এদিন চাল নিতে এসে দেখি, পোকা গিজগিজ করছে। এই চাল কি খাওয়া যায়?' এলাকার আরেক বাসিন্দা আকবর আলি বলেন, শুধু চাল নয়, যে আটা র‍্যাশন থেকে দেওয়া হয় সেই আটার প্যাকেটের মধ্যেও পোকা গিজগিজ করছে। বাধ্য হয়ে এলাকার বাসিন্দারা র‍্যাশনের চাল এবং আটা সস্তায় বিক্রি করে দেন। আমরা গরিব মানুষ। ভালো চাল এবং আটা পেলে নিজেরাই খেতে পারি। ব্যাগ হাতে র‍্যাশন নিতে আসেন বৃদ্ধা জয়শীলা মণ্ডল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ বলে কি এরকম চাল, আটা দেওয়া হবে? বেশ কয়েক মাস ধরে এই অবস্থা চলছে। র‍্যাশন ডিলারকে বলেও লাভ হচ্ছে না। চাল এবং আটার মধ্যে পোকা কিলবিল করছে। এই ঘটনা শুধু আজ নয়, দীর্ঘদিন থেকে চলছে। এই চালের ভাত ও আটার রুটি খেয়ে অনেকের পেট খারাপ হচ্ছে।'

অভিযোগ স্বীকার

- বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কলোনির র‍্যাশন ডিলার উত্তমকুমার বিশ্বাস আমবাড়ির মহামায়া কলোনিতে দুয়ারে র‍্যাশন দিতে আসেন
- র‍্যাশন থেকে পোকাধরা চাল ও খাওয়ার অযোগ্য আটা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকরা
- ডিলার অভিযোগ মেনে নিয়েছেন

বিষয়টি নিয়ে র‍্যাশন ডিলার উত্তমকুমার বিশ্বাস বলেন, ওপরমহল থেকে এই ধরনের চাল এবং আটা আমাদের সাপ্লাই দেওয়া হয়। তিনি স্বীকার করে নেন, চালের মধ্যে পোকা এবং আটাও খারাপ। এই চাল এবং আটা খাওয়ার অযোগ্য, একথাও কার্যত তিনি মেনে নেন। এই প্রসঙ্গে রাজগঞ্জের ফুড সাপ্লাই ইনস্পেকটর পূর্বা শেরপা বলেন, 'সিজন শেষে কিছু চালের বস্তায় এমন হতে পারে। তবে আটার প্যাকেটে পোকা এবং তিন মাস ধরে এমন চাল হওয়ার কথা নয়। আমরা সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

আমবাড়িতে র‍্যাশন নেওয়ার ভিড়। শুক্রবার।

ক্ষতিপূরণে স্বজনপোষণ!

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ৫ অক্টোবরের প্লাবনে বিধ্বস্ত এলাকায় ঘরের জন্য ক্ষতিপূরণের তালিকা নিয়ে ধূপগুড়ির ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুললেন। শুক্রবার তাঁরা ধূপগুড়ির বিডিও এবং এসডিও-র কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন।

তাঁদের কথায়, অক্টোবর মাসের শুরুর দিকে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পরবর্তীতে সরকারিভাবে ঘর দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের সমীক্ষা হলেও ঘরের তালিকায় বিজেপি নেতারা নিজেদের আত্মীয়দের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃত যাঁরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন, তালিকায় তাঁদের নাম নেই। ধূপগুড়ির এসডিও শ্রদ্ধা সুব্বা জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করা হয়েছে।

এদিন বিক্ষোভে শামিল রজত রায় বলেন, 'কীভাবে সার্ভে করেছে, তা বুঝতে পারছি না। একই এলাকায় তিনটি বাড়ি ছেড়ে একজন ঘর পেয়েছে, আবার তারপর দুটি

ব্লক প্রশাসনের দপ্তরে ক্ষতিগ্রস্তরা। শুক্রবার।

বাড়ি ছেড়ে আরেকজনের টাকা ঢুকেছে। গোটা এলাকার ক্ষতি হলেও অনেকের নাম বাদ গিয়েছে।'

একই অভিযোগ করেছেন আরেক ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী ভবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর কথায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দিয়ে সমীক্ষা করানো হয়েছে। বারবার বলেও ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় প্রকৃতদের নাম ওঠেনি। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত সচিব ও কর্মীরা ওই সমীক্ষা করেছেন। সমীক্ষার তালিকা আরেক দফায় বের হবে। সেই তালিকায় আরও অনেকের নাম থাকবে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের এমন যুক্তি মানতে নারাজ ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা। তাঁদের কথায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সমীক্ষায় যাননি।

বিজেপির স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা সমীক্ষা করেছেন। তাঁরাই নিজেদের আত্মীয়দের নাম ঘরের তালিকায় ঢুকিয়েছেন আর প্রকৃতরা ক্ষতিগ্রস্তরা তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে।

গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫/১০২ অংশের পঞ্চায়েত সদস্য রজত রায় বলেন, 'সমীক্ষার সময় ঘটনাস্থলে ছিলাম। কাউকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়নি। কেউ বলে থাকলে তা মিথ্যা বলেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট হবে।'

প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা একপ্রকার চাপ দিয়েই অনেকের নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছেন। এমনকি তাঁদের পছন্দের নাম না থাকলে পুরো তালিকা বাতিল করে দেবেন বলেও চাপ দিয়েছেন। তবে পুরো বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে। তালিকায় নাম থাকলেও যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হননি, তা খতিয়ে দেখে কড়া ব্যবস্থার পথে এগোতে পারে প্রশাসন।

এ ব্যাপারে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজয় রায় বলেন, 'ঘটনায় কিছুই বলার নেই। তবে শুনেছি, আরও তালিকা বের হবে। সরকারি কর্মীরা সমীক্ষা করেছেন।'

সরকারকে উৎখাতের ডাক

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : বিজেপি বিভিন্ন এলাকায় পরিবর্তন সভা করল। শুক্রবার দলের মণ্ডল কমিটিগুলির পক্ষ থেকে এই সভাগুলির আয়োজন করা হয়। সভায় গেরুয়া শিবিরের নেতারা বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপশাসনের অভিযোগ তুলে বর্তমান রাজ্য সরকারকে উৎখাতের ডাক দেন।

মালবাজার শহরের পম্পা সিনেমা হলের সামনে কর্মতীর্থ ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পরিবর্তন সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী ও টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা। অন্যদিকে, ডামডিম বাজারে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন মাল ১ নম্বর উত্তর মণ্ডল কমিটির সভাপতি প্রদীপ তিরকি, সহ সভাপতি মহেশ প্রসাদ ও সুমন মিঞ্জ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পঙ্কজ ভগত। মেটেলি বাজার চৌপথি ও বাতাবাড়ি ফার্ম কিষান মান্ডিতে পথসভার আয়োজন করা হয়। নাগরাকাটার সাপ্তাহিক হাটে এদিন পরিবর্তন সভা হয়। নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, 'রাজ্য সরকার বন্ধ চা বাগান খুলতে ব্যর্থ। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা জমা করছে না। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা একের পর এক দুর্নীতিতে যুক্ত।'

উড়ালপুলে কাজ শুরু

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জট কাটিয়ে অবশেষে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলে রেলের অংশে কাজ শুরু হল। ইতিমধ্যে গার্ডার বসিয়ে পিলার তৈরির কাজ শুরু করেছেন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। তবে জানুয়ারি মাস শেষের আগে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার আধিকারিকরা। এদিকে, রাজ্যে ডিসেম্বরের শেষের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবে বলে আগেই রেলকে জানিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রেল রাজ্যের কাছে আরও ১০ দিন বাড়তি সময় চেয়েছিল। সেই সময়সীমা আরও কিছুদিন বাড়তে পারে বলে খবর। এডিআরএম এনজেপি অজয় সিংয়ের বক্তব্য, 'কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই আমাদের অংশে কাজ শেষ করে দেওয়া হবে।' শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে রাজ্য পূর্ত দপ্তর উড়ালপুল তৈরি করছে। তবে মাঝে ঝংকার মোড়ে রেলের জায়গায় উড়ালপুলের একটি অংশ তৈরি করার কথা রেলের। কিন্তু ওই এলাকা দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেন যাতায়াত করায় রেল এতদিন কাজ করতে পারছিল না। ট্রেন ডাইভারশনের অনুমতি না মেলায় কাজ আটকে ছিল। গত সপ্তাহেই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মেয়র গৌতম দেব।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও এডিআরএম (এনজেপি)-র সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপরই তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ করেছেন এডিআরএম।

নালিশ

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : মাল পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুরোনো কুয়ো নিয়ে বিবাদ গড়াল পুরসভায়। শুক্রবার সকালে এই সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ করেন সঞ্জয় রায়। অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে সেই এলাকার সরকারি কুয়োর রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে রিনা সরকার। আগেও সমর দাস কাউন্সিলার থাকতে এই অভিযোগ করা হয়েছিল। মহিলা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ পদক্ষেপ করেননি।' রিনার দাবি, 'সঞ্জয়রা যখন বাইরে ছিল তখন সেখানে গেট লাগানো ছিল। পরে সঞ্জয় পুলিশ এনে খুলে দেয়। তারপর সেখানে অবরোধ নেই।'

জ্বালানির কাঠ নিয়ে বাড়ির পথে। শুক্রবার মালে। ছবি : অ্যানি মিত্র

থানার লক আপে নির্যাতন

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : বৃদ্ধ পাঁপড় বিক্রেতাকে খুনের মামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে এক রাজমিস্ত্রিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনদিন ধরে শারীরিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে কালিয়াচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। পেশায় রাজমিস্ত্রি জিয়াউল হক নামের ওই তরুণের বাড়ি কালিয়াচকের নওদা যদুপুর অঞ্চলের কাচারিপাড়া এলাকায়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

অভিযোগ, ওই রাজমিস্ত্রির মাথায়, মুখে ও দেহের বিভিন্ন জায়গায় বুট দিয়ে বেধড়ক লাথি মারা হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সুচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। আরও অভিযোগ, নির্যাতিত ওই তরুণ জল পান করতে চাইলে তাঁকে জল না দিয়ে মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া হবে বলে পুলিশ হুমকি দিয়েছে। পুলিশের নির্যাতনে ওই তরুণ কাতরাতে শুরু করলে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। তিনদিন ধরে নির্যাতন চালানোর পর ওই তরুণ খুনের দায় স্বীকার না করায় পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপরেই পরিবারের লোকজন তাঁকে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে চিকিৎসকরা তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কোনওরকম মারধর করা হয়নি। যদি মারধরের কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে লিখিতভাবে জানালে ঘটনার তদন্ত করা হবে। কোনও পুলিশ আধিকারিক যদি নির্যাতন চালিয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, হাসপাতালের বেডে শুয়ে জিয়াউল হক বলেন, 'তিনদিন আগে আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসে। তারপর শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। বুট পরে পুলিশ আমাকে মারধর করতে শুরু করে। লাঠি দিয়েও প্রচুর মারধর করেছে। আমার জানুতে সুচ ফুটিয়ে দিয়েছে। আমাকে বারবার বলছি আমি নাকি খুন করেছি। আমি পুলিশকে বলছি আমি খুন করিনি স্যর। আমার বাড়িতে নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের কসম করে বলছি। আমি খুন করিনি। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। এভাবেই সংসার চলে। আমি কোনওদিন কোনও খারাপ কাজও করিনি। তার পরেও পুলিশ আমাকে মারধর চালিয়ে গিয়েছে। আমি জল খেতে চাইলে পুলিশ বলছে, প্রস্রাব খাওয়াবে। আমি কাতরাতে শুরু করি কিন্তু ওষুধ দেওয়া হয়নি।'

এদিন সন্ধ্যার পরে কালিয়াচক-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখের নেতৃত্বে কয়েকশো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক কালিয়াচক থানার সামনে হাজির হন। থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তৃণমূলের নেতাদের অভিযোগ, খুনের প্রকৃত আসামিকে খুঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ। তাই সাধারণ নিরীহ মানুষকে তুলে এনে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। দলের ব্লক সভাপতি সারিউল শেখের বক্তব্য, 'আমরা থানার আইসির সঙ্গে কথা বলেছি। আইসি আমাদের বলেছেন বিষয়টি তিনি জানেন না। খোঁজ নিচ্ছেন।'

কাজ ফেলে উধাও ঠিকাদার

গয়েরকাটা, ৫ ডিসেম্বর : বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তা ও সেতুর কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে বরাতপ্রাপ্ত দুই ঠিকাদারি সংস্থা উধাও হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা ক্ষোভে ফুঁসছেন। যদিও দুই ঠিকাদারি সংস্থারই দাবি, স্থানীয়দের বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে না পারায় তৈরি হওয়া বিক্ষোভের জেরে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে তেলিপাড়া বুলেটকাটা থেকে বাংকুবাজার পর্যন্ত ২ কোটি ৭৮ লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দে ৫.৭৯ কিমি পাকা রাস্তা তৈরি শুরু হয়। রাস্তার বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা জানিয়েছে, এলাকায় প্রায় ৫ কিমি রাস্তা পিচ ও ১ কিমি রাস্তা কংক্রিটে তৈরি করার হিসেবে টেন্ডার হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়রা ১ কিমি রাস্তাও পিচ দিয়ে তৈরি হোক চাইছেন। স্থানীয়দের বাধার কারণেই ওই কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

> ঠিকাদারি সংস্থা ওই রাস্তা তৈরির কোনও উদ্যোগই নেয়নি। কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করলেও এলাকাবাসী নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে।
>
> **জাফর আলি** প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ, বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতি

যদিও ঠিকাদারি সংস্থার দাবি মানতে নারাজ বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জাফর আলি। তাঁর বক্তব্য, 'ঠিকাদারি সংস্থা ওই রাস্তা তৈরির কোনও উদ্যোগই নেয়নি। কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করলেও এলাকাবাসী নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে।'

স্থানীয় তবিবর রহমান আবার ঠিকাদারি সংস্থার পাশাপাশি স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দোষারোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'শাসকদলের যোগসাজশেই এই কাজ হয়েছে। না হলে ঠিকাদারি সংস্থা কী করে কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে উধাও হয়ে যায়?' জেলা পরিষদের এক ইঞ্জিনিয়ার জানান, টেন্ডারে ওই ১ কিমি রাস্তাকে কংক্রিট হিসেবেই ধরা রয়েছে।

অন্যদিকে, সেতুটির ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ মিটার অ্যাপ্রোচ রোডে পিচ না ঢেলেই আরেকটি ঠিকাদারি সংস্থা বেপাত্তা হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে সেতু দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে রোজ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। ধুলোয় ঢাকছে বাংকুবাজার এলাকা। এক্ষেত্রেও ওই ঠিকাদারি সংস্থার দাবি, স্থানীয়দের চাপে অতিরিক্ত বোল্ডার বাঁধ নির্মাণ করতে হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট বরাদ্দে অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

বছরদুয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে বরাদ্দ প্রায় ৭৬ লাখ টাকায় আংরাভাসা-তেলিপাড়াগামী প্রধানমন্ত্রী সড়কের বাংকুবাজারের কাছে চাচার বিলের ওপর ওই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও শেষপর্যন্ত সেতু ঢালাই করে রেলিংয়ে রং করে কাজ শেষ করে ঠিকাদারি সংস্থা। পুজোর পর অ্যাপ্রোচ রোডে পিচ ঢালাইয়ের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পঞ্চায়েত সদস্য বিনোদ রায় বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থা ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছেন।

বিশেষ শিবির

ধূপগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উদ্যোগে শুক্রবার সম্প্রতি ধূপগুড়ির প্লাবনকবলিত হোগলাপাতা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে একটি শিবির করা হয়। ২০০-রও বেশি মানুষকে এদিন চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে ওষুধ ও কম্বল বিলি করা হয়। এদিনের শিবিরের জন্য স্টুডেন্ট হেলথ হোমের একটি শাখা সংগঠন আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

সাফাই অভিযান

মেটেলি, ৫ ডিসেম্বর : চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের দু'ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করলেন মেটেলি যুব একতার সদস্যরা। শুক্রবার সংস্থার সদস্যরা হাতে হাত মিলিয়ে ওই সকল আবর্জনা পরিষ্কার করেন। পাশাপাশি, কেউ যাতে সড়কের ধারে আবর্জনা না ফেলেন, সেই আবেদনও জানানো হয়।

তিন বছরের মাথায় সাজা ঘোষণা

খুনের দায়ে যাবজ্জীবন

জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : খুনের দায়ে মা, বাবা ও ছেলে সহ একই পরিবারের চারজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। একই ঘটনায় পরিবারের আরেক সদস্যকে আদালত ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত আদালতের তৃতীয় কোর্টের বিচারক বিপ্লব রায় সাজা ঘোষণা করেন। ঘটনার তিন বছরের মাথায় আদালত সাজা ঘোষণা করল। মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেব (পিন্টু) বলেন, 'এই মামলায় বাড়ির নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত দুই রাজমিস্ত্রি সহ ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক এদিন চার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন ও একজনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

সাজা ঘোষণার পর দোষীদের কোর্ট হাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিনের রায়ে যাবজীব্বন সাজাপ্রাপ্তরা হল নিখিল সরকার, বাসন্তী সরকার, তাঁদের ছেলে বিশ্বনাথ সরকার ও বাসন্তীর ভাই বুদ্ধেশ্বর মণ্ডল। এছাড়া শম্ভু মণ্ডলকে আদালত ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযুক্তদের বাড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় শালবাড়ি এলাকায়।

২০২২ সালে একটি জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত। বিবাদের জেরে গোবিন্দ মণ্ডল (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গোবিন্দ ও নিখিল একে-অপরের আত্মীয়। গোবিন্দর ঝাড় শালবাড়ি এলাকায় পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে প্রায় ১৭ কাঠা জমি ছিল। তিনি ওই জমিতে বাড়ি তৈরি করছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গোবিন্দর এই পৈতৃক জমিটি নিখিল দখলের চেষ্টা করছিল। বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অনেকদিন ধরে ঝামেলা চলছিল। ঘটনার দিন নিখিল, বাসন্তী, বিশ্বনাথ, বুদ্ধেশ্বর ও শম্ভু লাঠি, লোহার রড নিয়ে গোবিন্দর নির্মীয়মাণ বাড়ির সামনে হাজির হয়। সেই সময় গোবিন্দর স্ত্রী সন্ধ্যা মণ্ডল কাজ দেখাশোনা করছিলেন। দুইপক্ষের মধ্যে বচসার সময় লাঠি ও লোহার রড নিয়ে সন্ধ্যা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর নিখিলরা চড়াও হয়। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে গোবিন্দ সেখানে আসেন। তিনি গণ্ডগোল থামানোর চেষ্টা করলে একটি কোদাল দিয়ে নিখিল ও তার পরিবারের সদস্যরা গোবিন্দর মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় গোবিন্দ মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, তারপর জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভালো চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পরিবারের তরফে ধূপগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়। অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন সংশোধনাগারে থাকার পর হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পায়। বৃহস্পতিবার পাঁচজন দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পুনরায় জেল হেপাজতে যায়।

> এই মামলায় বাড়ির নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত দুই রাজমিস্ত্রি সহ ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক এদিন চার অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন ও একজনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।
>
> **প্রসেনজিৎ দেব,** *আইনজীবী*

চিতাবাঘের আতঙ্ক চা মহল্লায়

বেলাকোবা, ৫ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা বাগানের চার নম্বর সেকশনে শুক্রবার সকালে বাগানে কাজে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারের একটি ড্রেনের দিকে শ্রমিকদের চোখ আটকে যায়। ড্রেনের মধ্যে একটি গোরুর দেহাংশ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। হিংস্রভাবে আঁচড়ানো ছিন্নভিন্ন দেহাংশ দেখেই শ্রমিকদের বুঝতে বাকি থাকে না এ কাজ কার। এরপর বাগানে ঢুকতেই তাঁরা দেখতে পান, একটি চিতাবাঘ পালিয়ে যাচ্ছে। তারপর থেকেই আতঙ্কে বাগান শ্রমিকরা।

বাগান ম্যানেজার প্রসূন চক্রবর্তী বলেন, 'কয়েকদিন ধরে একটি চিতাবাঘ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনার খবর বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়িতে ও বেলাকোবা বন দপ্তরকে জানালে, পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীরা শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।'

> কয়েকদিন ধরে একটি চিতাবাঘ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীরা শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।
>
> **প্রসূন চক্রবর্তী**
> *বাগান ম্যানেজার*

অমিত ওরাওঁ, বিনোদ ওরাওঁ সহ বাগিচা শ্রমিকদের দাবি, বন দপ্তর খুব দ্রুত চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করুক। বাগানের ভেতরেই তাঁদের বাড়ি, ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছে। এই অবস্থায় কাজ করা তো দূর, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে যে কোনও মুহূর্তে বড় বিপদ ঘটতে পারে।

বাগিচার সহকারী ম্যানেজার অতীন সান্যাল বলেন, 'চিতাবাঘের আতঙ্ক রয়েছে। তবে এই ব্যাপারে আমাদের চৌকিদাররা সবসময় সচেতন করছে ও নজর রাখছেন।' খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায় বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসারকে ফোন করে দ্রুত চিতাবাঘটিকে জাল বা খাঁচা পেতে ধরার ব্যবস্থার জন্য বলেন।

রেঞ্জ অফিসার এই প্রশ্নের উত্তরে জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি সন্ধ্যায় বাগানে একলা না যাওয়া, কাজ শুরুর আগে টিন বাজিয়ে শব্দ করা অথবা বাজি-পটকা ফাটানো, বাচ্চাদের বাগানে যেতে না দেওয়া এই বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।

উষ্ণতার খোঁজে।। মাথাভাঙ্গা শহরে বিশ্বজিৎ সাহার তোলা ছবি।

শেষবেলায় টাকা আসায় চাপে জেলা পরিষদ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : পরিস্রুত পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের কাজ দ্রুত করতে উত্তরবঙ্গের জেলা পরিষদ, মহকুমা পরিষদ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে টাকা বরাদ্দ করা হল। জেলা পরিষদগুলিকে চলতি ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে এই টাকা খরচ করতে হবে। অর্থবর্ষ শেষ হতে হাতে চার মাসেরও কম সময় থাকায় কাজের চাপ বাড়বে বলেই মনে করছে জেলা পরিষদগুলি। নভেম্বরের মাঝামাঝি পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে আনটায়েড খাতে জেলা পরিষদগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবার টায়েড খাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তির অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন অভিযোগ করেন, 'জল ও স্যানিটেশনের প্রথম কিস্তির টাকা অর্থবর্ষ শেষ হতে কয়েক মাস বাকি থাকা অবস্থায় দেওয়া হল। এই অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চে দেওয়া হবে। তখন বাকি অর্থ বরাদ্দ করে কাজগুলি তড়িঘড়ি করার জন্য চাপ দেবে কেন্দ্র। প্রকল্প আগে থেকে করা থাকায় অর্থ বরাদ্দ দেরিতে হলেও কাজ করতে সমস্যা হয় না। কিন্তু টায়েড ও আনটায়েড দুই খাতের কাজ আলাদা। তাছাড়া কেন্দ্রের বোঝা উচিত ছিল এখন এসআইআর-এর কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। সেখানে কর্মীরা ব্যস্ত রয়েছেন। তার উপর ফেব্রুয়ারি থেকেই ভোটের দামামা বেজে গেলে কাজ করাতে অনেক সমস্যা হবে।' কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা রায় জানিয়েছেন, প্রতিবছরই কেন্দ্র এইভাবে চলতি অর্থবর্ষের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা দিয়ে থাকে। অন্য বছরে এসআইআর এবং ভোট নিয়ে এত চাপ থাকে না বলে কর্মীদের কাজের নজরদারি করার জন্য পাওয়া যায়। এবার এই বাড়তি চাপ আছে জেনেও অর্থবর্ষের শেষদিকে টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদকে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, কোচবিহার জেলা পরিষদকে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদকে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদকে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, মালদা জেলা পরিষদকে সবচেয়ে বেশি ৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদকে ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, জিটিএ-কে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

> **সময় কম**
>
> ■ জেলা পরিষদগুলিকে চলতি ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে এই টাকা খরচ করতে হবে
>
> ■ অর্থবর্ষ শেষ হতে হাতে চার মাসেরও কম সময় থাকায় কাজের চাপ বাড়বে বলেই মনে করছে জেলা পরিষদগুলি

ফাওলইয়ের আওতায় বামনডাঙ্গা চা বাগান

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর : বন্ধ বামনডাঙ্গা চা বাগানের শ্রমিকদের সরকারি মাসিক অনুদান বা ফাওলই প্রকল্পের আওতায় আনছে রাজ্য শ্রম দপ্তর। শুক্রবার শিবির করে বাগানের শ্রমিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র জমা নেওয়া এবং স্ক্রুটিনির কাজ করা হয়। শ্রম দপ্তর সূত্রের খবর, অক্টোবরের গোড়ায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর থেকে বন্ধ ছিল বামনডাঙ্গা বাগান। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক ফাওলই-এর আওতায় আসতে চলেছেন।

এদিনের শিবিরে প্রত্যেক শ্রমিকের থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড নম্বর ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এরপর ডেটাবেস বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে। তার ওপর ভিত্তি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত সরাসরি টাকা পাবেন শ্রমিকরা। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার। এছাড়া ছিলেন শ্রমিক নেতা সুরেশ ওরাওঁ, আজাদ আনসারি প্রমুখ। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'বাগানটি যাতে দ্রুত স্বাভাবিক হয় সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। রাজ্য সরকার ফাওলই অনুমোদন করায় শ্রমিকরা দারুণভাবে উপকৃত হলেন।' অক্টোবরের দুর্যোগে বাগান বন্ধ হওয়ার পর দু'মাস কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু হয়নি। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাঁধছিল।

মোবাইল ফেরালেন তরুণ

চালসা, ৫ ডিসেম্বর : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে মালিককে তা ফিরিয়ে দিয়ে সততার পরিচয় দিলেন বাতাবাড়ি চা বাগানের তরুণ শাহিন আলম। শুক্রবার চালসা ট্রাফিক গার্ডের অফিসে শাহিন মোবাইল মালিককে সেটি ফিরিয়ে দেন।

বৃহস্পতিবার চালসার বিডিও অফিসের রাস্তায় শাহিন ওই মোবাইলটি কুড়িয়ে পান। জানা যায়, মোবাইলটির মালিক সুনীতা তেলিতামারিয়া নামে এক মহিলা। তিনি বড়দিঘি চা বাগানের রাঙ্গামাটি লাইনের বাসিন্দা। এদিন মোবাইলটি তাঁর হাতেই ফিরিয়ে দেন শাহিন। মোবাইল ফিরে পেয়ে শাহিনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই মহিলা। শাহিন আলমের এই সততার প্রশংসা করেছে বিভিন্ন মহল।

রঞ্জনকে সামলাতে মাস্টারস্ট্রোক মেয়রের, জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : পুরনিগমে চাকরি পেয়েছেন কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার মেয়ে। আর সেটা নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে জলঘোলা হচ্ছে। শাসকদলে থেকেও কার্যত বিরোধীদলের কাউন্সিলারের মতো ভূমিকা নেওয়া রঞ্জনকে শান্ত করতেই কি তাঁর মেয়েকে চাকরি দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন উঠছে। কেউ আবার বলছেন, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় প্রার্থী হলে রঞ্জনকে প্রয়োজন ধরে নিয়েই নিজের ভিত শক্ত করছেন মেয়র গৌতম দেব।

এটা ঠিক যে, যোগ্যতার নিরিখে কেউ চাকরি পেতেই পারেন। সেটা নিয়ে এত জলঘোলা করার কী প্রয়োজন রয়েছে? কিন্তু গত দু'মাস ধরে রঞ্জনের নীরবতা, মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়া এবং কিছুটা রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালনের ঘটনাগুলিই চর্চায় চলে এসেছে। মেয়র বলেছেন, 'সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসএই) পদে দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। যোগ্যতার ভিত্তিতেই দুজন চাকরি পেয়েছেন। এটা নিতে বিতর্কের কিছু নেই।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে দুজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) নিয়োগের জন্য ২২ সেপ্টেম্বর ইন্টারভিউ হয়েছিল। মোট ৫৫ জন ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিলেন। সেখান থেকে দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের রঞ্জন শীলশর্মার মেয়ে রিয়া শীলশর্মা রয়েছেন। তিনি শুক্রবার ১ নম্বর বরোতে কাজে যোগ দিয়েছেন।

পুরনিগমে মেয়ের চাকরি

শিলিগুড়িতে গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ড গঠন হওয়ার পর থেকে যে দুজনকে নিয়ে শাসকদল সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়েছে তাঁরা হলেন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন এবং কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। দিলীপ ঘরে-বাইরে বিভিন্ন সময় সরাসরি মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে আক্রমণ করছেন। তিনি মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েক মাস ধরে মেয়র পারিষদদের বৈঠক এবং মাসিক বোর্ড সভাতেও অংশ নিচ্ছেন না।

রঞ্জনও কিন্তু কম যান না। প্রতিটি বোর্ড সভায় বিরোধীদের প্রশ্নের চেয়ে দলেরই কাউন্সিলার রঞ্জন কী বলবেন, তাঁর কোন সমালোচনার মুখে পড়তে হবে, তা নিয়ে অস্বস্তিতে থাকে দল। এই রঞ্জনকে ম্যানেজ করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়রের কাছে। এহেন রঞ্জন দু'মাস ধরে রক্ষণাত্মক ভূমিকায়। বোর্ড সভাতেও তাঁকে কার্যত নীরব দেখা যাচ্ছে। এর মাঝেই ৩০ নভেম্বর পুরনিগমে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) পদের চাকরিপ্রাপকদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে রঞ্জনের মেয়ের নাম রয়েছে। রঞ্জন বলেছেন, 'এটা তো করণিক বা অন্য সাধারণ পদে নিয়োগ নয় যে যাকে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল আর সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। এটা ইঞ্জিনিয়ারের পদ। যার যোগ্যতা রয়েছে সেই চাকরি পাবে। কাউন্সিলারের মেয়ে বলে চাকরি পাবে না সেটা কে বলেছে?'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com
কর্মব্যস্ততা।। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন মুন্না বণিক।

সিনেমা বানানোর স্বপ্ন দেখেন মেঘরাজ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর : সিনেমার নাম শুনলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা রঙিন জগৎ ও কিছু বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম। তবে একটি সিনেমা তৈরির পেছনে থাকেন কয়েকশো কলাকুশলী। অনেকের স্বপ্ন থাকে সেই কলাকুশলীদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠার। এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন মেটেলির বড়দিঘি বাজারের বছর তেইশের মেঘরাজ ওরাওঁ। সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই) মাস্টার ইন ফাইন আর্টস কোর্সে ডিরেকশন অ্যান্ড স্ক্রিন প্লে রাইটিং বিভাগে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন সে। তিন বছরের এই কোর্স তাঁকে তাঁর স্বপ্নপূরণের পথে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে। এখানে সুযোগ পাওয়ার জন্য মেঘরাজকে এসআরএফটিআই দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষার পর আরও দুটি ধাপের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তাঁর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সমগ্র চা বলয়।

মেঘরাজ বারবিশার জওহর নবোদয় স্কুল থেকে ২০২০ সালে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ২০২৩ সালে স্নাতকের পরীক্ষায় পাশ করার পর থেকে তাঁর মনে ইচ্ছে জাগে সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করার। এরপর থেকে শুরু হয় প্রস্তুতি। মেঘরাজ বলেন, 'সিনেমা তৈরি করাটা আমার স্বপ্ন। সিনেমা নিয়ে স্কুল জীবন থেকেই ছোটখাটো নানা ধরনের কাজ করে গিয়েছি। নিজের প্যাশনকে পেশা বানাতে চাই। এই ভাবনা থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলাম। আমি যখন পেরেছি, ডুয়ার্সের অন্য ছেলেমেয়েরাও পারবে। শুধু দরকার ইচ্ছে ও একাগ্রতা।'

মেঘরাজের পরিবারেরও সিনেমার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। প্রায় দেড় দশক আগে মুক্তি পাওয়া সাদরি সিনেমা সাঁঝ বিহান-এ মেঘরাজের মা অভিনয় করেছিলেন। সেই সিনেমার প্রযোজক ও স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন মেঘরাজের মামা বাবুলাল কুজুর। মেঘরাজের মা যশোদা ওরাওঁ বলেন, 'সুযোগ পেলে মেঘরাজ মোবাইলে অন্য কিছু না দেখে কীভাবে ভিডিও বানাতে হয় সেই বিষয়গুলি দেখত। এভাবে বেশ কিছু তথ্যচিত্র নিজেই বানিয়ে ফেলেছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ফসল কাটার উৎসব সোহরাই-এর ওপরেও মেঘরাজের কাজ রয়েছে। এসআরএফটিআই-এর মতো জায়গায় পড়াশোনা করে প্রকৃত সিনেমা তৈরির পাঠ পেয়ে জীবনে ভালো কিছু করবে বলে বিশ্বাস করি।'

> সিনেমা তৈরি করাটা আমার স্বপ্ন। সিনেমা নিয়ে স্কুল জীবন থেকেই ছোটখাটো নানা ধরনের কাজ করে গিয়েছি। নিজের প্যাশনকে পেশা বানাতে চাই।
>
> **-মেঘরাজ ওরাওঁ**

সমাজকর্মী রূপম দেবের মতে, 'মেঘরাজ চা বলয়ের বাকিদের কাছে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে। ওঁর এই সাফল্যের খবর পাওয়ার পর থেকে অনেকে এই জায়গায় কীভাবে সুযোগ পাওয়া যায় সেবিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে।'

তবে শুধু মেঘরাজ নয়, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে আরও দুজন আদিবাসী পড়ুয়া সিনেমা নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন। বীরপাড়ার অন্বেষণ হোরো নামে এক ছাত্র পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ায় (এফটিআইআই) সিনেমাটোগ্রাফি কোর্স নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন। শিলিগুড়ির চম্পাসারির বাসিন্দা স্নেহা কুজুর এসআরএফটিআইতে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া বিভাগে দু'বছরের কোর্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

অমর খুনে রবির দিকে আঙুল

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : তৃণমূলের যুব নেতা অমর রায় হত্যাকাণ্ডে এবার দলেরই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পরিমল বর্মন ও আজিজুল হকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলল মৃতের পরিবার। পুলিশের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন অমরের মা তথা ডাউয়াগুড়ির তৃণমূলের প্রধান কুন্তলা রায় ও বাবা মহিমচন্দ্র রায়।

গত ৯ অগাস্ট কোচবিহারের ডোডেয়ারহাটে প্রকাশ্যেই এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে অমরকে খুন করা হয়। পরবর্তীতে ওই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের দুজন জামিন পেলেও বাকিরা বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রয়েছেন। ধৃতরা সুপারি নিয়ে খুন করেছিলেন বলে পুলিশ আগেই জানিয়েছে। কিন্তু খুনের পেছনে মাথা কারা, তা এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রকাশ্যে আনতে পারেনি। অমরের পরিবারের তরফে আগেও বলা হয়েছিল, খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক কারও হাত থাকতে পারে। কিন্তু কাদের হাত রয়েছে তা এতদিন স্পষ্ট করেনি অমরের পরিবার। তবে পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নামের উল্লেখ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনকয়েক আগেই চিঠি পাঠিয়েছে অমরের পরিবার।

অমর রায়ের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। -ফাইল চিত্র

মৃত অমরের বাবা মহিমবাবু শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পরিমল বর্মন, আজিজুল হকদের নামে অভিযোগ করেছি। আমার সন্দেহ, সুপারি কিলারদের ওঁরা টাকাপয়সা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি পুলিশ সুপার ও পুণ্ডিবাড়ি থানায় ডাকযোগে লিখিত অভিযোগ করেছি।' দলেরই নেতাদের বিরুদ্ধে সন্দেহের তির কেন? মহিমবাবুর জবাব, '২০০৮ সালে কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে আমি ও আমার স্ত্রী নির্বাচনে জিতেছিলাম। আমাদের কেউ একজনের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু শেষমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তা হতে দেননি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমার স্ত্রী যাতে ভোটে না দাঁড়ান, সেই কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে স্ত্রী ভোটে দাঁড়ায় ও প্রধান হয়। ওঁর সঙ্গে এনিয়েই দীর্ঘদিনের খারাপ সম্পর্ক ছিল।' মহিমবাবুর সংযোজন, 'আমার ছেলে বেঁচে থাকলে ওই এলাকায় কেউ কালো কারবার চালাতে পারত না। সেজন্যই ওকে খুন করা হয়েছে।'

অমর রায় খুনের পর ডাউয়াগুড়িতে তাঁর বাড়িতে পরিবারকে সদলবলে সমবেদনাও জানাতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। যদিও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, 'আমাকে হেনস্তা করার জন্য অনেক চক্রান্ত চলছে। এটি তারই একটি অংশ। সুতরাং এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চাইছি না।'

যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের তথা জেলা পরিষদের সদস্য পরিমল বর্মন বলেছেন, 'আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে মহিম রায়ের পরিবার আমাদের আত্মীয় হয়। সেই সূত্রে ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে এরকম কেন অভিযোগ করা হয়েছে তা জানি না। এসবের সঙ্গে আমি যুক্ত নই।' তৃণমূল নেতা আজিজুল হকের সঙ্গে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি।

গুম্ফায় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : শুক্রবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং ডামডিম বুদ্ধ গুম্ফাতে পুজো দিতে আসেন। সকাল ৯টায় গুম্ফায় পৌঁছান। এরপর সেখানে পুজো দিয়ে ১১টার দিকে সিকিমের উদ্দেশ্যে ফিরে যান। কয়েকদিন আগেই তিনি ওই গুম্ফাতে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। এদিন ওই জায়গায় ফের পুজোতে অংশগ্রহণ করতে আসেন তিনি।

কাজের সূচনা

চালসা, ৫ ডিসেম্বর : বড়দিঘি চা বাগানের মুন্সি লাইন এলাকার বাসিন্দাদের অনেকদিনের দাবিপূরণ হল। শুক্রবার পুজো করে ও ফিতে কেটে কংক্রিটের নিকাশিনালার কাজের সূচনা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা প্রমীলা ওরাওঁ, সমাজসেবী শান্ত রায় সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তহবিলের মাধ্যমে এই কাজ হবে। কাজের সূচনায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

লিটল ম্যাগাজিনের 'দুর্গাপুজো' রায়গঞ্জে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ঠিক যেন দুর্গাপুজোর আবহ রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে। মণ্ডপ নেই। তবে সার সার স্টল রয়েছে। প্রতিমা নেই। তবে থরে থরে সাজানো রয়েছে লিটল ম্যাগাজিন। আর সেই বই ঘিরেই মেতে উঠেছেন সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীরা। যেমন দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে বাঙালি।

সাড়ে পাঁচশোরও বেশি কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে শুক্রবার রায়গঞ্জে শুরু হল সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা 'উত্তরের হাওয়া'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই সাহিত্যমেলা চলবে তিনদিন। তাতে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করেছেন। স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এ যেন সত্যিই অকাল দুর্গাপুজো।

এমন আয়োজনের জন্য তো মুখিয়ে থাকে স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমী মহল। দুর্গাপুজোর জন্য অপেক্ষা না হয় বছর ঘুরতেই মেটে। কিন্তু এই লিটল ম্যাগাজিন মেলার জন্য রায়গঞ্জবাসীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় ১৫ বছর। ২০১০ সালে এখানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার এতদিন পর আবার এমন আয়োজনে উচ্ছ্বসিত কবি-সাহিত্যিকরা। এই মেলায় সত্তরটি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল দেওয়া হয়েছে। এদিন বিকেল সাড়ে চারটায় মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব বাসুদেব ঘোষ, কবি সুবোধ সরকার, নলিনী বেড়া, রাজবংশী ভাষা আকাদেমির সভাপতি হরিহর দাস সহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা। উদ্বোধনের পর মঞ্চে ব্রাত্য নিজের

লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধনে ব্রাত্য বসু। শুক্রবার রায়গঞ্জে।

সম্পাদিত কুলদারঞ্জন রায় রচনা সমগ্র উদ্বোধন করেন। উত্তর দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরকাড়া উৎকর্ষের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে একসময় বড় বড় সাহিত্যিক ও নাট্যকর্মী উঠে এসেছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীতেও উত্তরবঙ্গ থেকে বড় মানের সাহিত্যিক ও কবিদের উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।'

এদিন মেলা চত্বরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ব্রাত্য। সেখানে পুরোনো শিল্প-সংস্কৃতির ছবি জায়গা পেয়েছে। সেই সমস্ত ছবি থেকে শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে দর্শকরা জানতে পারবেন বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত কবি-সাহিত্যিকরা। মেলায় উপস্থিত ইংরেজি লিটল ম্যাগাজিন ইন্ডোলজি-র সম্পাদক বিনয় লাহা বলেন, 'রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সাহিত্যপ্রেমীরা স্টলে এসে সব ধরনের বই দেখতে পাবেন।'

তবে শুধু কবি-সাহিত্যিকরাই নন, মেলার আয়োজনে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষও। নিলয় দত্ত নামে শহরের এক শিল্পীর কথায়, 'ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি আমার ভীষণ আকর্ষণ। ছোটগল্প, সব ধরনের উপন্যাস পড়ি। এবার রায়গঞ্জে এমন মেলা আয়োজিত হয়েছে দেখে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। আমার মতো অনেক সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ এই মেলায় এসে খুশি হবেন।'

অসুস্থ বিএলও

শুক্রবার বিকালে ডেবরার ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫ নম্বর বুথের বিএলও অরূপ কুমার মাইতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নবান্নে বৈঠক

ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্সকে নিয়ে শুক্রবার নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা।

এসি ট্রেন

শিয়ালদার পর এবার হাওড়া ডিভিশনেও চলবে এসি লোকাল ট্রেন, হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের মধ্যে। পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ ডেউস্কর জানিয়েছেন, সমীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেপমারি

সাইকেলের চাকায় একটি দড়ি আটকে গিয়েছিল। তা ছাড়িয়ে দেওয়ার নাম করে এক বৃদ্ধের কাছ থেকে শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতী। তদন্তে পুলিশ।

নিয়োগের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : শ্রমিক ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মতো উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে (এনবিএসটিসি) এক মাসের মধ্যে ৪ জনের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর করতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ওই চারজনের বয়স ৬২ বছরের কম হলে তাঁদের একমাসের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে। সকলের বকেয়া সমস্ত অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা না হলে অন্যথায় হাজির থাকতে হবে অর্থসচিবকে।' আদালতের নির্দেশ কার্যকর হয়েছে কি না, তা রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে। জানুয়ারি মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি।

২০১৪ সালে শ্রমিক ট্রাইবিউনাল ২২ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁরা দীর্ঘদিন পরিষেবা দিয়েছেন। কিন্তু এই নির্দেশের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। পরে সেই মামলা ডিভিশন বেঞ্চে আসে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ ট্রাইবিউনালের নির্দেশমতো ২২ জনকে স্থায়ী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুক্রবার আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, নির্দেশ মাফিক ১৮ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে ৪ জনকে বয়সসীমার কারণে এখনও নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

পরিবহণ নিগমের তরফে আইনজীবী জানান, সমস্ত বিষয়টাই রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল। ডিভিশন বেঞ্চ তারপরই নির্দেশ দেয়, বাকি ৪ জনের বয়স ৬২ ঊর্ধ্ব না হলে অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে।

বাবরি নামে আপত্তি শুভেন্দুর

পুরুলিয়া, ৫ ডিসেম্বর : মসজিদে আপত্তি নেই, আপত্তি বাবরি নামে। ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের দিন মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ গড়তে শিলান্যাস করার কথা ঘোষণা করেছেন তৃণমূলের দেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুনের এই ঘোষণা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। এই আবহে শুক্রবার পুরুলিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইসলামরা মসজিদ, হিন্দুরা মন্দির, খ্রিস্টানরা চার্চ, শিখরা গুরুদুয়ারা বানাবেন এতে আপত্তি নেই। কিন্তু নামকরণে আপত্তি রয়েছে। মোগল, পাঠানরা ভারত দখল করতে এসেছিল। অত্যাচার করেছে, জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করেছে, মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছে। তাই বাবরি নামকরণে আমাদের আপত্তি আছে। এই নামকরণটি কেউ সমর্থন করে না।' হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করাকে লোক দেখানো বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ভাঙার দিনে বরাবরের মতো শনিবার দেশজুড়ে শৌর্যদিবস পালন করবে বিজেপি। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শুভেন্দু।

জামিন সুজয়কৃষ্ণর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। ইডির মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন তিনি। এবার সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি থেকে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তবে তাঁকে নিম্ন আদালতের কাছে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। ফোন নম্বর জানাতে হবে। তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে একদিন সপ্তাহে দেখা করতে হবে। কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ প্রভাবিত করা যাবে না। কলকাতার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। সব শর্ত না মানলে তাঁর জামিন বাতিল করতে পারবে নিম্ন আদালত।

শেষ পারানির কড়ি... *শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।*

জট কাটিয়ে আজ মসজিদের শিলান্যাস

হস্তক্ষেপ করল না আদালত, থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের বিরোধিতায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এই মামলায় আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই সম্প্রীতির পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে এদিনই হুমায়ুনের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি দেননি। হুমায়ুন বলেন, 'বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের জন্য আমি ব্যস্ত। তাই কলকাতা গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে ইস্তফা দেওয়ার সময় নেই। স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে থাকব। তারপর ইস্তফা দেব।'

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের প্রস্তাবের বিরোধিতায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, এই ধরনের অনুষ্ঠানে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হবে। কোনওভাবে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয়, সেদিকে নজর রাখছে প্রশাসন। কেন্দ্রের আইনজীবী জানান, ওই এলাকা সংবেদনশীল। আগেও অশান্তি হয়েছে। সেই কারণে ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এলাকায়। তারপর আদালত জানিয়ে দেয়, শিলান্যাসের কর্মসূচি ঘিরে যাতে কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি না হয়, তা নিশ্চিত করবে রাজ্য। পাশাপাশি এক্ষেত্রে রাজ্যকে সহায়তা করবে কেন্দ্র। ফলে শনিবারের কর্মসূচিতে আপাতত কোনও বাধা নেই।

একনজরে

- ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলায় হস্তক্ষেপ করল না
- রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থার নির্দেশ
- দেদার আয়োজন, আসছেন সৌদি ধর্মগুরুরা
- ৩ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়ন এলাকায়

হুমায়ুনও থেমে নেই। পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন মসজিদ তৈরির প্রস্তুতি। মসজিদের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা ও ৮০ ফুট চওড়া একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চে ৪০০ জন অতিথি বসার ব্যবস্থা থাকবে। শুধু মঞ্চ তৈরিতেই প্রায় ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে দাবি। থাকবেন সৌদি আরব থেকে আসা ধর্মগুরুরা। সাতটি সংস্থাকে খাবারের বরাত দেওয়া হয়েছে। ৪০ হাজার প্যাকেট শাহি বিরিয়ানি করা হবে। এছাড়াও ২০ হাজার স্থানীয় লোকজনের জন্য বসিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গোটা ব্যবস্থায় তদারকি করতে ২ হাজার জন স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করেছেন হুমায়ুন। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা অতিথিরা শুক্রবার রাতের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন। বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে শিলান্যাস অনুষ্ঠান। ২টোয় অনুষ্ঠান শেষ করার কথা আছে।

শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন হুমায়ুন। আইনশৃঙ্খলার যাতে অবনতি না হয়, তার জন্য প্রায় ৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ থাকবে। জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা বলেন, 'ব্যারাকপুর ও দুর্গাপুর ব্যাটালিয়ন থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আনা হচ্ছে। মূলত বেলডাঙা ও রেজিনগর থানা এলাকার মধ্যেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাই এই দুই থানার পুলিশ অফিসার ও কর্মীরাও থাকবেন।'

'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আদালতের নির্দেশ মতো বিস্তারিত বিবরণ সহ ২০১৬ সালের 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। ৩৫১২ জনের ওই তালিকায় তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের নাম, রোল নম্বর, কোন পদে আবেদন করেছেন, অভিভাবকের নাম, জন্মতারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। পয়লা ডিসেম্বরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা গ্রুপ সি ও ডি পদে অযোগ্যদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালতে অভিযোগ উঠেছিল, মোট অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ৭২৯৩। তারপরই ব্যাংক জাম্প, প্যানেল বহির্ভূত অথচ এখনও কর্মরত, ওএমআর গরমিল থাকা সমস্ত প্রার্থীর তালিকা সম্পূর্ণ বিবরণ সহ প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে অভিযোগ তোলা হয়, আদালতে কমিশনেরই তথ্য অনুযায়ী, মোট অযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা ৭২৯৩ কিন্তু কমিশন ৩৫১২ জনের নাম প্রকাশ করেছে। তবে এদিনের প্রকাশিত তালিকাতেও ৩৫১২ জনেরই বিস্তারিত তথ্য সহ নাম রয়েছে। যদিও নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ সি ও ডি-এর নিয়োগ মামলার নিষ্পত্তির ওপর নির্ভর করবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। জানা গিয়েছে, এদিন শুধু চাকরিরত ৩৫১২ জন অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ হয়েছে। অপেক্ষমাণ তালিকায় যাঁদের নম্বরে গরমিল হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকাও প্রকাশ করবে এসএসসি। তবে ওই তালিকা প্রকাশ করার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি।

হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা ওই মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস বলেন, 'নির্দেশ কার্যকর না হলে ফের এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।' এদিনই আবার চলতি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দাগিদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর অভিযোগ, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দাগি তালিকা প্রকাশ করেনি কমিশন। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি পাওয়া দাগিদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি।

অবশেষে

- এদিন চাকরিরত ৩৫১২ জন অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ হয়েছে
- অপেক্ষমাণ তালিকায় যাঁদের নম্বরে গরমিল হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকাও প্রকাশ করবে এসএসসি
- তবে ওই তালিকা প্রকাশ করার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি

এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় বাড়াতে আপত্তি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআর-এর মেয়াদ বাড়াতে চান না সিইও মনোজ আগরওয়াল। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে দিল্লি থেকে সব রাজ্যের সিইওদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেই বৈঠকেই সব রাজ্যের সিইওদের কাছেই মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে জানতে চায় কমিশন। জবাবে রাজ্যে এসআইআর-এর মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই বলে কমিশনকে জানিয়েছেন মনোজ।পরে এই বিষয়ে মনোজ বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে এসআইআর-এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। রাজ্যের কাজের অগ্রগতি নিয়ে কমিশনও সন্তুষ্ট। তাছাড়া আগামী বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। মেয়াদ বৃদ্ধি হলে নির্দিষ্ট সময়ে ভোট ঘোষণা নিয়ে সমস্যা হতে পারে।' বৈঠকে রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যু ও তার ক্ষতিপূরণের দাবির বিষয়েও কমিশনকে জানিয়েছেন সিইও।

এদিকে, ডিজিটাইজেশনের কাজে একেবারে পিছনের সারিতে ছিল উত্তর কলকাতা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন উত্তর কলকাতা অধীন মানিকতলা বিধানসভা ১০০ শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকার থেকে নাম বাদ যেতে পারে ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার। ডিজিটাইজড হয়েছে ৯৯.২৩ শতাংশ ফর্ম।

মালদা টাউন-দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন শীতকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৬৫/০৩৪৬৬ মালদা টাউন-দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক) নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে ঃ-

মালদা টাউন – দীঘা স্পেশাল			(০৩৪৬৫) (০৩৪৬৬)	দীঘা – মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঁঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঁঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	—	১৩.১০	↓ মালদা টাউন	০৯.২০	—	রবিবার
	১৫.১৫	১৫.২০	রামপুরহাট	০৬.২২	০৬.২৭	
	১৭.১১	১৭.১৬	বর্ধমান	০৪.৩৫	০৪.৪০	
	১৮.৩০	১৮.৩৫	ডানকুনি	০৩.৪০	০৩.৪৫	
	১৯.৫০	১৯.৫৫	আন্দুল	০২.২৫	০২.৩০	
	২০.৩৫	২০.৩৭	মেচেদা	০১.৫০	০১.৫২	
	২৩.০০	—	দীঘা ↑	—	২৩.৪০	শনিবার

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফারাক্কা, পাকুড়, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, তমলুক এবং কাঁথি স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৬৫ ঃ ১৩.১২, ২০.১২ ও ২৭.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০৩টি ট্রিপ এবং দীঘা থেকে ০৩৪৬৬ ঃ ১৩.১২, ২০.১২ ও ২৭.১২.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০৩টি ট্রিপ। গঠন ঃ এসি ৩-টিয়ার - ০২, স্লিপার ক্লাস - ০৫, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী - ০৭ এবং জিএসএলআরডি - ০২ = ১৬টি কোচ। ক্যাটেগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভবানীপুরের দায়িত্বে দুই মন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৪২ হাজার এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েনি। এই ফর্ম কেন জমা করা সম্ভব হয়নি বা পরিকল্পিতভাবে কেন এই ফর্ম ডিজিটাইজড করা হয়নি, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের দুই প্রবীণ মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, এই দুই কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমকে। ঘটনাচক্রে ফিরহাদ বন্দর এলাকায় বিধায়কের পাশাপাশি ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও। এই ওয়ার্ডটি মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন।

এবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী যে ফের এখান থেকেই প্রার্থী হবেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দল চাইলে তিনি ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে ১৯৫৬ ভোটে হেরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছে। ভবানীপুরে প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে বলে একাধিকবার দাবি করেছেন শুভেন্দু। সেখানেই ৪২ হাজার এনুমারেশন ফর্ম জমা না হওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তৃণমূলের কপালে। ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা তিনটি ওয়ার্ডে পিছিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। ৬৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিপুল পরিমাণে লিড থাকায় লোকসভা ভোটে ভবানীপুর বিধানসভা আসনে কিছুটা হলেও এগিয়েছিল তৃণমূল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ১১০৫টি ভোটে এগিয়েছিল তৃণমূল। তাই এই ৪২ হাজার ফর্ম কেন জমা পড়ল না, তা নিয়েই তৃণমূলের অভ্যন্তরে চর্চা শুরু হয়েছে।

জমা হয়নি ৪২ হাজার ফর্ম

পর্যবেক্ষকদের নিয়ে বৈঠক মুখ্যসচিবের

স্বরূপ বিশ্বাস ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে চলা সমস্ত প্রকল্পের কাজ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দু-দিন আগেই প্রধান সচিব, ডেপুটি সচিব ও জেলা শাসকদের নিয়ে ২৩ জনের একটি পর্যবেক্ষক দল গঠন করে দিয়েছে নবান্ন। এসআইআর-এর জন্য উন্নয়নমূলক কাজে যাতে কোনও ঘাটতি না হয়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর পালটা চাপ দিতে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শুক্রবারই জেলা শাসক ও বিশেষ পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। কোন কোন প্রকল্পের অগ্রগতি কী কী হয়েছে, তা নিয়ে তিনি বিস্তারিত খোঁজ নেন। বাংলার বাড়ি নিয়েও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। অক্টোবর পর্যন্ত বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম দফায় পাওয়া ১২ লক্ষ উপভোক্তার ২৯ শতাংশ উপভোক্তা বাড়ির কাজ সম্পন্ন করেননি। তা নিয়েও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে পথশ্রীর কাজ শেষ করতে নতুন একটি পোর্টাল ব্যবহার করার জন্য জেলাশাসক, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে অর্থ দপ্তর। ৪২৮০ এফ (ওয়াই) নম্বরের এই জরুরি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এতদিন পথশ্রীর কাজে এই ই-টেন্ডার সংক্রান্ত পুরোনো পোর্টালও যেমন সংশ্লিষ্টরা ব্যবহার করতে পারবেন, তেমনই নতুন পোর্টালটি তারা কাজে লাগাতে পারবেন। এতে পথশ্রী প্রকল্পের কাজ আরও গতি পাবে।

পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পোর্টাল চালু

আজ মমতার বক্তব্যে নজর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এসআইআর আবহে শনিবার কলকাতার ধর্মতলার মেয়ো রোডে 'সংহতি দিবস'-এ ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার কথা থাকলেও সম্ভবত তিনি থাকবেন না। তাই মমতার ভাষণের দিকেই তাকিয়ে আছেন তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা।

ইতিমধ্যেই কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে লক্ষাধিক লোক জড়ো করার পরিকল্পনা নিয়েছে তৃণমূল। শুক্রবারই দুই দফায় দলের শীর্ষনেতাদের পাশাপাশি ছাত্র ও যুবদের নিয়েও বৈঠক করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

সংহতি দিবস

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে ছাত্র ও যুব সংগঠনকে নিয়ে ফের বৈঠক হয়েছে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই সভা থেকেই ভোটের প্রস্তুতির দিকনির্দেশিকা জানিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই বার্তাও মুখ্যমন্ত্রী এই সভা থেকে দিতে পারেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অর্ঘ্য বসু বলেন, 'এদিনের সভায় লক্ষাধিক লোক যে উপস্থিত হবেন, তা এখন থেকেই বলা যায়। আমরা তার প্রস্তুতিও শুরু করেছি। দলনেত্রীর বার্তা শোনার জন্যই সকলে হাজির হবেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

মৈত্রী কথা

ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মোড় এনে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ব্যক্তিগত সখ্য। ২৩তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দিতে পুতিন এখন ভারতে। ২০০০ সালের পর থেকে মোট ১০ বার তিনি ভারতে এলেন। পুতিন ক্ষমতায় আসার বহু আগেই ভারত ও রাশিয়ার বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম এই কমিউনিস্ট দেশটি ঘুরে এসে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'-তে তাঁর চোখ দিয়ে রুশ দেশের সঙ্গে বাঙালি তথা ভারতবাসীর আত্মিক পরিচয় গড়ে ওঠে।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে একসময় কমিউনিস্ট রাশিয়া হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী, বামপন্থী বিপ্লবীদের পীঠস্থান। ১৯৫৫ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েত যাত্রা ও তারপর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভারত সফর দুই দেশের বন্ধুত্বের বাঁধনকে আরও মজবুত করে। ঠান্ডাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধের আবহে ভারত অবশ্য প্রকাশ্যে উভয় দেশ থেকে সমদূরত্ব রাখার নীতি নিয়েছিল।

বদলে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে নিয়ে ভারত গড়ে তুলেছিল নির্জোট আন্দোলন। নেহরু-ক্রুশ্চেভ, ইন্দিরা-ব্রেজনেভ, রাজীব-গর্বাচভ থেকে মোদি-পুতিন- দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের ব্যক্তিগত সমীকরণের শক্তি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন ও ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পরেও সেই ছবিটা বদলায়নি। বরং প্রোটোকল ভেঙে দিল্লির বিমানবন্দরে মোদির পুতিনকে স্বাগত জানানো, তাঁর সঙ্গে করমর্দন-আলিঙ্গন, একই গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে যাওয়া ইত্যাদি সবই উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উদাহরণ।

একথা ঠিক যে, সোভিয়েতের পতনের পর রাশিয়ার দাপট আগের তুলনায় অনেকটা ম্লান। কিন্তু তার পরেও প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা সহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা বন্ধ হয়নি। রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় অপরিশোধিত তেল কেনায় ভারতের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে নেমেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই ধাক্কা সামলাতে রুশ তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু সামান্য হলেও আমদানি কমাতে শুরু করেছে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সখ্য তৃতীয় কোনও দেশের অঙ্গুলিহেলনে কখনও পরিচালিত হয়নি। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির নানা পরিবর্তনে পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার দিকে ফিরে তাকাতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে ভারত।

ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারতের স্বার্থে আঘাত লাগার মতো একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের শিকল ও বেড়ি পরিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো, শুল্ক আরোপ, অপারেশন সিঁদুর থামানোর কৃতিত্ব দাবি, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ ও লাগাতার প্রশংসা ইত্যাদিতে ট্রাম্পকে নিয়ে মোদির প্রচারের ফানুস আগেই ফাঁসিয়ে দিয়েছে। নজিরবিহীনভাবে ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, তিনিই ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধ করেছেন। মোদি স্পষ্ট ভাষায় তা খারিজ করতে পারেননি।

তবে ভারতের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বে নতুন শান দিতে বাধ্য হয়েছেন মোদি। কিন্তু তা নিয়ে প্রচারের আড়ালে পাকিস্তান ও চিনের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তিতে রাশিয়াকে ভারত কতটা পাশে পাবে, তা ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। মোদি-পুতিন যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হলেও সরাসরি পাকিস্তানের নিন্দা করেননি রুশ রাষ্ট্রপতি। পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে সবরকম সাহায্য করা চিনকে রাশিয়া আদৌ কড়া বার্তা দেবে কি না, সেই নিশ্চয়তা পুতিনের কাছ থেকে আদায় করতে পারেননি মোদি।

একসময় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে আমেরিকা, চিন, পাকিস্তানকে লালচোখ দেখানো থেকে পিছু হটত না মস্কো। নয়াদিল্লির সঙ্গে ক্রেমলিনের সেই হৃদ্যতা কমেনি ঠিকই। কিন্তু আমেরিকা-চিন-পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান স্নায়ুর যুদ্ধে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত কতটা সাহায্য পাবে, পুতিনের নয়াদিল্লি সফরে সেই ধোঁয়াশা কাটল না।

অমৃতধারা

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালোরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি ব'লে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই নে। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা- চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন। দুই রকম আমি আছে- একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি, আর পাকা আমি হচ্ছে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান-স্বরূপ।

-শ্রীরামকৃষ্ণ

শতবর্ষে উপেক্ষিতই ইতিহাসের ওয়ার্কশপ

তিনধারিয়ায় টয়ট্রেনের বহুচর্চিত ওয়ার্কশপের শতবর্ষ চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে। পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও উপেক্ষিত তিনধারিয়া।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাস্তাঘাট একেবারে শুনসান। মরা দুপুর তো মরা দুপুরই। সামান্য আগে মোড়ের মাথায় দেখে এসেছি, জনা দুই তরুণ-তরুণী নতুনভাবে তৈরি রাস্তার মুখে সেলফি তুলে যাচ্ছে। জনা দুই স্থানীয় মানুষ অতিনির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রাস্তার গার্ডওয়ালে।

অথচ এই বিশাল চত্বরের গেটের ধারেকাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের রাস্তাতেও কেউ নেই। পিছনের রাস্তাতেও কেউ নেই। জাতীয় সড়ক মানে হিলকার্ট রোডের এই অংশটুকু খুব সরু। ডানদিকে যে কয়েকটা বাড়ি, সেগুলোর দরজা বন্ধ। মানুষ যে সেখানে থাকে, তা বোঝার উপায় নেই।

ওই যে বিশাল চত্বরের প্রধান গেটটি বন্ধ রয়েছে, তা দেখলেও বোঝার উপায় নেই, এটা এক ঐতিহাসিক জায়গা। পর্যটকদের তীর্থক্ষেত্র হতে পারত। হয়নি।

অথচ এই ২০২৫ সালেই তার শতবর্ষ ছিল। চলে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

হেঁটে চলেছি তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের পাশ দিয়ে। নিঃস্তব্ধ চারপাশ। বড় মলিনও। ৫৫ বছর আগে এই ওয়ার্কশপকে কেন্দ্র করে পরিচালক তপন সিংহ তাঁর এক রূপকথা তৈরি করেছিলেন দিলীপকুমার ও তাঁর প্রেমিকা সায়রা বানুকে নিয়ে। সৃষ্টি হয়েছিল 'সাগিনা মাহাতো'। যে ছবির চর্চা কলকাতা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মুম্বইয়ে এবং যার রেশ ধরে তৈরি হয়েছিল হিন্দি সিনেমা 'সাগিনা'।

বিদ্রোহী শ্রমিক সাগিনা মাহাতোর কথা মানুষ জানতে পেরেছিল আরেক সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের কলম থেকে। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ও হাতি মোড়ের মাঝখানে একটি কলোনির নাম সাগিনা মাহাতো কলোনি। অবাক কাণ্ড, সাগিনার আসল কর্মক্ষেত্র তিনধারিয়ায় তাঁকে ভুলেই গিয়েছে মানুষ।

উপর থেকে দেখলে তিনধারিয়ার শতবর্ষ প্রাচীন লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপকে অনেকটা বাতাসিয়া লুপের মতো দেখায়। রেললাইনটি ঠিক ওভাবেই জড়িয়ে রয়েছে ওয়ার্কশপকে।

রোহিণী-কার্সিয়াং রাস্তাটি হওয়ার পর কপাল পুড়েছে সুন্দরী হিলকার্ট রোডের। এত ঘুরে কেউ যেতে চায় না দার্জিলিং। কপাল পুড়েছে এই শতবর্ষ পুরোনো ওয়ার্কশপেরও। পর্যটকরা আর এদিকে আসেন না। রেলেরও বাড়তি উদ্যোগ নেই। এখন রোহিণীর পথ কিছুদিন বন্ধ থাকায় লোকের ও গাড়ির আনাগোনা বেড়েছে। ওয়ার্কশপ বা তিনধারিয়ার ভাগ্য বদলায়নি।

বছর তিনেক আগে একবার ওয়ার্কশপের গেট খোলা দেখে ঢুকে পড়েছিলাম। দেখি, ঢুকে বাঁদিকে একটি ছোট মিউজিয়াম। জনহীন। তার টিকিট কাটতে আবার ছুটতে হয়েছিল তিনধারিয়া রেলস্টেশনে। স্টেশন মাস্টার তখন নেই সেখানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে মিউজিয়াম দেখার টিকিট চাই শুনে বেশ অবাক। বলেই ছিলেন, 'কেউ তো আসে না।' ১০০ বছরের ওয়ার্কশপটি এমনিতে দেখার মতো। দেখেছিলাম, টয়ট্রেনের ছোট কোচগুলো সারানো হচ্ছে। হাত লাগিয়েছেন মহিলা কর্মীরাও। সিমলা বা উটিতে এমন দেখার সুযোগ নেই।

ইতিহাস কী বলে তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপের ১০০ বছরে?

আসলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ইতিহাসে এটাই প্রথম রেল মেইনটেনান্সের জায়গা ছিল না। ১৮৮১ সালে যখন দার্জিলিং পর্যন্ত গেল ন্যারোগেজ লাইন, ওই সময় যাবতীয় সারাইয়ের কাজ চলত তিনধারিয়ার লোকোমোটিভ শেডে। লোকো শেডই কাজ করত ওয়ার্কশপের। ডিএইচআর তখন একদিকে কিশনগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে, আরেকদিকে তিস্তা ভ্যালিতে। তাই আরও বড় জায়গা দরকার ছিল কামরা বা ইঞ্জিন সারানোর জন্য।

১৯১৩ সালে ঠিক হয়, একটা বড় ওয়ার্কশপ হবে পাহাড়ের রেলকে কেন্দ্র করে। প্রথমে কথা হয়েছিল শিলিগুড়িতেই হবে সেটা। যেখানে কলকাতা, তিস্তা ভ্যালি এবং দার্জিলিং— তিনটে দিকের লাইন রয়েছে। ব্রিটিশ কর্মীরা আপত্তি না করলে শিলিগুড়িই পেত এই ওয়ার্কশপ। তাঁরা আবার শিলিগুড়ির নামে আপত্তি তোলেন সেখানে যথেষ্ট ঠান্ডা না থাকায়। অত গরমে নাকি কাজ করা মুশকিল। তাই ভাবা হয় তিনধারিয়ার কথা। প্রথম কথা, এটা পাহাড় ও সমতলের মাঝামাঝি পড়বে। দ্বিতীয় কথা, এটা পাহাড়ের একেবারে নীচের অংশে।

১২ বছর ধরে কাজ করার পর এই ওয়ার্কশপ তৈরি হয়! 'দার্জিলিং মেল' পত্রিকার সম্পাদক ডেভিড চার্লসওয়ার্থ লিখেছিলেন, 'the mysteries thought to be beyond the gates, were more tantalising than the Willy Wonka factory would have been to children... You have to have been trainspotter to understand the psychological trauma caused by the sight of a railway track disappearing under closed gates!'

তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপে গিয়ে শেষবার দেখেছিলাম, অনেক মহিলা কর্মযজ্ঞে শামিল। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণার মতো সেলুনকারগুলো চোখে পড়েনি, যেখানে অনেক বিশিষ্টদের টয়ট্রেন চড়ার স্মৃতি জড়িয়ে। সেগুলো আছে তো? সেদিন যে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল, পরে গিয়ে বারবার সেই প্রশ্নটা তাড়া করে। কার্সিয়াংয়ের ধারে কাছে তো অনেক ছোট ছোট গ্রাম পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তিনধারিয়া সেটা পারল না কেন? রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরও কেন উদ্যোগ নিল না বাড়তি?

কার্সিয়াংকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট গ্রামে পর্যটকরা যান। তিনধারিয়ার দিকটা একেবারে বঞ্চিত। রোহিণীর দিকে গত চার বছরে হোটেল, রেস্তোরাঁ হয়ে পালটে গিয়েছে মানচিত্র। ওদিকটা যত উজ্জ্বলতর, তিনধারিয়ার দিকটা ততই ম্লান।

মমতা সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটক টানায় দেশে দু'নম্বর হতে পারে, তাতে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীদের কোনও ভূমিকা নেই। বাবুল সুপ্রিয়, ইন্দ্রনীল সেন দুই গায়ক মন্ত্রী ভাগাভাগি করে পর্যটন দপ্তর চালিয়েছেন দীর্ঘদিন। তাঁদের কিন্তু উত্তরবঙ্গে সেভাবে দেখাই যায়নি। তিনধারিয়া খায় না মাথায় দেয়, তা নিয়ে তাঁরা ভাববেন কী করে?

বহু বছর আগে থেকেই শিলিগুড়ি শহর থেকে তিনধারিয়ার আলো দেখা যেত প্রতি সন্ধ্যায়। আজও কেউ গুলমা স্টেশনের উলটোদিকের প্রান্তরে দাঁড়ালে রূপকথার শহরের মতো পাহাড়ে ঝকঝক করবে তিনধারিয়ার রূপ।

এ শহরে লেখক প্রমথ চৌধুরীর দাদা আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ি ছিল, সেখানে থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার চিহ্ন ছড়ানো ছেটানো গীতাঞ্জলির কিছু কবিতায়। সেই শান্তা ভবনের স্মৃতি মুছে গিয়েছে কার্যত। তিনধারিয়া এলাকায় বাড়ি ছিল বাঙালির গর্ব জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীরও। এখানকার দুর্গাপুজো দেখতে গিদ্দাপাহাড়ের বাড়ি থেকে আসতেন শরৎচন্দ্র বসু।

পুরোনো ইতিহাস আর আজ নেই, তবু তিনধারিয়ার অপার সৌন্দর্য তো আজও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চারদিকে। টয়ট্রেনের সবচেয়ে উপেক্ষিত তিনটি স্টেশন তাকে ঘিরেই। মহানদী, গয়াবাড়ি, চুনাভাটি। অথচ কী চমৎকার গ্রাম! মহানন্দার উৎসস্থল পাগলাঝোরা খুব কাছে। এই অঞ্চলেই টয়ট্রেনের বহুচর্চিত জিগ জ্যাগ প্রথার লুপ দেখা যায়। তিনধারিয়া থেকে চমৎকার দেখা যায় সমতলের বাড়িগুলো। প্রচুর প্রেমিক প্রেমিকা মোটর সাইকেলে ঘুরতে আসে বিকেলের দিকে। তবু এই জায়গা কেন পর্যটনকেন্দ্র হল না, এই প্রশ্নটা বারবার তাড়া করবে।

২০২৫— বিভিন্ন দিক থেকে শিলিগুড়ি বা দার্জিলিংয়ের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৫ সালে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ হওয়ার পাশাপাশি শিলিগুড়িতে প্রথম চালু হয়েছিল বাস। সে বছরই দার্জিলিংয়ে অকালে প্রয়াত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শিলিগুড়িতে টয়ট্রেনে এনে তাঁর দেহ দার্জিলিং মেলে পাঠানো হয় কলকাতা। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেও বলা যায়, এত ভিড় কোনও বঙ্গসন্তানের শেষযাত্রায় হয়নি। অথচ দেশবন্ধুর প্রয়াণের শতবর্ষের দিন মনে আছে, শিলিগুড়িতে কিছুই হয়নি। বাসযাত্রা যাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল, সেই হুজুর সিংয়ের অস্তিত্বও ভুলে গিয়েছে শিলিগুড়ি।

তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের ভাগ্যেও সেই রকমই প্রবল উপেক্ষা জুটল পুরো বছর ধরে। আবার সেই চরম ঔদাসীন্য, চরম নিঃস্তব্ধতা! অথচ তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ উত্তরবঙ্গের সোনার ইতিহাসের এক টুকরো। তার গেটে পড়ে থাকে উপেক্ষার বর্ণমালা। কাঁদে শুধু।

আজ

১৯৫৬

বিআর আম্বেদকর প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমাদের টিমে অসাধারণ সব ফুটবলার। জেতার মানসিকতা, খিদে- সবকিছু রয়েছে। আমি আশা করি থাকতে পারব। আগেও বলেছি, বিশ্বকাপে মাঠে থাকতে পারলে ভালো লাগবে। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে মাঠে নাও থাকতে পারি। সেক্ষেত্রে দর্শক হিসেবে তো থাকবই।

- লিওনেল মেসি

ভাইরাল/১

বুদ্ধগয়ার হোটেলে বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনে সাতপাক ঘোরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চলছে ভূরিভোজ। শেষ পাতে রসগোল্লা কম পড়ে যাওয়ায় বর ও কনের বাড়ির লোকেদের মধ্যে শুরু হয় কথাকাটাকাটি, হাতাহাতি। বিয়ে বন্ধ।

ভাইরাল/২

ইন্ডিগোর বিমান বাতিল হওয়ায় দেশজুড়ে শোরগোল। যার জন্য নিজেদের রিসেপশনে যোগ দিতে না পেরে ভার্চুয়ালি অংশ নিলেন বেঙ্গালুরুর নবদম্পতি। অতিথিরা হাজির। সামনে বড় স্ক্রিনে নবদম্পতি। হুবলিতে রিসেপশন পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল।

জনমন জনমত

বিলুপ্তপ্রায় মঙ্গুজ বাঁচাতে উদ্যোগ নিক বন দপ্তর

দুই দশক আগেও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র দেখা যেত মঙ্গুজ। যাকে আমরা বেজি বলে চিনি। এগুলি বনে তো থাকতই, এছাড়া বাঁধের পাড়ের ঝোপঝাড়ে, পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়িতে বা বাঁশঝাড়ের গোড়ার গর্তে হামেশাই দেখা যেত। এখন আর এগুলিকে চোখে পড়ে না।

এই মঙ্গুজ প্রাণীটি এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে যে, শিডিউল ১ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিডিউল ১ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ প্রায় শেষের পথে এই প্রাণীটি।

জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতি বছর এক লক্ষ মঙ্গুজ শিকার হয় ভারতে। তাহলে কি মাংসের লোভে? এমনটাও কিন্তু নয়। এর লোমই বেশি মহার্ঘ। এক কেজি ব্যবহারযোগ্য লোম পেতে মোটামুটি ৫০টি মঙ্গুজ শিকার করতে হয়। তুলি বানাতে আদর্শ উপকরণ এই মঙ্গুজের লোম।

তুলির টানে এভাবে মঙ্গুজ অবৈধভাবে হত্যা করা উচিত নয়। এগুলিকে বাঁচতে দিন।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, ফালাকাটা।

শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখাতে হবে

১ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'সময়ের কথা' কলামে প্রকাশিত অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের 'ভুল বৃত্তে কিশোরীরা, স্কুল-সমাজের দায়িত্ব অনেক' শীর্ষক প্রতিবেদনটির সঙ্গে আমি ভীষণভাবে সহমত।

লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তথ্যসমৃদ্ধই নয়, বরং বর্তমান সময়ের এক অত্যন্ত বিপজ্জনক বাস্তবতাকে সামনে এনেছে - যেখানে নাবালিকারা প্রযুক্তি-নির্ভরতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতা, সামাজিক অজ্ঞতা এবং প্রতারণার জালে আটকে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে ফেলছে। মোবাইল ফোন, সামাজিক মাধ্যম এবং অপরিণত বয়সের সম্পর্ক - এই তিনের সংযোগ অনেক কিশোরীকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাজ, পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- এই তিন স্তরের সমন্বিত সতর্কতা ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়। স্কুলে বারবার সচেতনতা কর্মসূচি হলেও বাস্তবে অভিভাবকদের উদাসীনতা ও তথ্য গোপনের প্রবণতা সমস্যাটিকে আরও জটিল করছে। তাই প্রয়োজন নিয়মিত মনোবৈজ্ঞানিক সহায়তা, কঠোর নজরদারি এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সান্নিধ্যভিত্তিক মানবিক যোগাযোগ। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানোই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার জন্য আমি লেখিকাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সমাজকে জাগ্রত করতে এমন লেখার প্রয়োজন ছিল এবং তার বাস্তবিক সাফল্য কামনা করছি।

মলয় চক্রবর্তী
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অন্তহীন ক্ষত ও অনিশ্চিত প্রতিকার

কী কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নিয়ে সেভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলেনি তার উত্তর মেলে না।

বিশ্বজিৎ দত্ত

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার ৪১ বছর পেরিয়ে গেল। ১৯৮৪ সালে ৩ ডিসেম্বর রাত ১টার সময় ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইড সংস্থার কারখানায় E610 ট্যাংকে মজুত থাকা প্রায় ৪০ টন বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট (MIC) এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বাতাসে মিশে যায়। দুর্ঘটনার প্রথম তিনদিনে মারণ গ্যাসের প্রভাবে প্রায় আট হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতে আরও পনেরো হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। এছাড়া, প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ সারা জীবনের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেই মানুষগুলো শরীরে নানা রোগব্যাধি আর যন্ত্রণা আজও বহন করে চলেছেন। কিন্তু তাঁরা আজও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাননি। অপরাধীরাও সাজা পায়নি।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকেই দায়ী করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ইউনিয়ন কার্বাইডের মার্কিন কর্তা ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে গ্রেপ্তার করে সংস্থার অতিথিশালায় গৃহবন্দি করা হলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জামিন দিয়ে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহের নির্দেশে রাজ্য সরকারের বিশেষ বিমানে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিমানের ক্যাপ্টেন সৈয়দ আলির সাক্ষ্য অনুযায়ী বিমানের লগবইয়ে সেই বিশেষ বিমানের সম্পর্কে লেখা ছিল 'Flight authorized by CM'। ৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অতিসক্রিয়তায় আরেকটি বিশেষ বিমানে অ্যান্ডারসনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আর কোনও দিন বিচারের জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে ফেরত আনা যায়নি। কী

কারণে তাঁকে ফেরত পাঠাতে সরকারের এত সক্রিয়তা ছিল তা আজও জানা যায়নি।

গ্যাস বিপর্যয়ের পর ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও বহুমুখী। কেন্দ্র সরকার তৎক্ষণাৎ ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং ঘটনাটির দায় নির্ধারণে বিশেষ উদ্যোগ নেয়। দুর্ঘটনার পরই কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ আইন- Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) অ্যাক্ট ১৯৮৫ পাশ করে। যাতে সরকারই সব ক্ষতিপূরণের দাবি আইনি পথে উপস্থাপন করতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের বোঝা কমানো হয়। পরবর্তীতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ১৯৮৯ সালে আদালতের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতা হয়, যেখানে সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার পুনর্বাসন, পরিবেশ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প হাতে নেয়। অপরাধমূলক দায় নির্ধারণের জন্য আলাদা ফৌজদারি মামলা চলতে থাকে, যদিও ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে বহু বিতর্কও তৈরি হয়। এদিকে, মার্কিন আদালতে ৩ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করার পরেও ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মাত্র ২৪ দিনের শুনানির শেষে ভারত সরকার মাত্র ৪৭০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ নিয়ে ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তিতে রাজি হয়ে যায়। এনিয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে, এমনকি বামপন্থীদেরও কখনোই সেরকম জোরালো প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে দেখা যায়নি। কারণও সামনে আসেনি।

(লেখক চিকিৎসক ও অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১১

পাশাপাশি : ১। আপাতত স্থগিত, এখন হচ্ছে না ৩। দিনমজুরি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে ৫। বিশৃঙ্খলা অবস্থা ৭। বাগে পাওয়া বা উপযুক্ত সময় ৯। উত্তর আমেরিকার দেশ খালের জন্য বিখ্যাত ১১। এই মোরগ বনে থাকে ১৪। যেখানে খাবার বিতরণ করা হয় ১৫। সমুদ্রের কাল্পনিক প্রাণী।

উপর-নীচ : ১। গ্রামের অভিজাত অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তি ২। প্রিয় বিচ্ছেদের কষ্ট ৩। মাংসের পদ ৪। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ করে চাষবাসের সঙ্গে ৬। গুজব ৮। সেদ্ধ চাল বা ভাত ১০। বহুজন সমাগমে সান্ধ্য গানের আসর ১১। একটি ফুল, মালা গাঁথা হয় ১২। সোনার টাকা ১৩। ভুলভ্রান্তি, প্রমাদ।

সমাধান ■ ৪৩১০

পাশাপাশি : ১। কোকেন ৩। মাদা ৫। ভেট ৬। আরশি ৮। দস্তুর ১০। বাল্মীকি ১২। কসুর ১৪। সাম ১৫। হাজা ১৬। চিন্ময়।

উপর-নীচ : ১। কোকনদ ২। নভেম্বর ৪। দায়ের ৭। শিবা ৯। চিক ১০। বালামচি ১১। কিশলয় ১৩। সুরাহা।

বিন্দুবিসর্গ

ভারত সফরে আসছে মার্কিন দল

দিল্লির 'ভারসাম্যে' চাপে ওয়াশিংটন!

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : দু-দিনের সফরে দিল্লি এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর সফরের মধ্যেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করতে ভারতে আসার কথা জানাল মার্কিন প্রতিনিধি দল। তাঁদের নেতৃত্বে থাকবেন আমেরিকার সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইৎজার। আগামী সপ্তাহে দলটি দিল্লিতে আসবে। বাণিজ্যমন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের একাধিক বৈঠক হওয়ার কথা।

বুধবার ভারতের সঙ্গে এমএইচ ৬০ আর সি-হক হেলিকপ্টার চুক্তির কথা ঘোষণা করেছিল ট্রাম্প সরকার। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের নির্ঘণ্ট প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়াকে চাপে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপরেও বিদেশনীতির প্রশ্নে ভারসাম্য বজায় রেখেছে ভারত। চলতি সফরে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে স্বাগত জানাতে দিল্লি বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০৩০ পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে দু-পক্ষ। ভারত-রাশিয়া সমীকরণ যে আমেরিকাকে চাপে ফেলেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, কৌশলগত সহযোগিতা কর্মসূচি চূড়ান্ত করার মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বার্তাটি স্পষ্ট করেছে যে, জাতীয় স্বার্থ এবং সামরিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে কোনও বিদেশি চাপ মেনে নেওয়া হবে না। দিল্লির অবস্থান ওয়াশিংটনকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

পুতিনের 'সফল সফর' ভারতের দর কষাকষির ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নয়াদিল্লি স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে যে, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। ফলে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় তারা রাশিয়া-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কঠোর অবস্থানে গিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাতে জড়াবে, অথবা চিনের বিরুদ্ধে ভারতকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে ধরে রাখার জন্য বাণিজ্যচুক্তিতে ছাড় দিয়ে সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখবে। এক্ষেত্রে বড় বাধা হল ভারতীয় পণ্যে আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ। ধারণা করা হচ্ছে, কৌশলগত বাধ্যবাধকতার কারণে আমেরিকা শুল্ক হ্রাসের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি নমনীয় হতে পারে, যা বাণিজ্য আলোচনাকে একটি অপ্রত্যাশিত মোড় দিতে চলেছে। পুতিনের সফর প্রমাণ করল, ভারত সফলভাবে ভারসাম্যের কূটনীতি বজায় রেখে চলেছে, যা মার্কিন প্রতিনিধি দলকে বাণিজ্য আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে।

বন্ধুত্ব অটুট থাকবে... শুক্রবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে পুতিন-মোদি।

ইন্ডিগোর বিপর্যয়ে পিছু হটল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : অবশেষে ৪ দিনের চরম বিশৃঙ্খলা ও হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তির পর নতিস্বীকার করল অসামরিক বিমানমন্ত্রক। ইন্ডিগোর ফ্লাইট বাতিলের জেরে দেশজুড়ে যে হাহাকার তৈরি হয়েছিল, তা সামাল দিতে সরকার পাইলটদের বিশ্রামের নতুন কড়াকড়ি নিয়ম প্রত্যাহার করে নিল। শুক্রবার ডিজিসিএ এক নির্দেশে জানিয়েছে, বিমান সংস্থাগুলির অনুরোধ এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে 'উইকলি রেস্ট' বা সাপ্তাহিক বিশ্রামের নতুন নিয়মটি তুলে নেওয়া হচ্ছে। তবে পুরোপুরি পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আরও তিনদিন সময় লেগে যেতে পারে। তবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটি যাত্রীদের স্বস্তি দেওয়ার জন্য নেওয়া একটি দ্রুত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, এই 'ইউ-টার্ন' আসলে ভারতের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের এক গভীর ও বিপজ্জনক সত্যকে সামনে নিয়ে এল—একটি বা দুটি সংস্থার হাতে পুরো আকাশের নিয়ন্ত্রণ থাকলে নিয়মকানুনও তাদের ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়।

বিপর্যয়ের চার দিন : ঠিক কী ঘটেছিল?

গত মঙ্গলবার থেকে ইন্ডিগোর অপারেশনাল বা পরিচালন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মিলিয়ে প্রায় ১০০০-এর কাছাকাছি ফ্লাইট বাতিল হয়। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা হায়দরাবাদের মতো ব্যস্ত বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীরা সারা রাত অপেক্ষা করেছেন। ইন্ডিগোর 'অন-টাইম পারফরমেন্স' নেমে এসেছিল ৮.৫ শতাংশে, যা কার্যত নজিরবিহীন।

ইন্ডিগো দাবি করেছিল, নতুন 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন' বা পাইলটদের বিশ্রামের নিয়ম চালুর ফলে তাদের পাইলট সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই নিয়ম তো হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি? এর প্রস্তুতির জন্য সংস্থাগুলো দু'বছর সময় পেয়েছিল।

'টু বিগ টু ফেইল' নাকি 'টু বিগ টু রেগুলেট'?

ভারতের আকাশের প্রায় ৮৬ শতাংশই এখন ইন্ডিগো (৬০%+) এবং টাটাগোষ্ঠীর এয়ার ইন্ডিয়ার (২৬%) দখলে। যখন বাজারের সিংহভাগ মাত্র একটি সংস্থার হাতে থাকে, তখন সেই সংস্থাটি ব্যর্থ হলে পুরো দেশ অচল হয়ে যায়। ইন্ডিগোর ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা একে ভারতের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের 'স্ট্রাকচারাল ফেলিওর' বা কাঠামোগত ব্যর্থতা বলছেন। ছোট সংস্থাগুলোর (যেমন আকাশা এয়ার বা স্পাইসজেট) সেই ক্ষমতা নেই যে তারা হঠাৎ করে হাজার হাজার আটকে পড়া যাত্রীর দায়িত্ব নেবে। ফলে ইন্ডিগো যখন অচল হল, সরকারের হাতে নিয়ম শিথিল করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। কারণ, ইন্ডিগোকে শাস্তি দিলে বা কড়া নিয়ম চাপিয়ে দিলে দুর্ভোগ বাড়বে সাধারণ যাত্রীদেরই। একেই কি তবে 'একচেটিয়া আধিপত্য' বা মোনোপলি বলা হয়?

বিমানবন্দরে দুর্ভোগ চলছেই

দায় কার?

পাইলটদের সংগঠনগুলো আঙুল তুলছে ইন্ডিগোর কুখ্যাত কর্মপদ্ধতির দিকে। খরচ বাঁচাতে তারা পর্যাপ্ত পাইলট নিয়োগ না করে এতদিন কাঁটায়-কাঁটায় কর্মী দিয়ে কাজ চালিয়েছে। যেই মুহূর্তে নিয়মের কড়াকড়ি শুরু হল, তাদের পুরো রোস্টার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। সরকারের এই নিয়ম প্রত্যাহারের ফলে হয়তো সাময়িকভাবে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক হবে। কিন্তু পাইলটদের ক্লান্তি বা 'ফ্যাটিগ'-এর ঝুঁকি কি কমবে? আর ভবিষ্যতে যখনই কোনও নিয়ম বড় সংস্থাগুলোর মুনাফায় আঘাত করবে, তখনই কি যাত্রীদের বিপদে ফেলে এভাবেই নিয়ম বদলে ফেলা হবে?

আজকের এই 'ইউ-টার্ন' সাময়িক স্বস্তি দিলেও ভারতের অ্যাভিয়েশন সেক্টরের অসুখটি সারায়নি। যতদিন না বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা ফিরছে এবং এই 'ডুওপলি' ভাঙছে, ততদিন সাধারণ যাত্রীরা এবং নিরাপত্তা—উভয়ই বড় সংস্থাগুলোর দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকবে। ইন্ডিগোর এই বিপর্যয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ভারতের বিমানব্যবস্থা এখন কতটা ভঙ্গুর।

প্রয়াত রতন টাটার সৎমা

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : টাটা গোষ্ঠীর প্রসাধনী ব্র্যান্ড 'ল্যাকমে'কে তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতেই তৈরি হয়েছিল শৌখিন দ্রব্যের খুচরো ব্যবসার মিনার 'ট্রেন্ট'। ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা জগতের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র সিমোন টাটার জীবনাবসান হল শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫। টাটা সন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ল্যাকমে'-

কে সফলভাবে গড়ে তোলা এবং 'ওয়েস্টসাইড'-এর মাধ্যমে দেশে আধুনিক ফ্যাশন-রিটেইল সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনে সিমোনের অবদান চিরস্মরণীয়।

১৯৩০ সালের মার্চে সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় জন্ম রতন টাটার 'সৎমা' সিমোন দুনোয়ের দে মঁতোর। ১৯৫৩ সালে ভারত সফরে এসে নাভাল টাটার সঙ্গে পরিচয় ও ১৯৫৫-তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬-এ ল্যাকমে বিক্রি করে ট্রেন্ট সংস্থা স্থাপন করেন এবং ২০০৬ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে ৬ ডিসেম্বর সকালে, কোলাবার ক্যাথেড্রাল অব দ্য হোলি নেম গির্জায়।

সুপ্রিমে ক্যাভিয়েট দাখিল পর্ষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্কুলগুলির ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রেখেছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। এই রায়ের বিরুদ্ধে মামলাকারীরা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ঘোষণা করতেই বড় পদক্ষেপ নিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। একতরফা শুনানি আটকাতে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল পর্ষদ। এর ফলে মামলাকারীরা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানালে, পর্ষদের বক্তব্য না শুনে কোনও নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, প্রাথমিকে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি আপাতত বহাল থাকবে। ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে জানায়, প্রায় ৯ বছর চাকরি করার পর হঠাৎ চাকরি বাতিল হলে তার মারাত্মক বিরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আদালতের স্পষ্ট মন্তব্য ছিল, 'যাঁরা এতদিন ধরে কাজ করছেন, তাঁদের পরিবারের কথাও ভাবতে হবে।'

এই রায়ে একদিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবার, তেমনই মামলাকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই দ্রুত পদক্ষেপ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দাখিল করল।

৩২ হাজার চাকরি বহাল

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে আরও জানায়, আদালত কোনও 'রোমিং এনকোয়ারি' বা অনির্দিষ্ট তদন্ত চালাতে পারে না। অর্থাৎ কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অবৈধ ঘোষণা করা যায় না। আদালত আরও উল্লেখ করে, যাঁরা এতদিন ধরে চাকরি করছেন, তাঁদের পড়ানোর দক্ষতা বা যোগ্যতা নিয়ে কোনও অভিযোগ ওঠেনি।

তবে এই রায়ের পরই মামলাকারীরা ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানোয়, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ক্যাভিয়েট দাখিল করল। এখন মামলাকারীরা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানালেও পর্ষদের বক্তব্য শুনে তবেই কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে। এই অবস্থায় প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি নিয়ে আইনি লড়াই নতুন মোড় নিল।

ইজরায়েলপন্থী প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠীর নেতা হত

জেরুজালেম, ৫ ডিসেম্বর : হামাস বিরোধী ও ইজরায়েলপন্থী পপুলার ফোর্সের শীর্ষ নেতা ইয়াসের আবু শাবাবকে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার হামাসের এলিট কমান্ডো ইউনিট আল-নুখবা তাঁকে খতম করেছে। হামাসের সামরিক শাখা ইজ আল-দিন আলকাসাম ব্রিগেডের অভিযানেই নিহত হয় আবু শাবা। তিনি আদতে নেতানিয়াহুর সেনার মদতপুষ্ট। ঘটনার জেরে হামাস ও পপুলার ফোর্সের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। তারপরেই হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ-এর তথ্য অনুযায়ী, ইজরায়েল বাহিনীর অভিযানে ৪০ জন হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা গাজা সহ সংলগ্ন অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকজন হামাস সদস্য আত্মসমর্পণও করেছেন।

গান্ধি-প্রশস্তি পুতিনের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : দু'দিনের ভারত সফরে এসে শুক্রবার সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি ভিজিটর্স বুকে গান্ধির আদর্শ সম্পর্কে নিজের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লেখেন, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে জাতির জনকের প্রাসঙ্গিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

ভিজিটর্স বুকে পুতিন গান্ধিকে 'আধুনিক স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা, একজন মানবতাবাদী এবং মহান স্বাধীনতাসংগ্রামী' বলে উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, 'মহাত্মা গান্ধি অহিংসা ও সত্যের মাধ্যমে আমাদের গ্রহে শান্তির জন্য অমূল্য অবদান রেখেছিলেন, যার প্রভাব আজও প্রাসঙ্গিক। মহাত্মা গান্ধি এক নতুন, আরও ন্যায্য, বহু-মেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার পথ দেখিয়েছিলেন, যা এখন তৈরি হচ্ছে।' বলেন, 'সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার যে আদর্শ গান্ধিজি শিখিয়েছিলেন, ভারত এবং রাশিয়া উভয়ই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেই নীতিগুলিকেই রক্ষা করে চলেছে।'

রাহুল-খাড়গে বাদ, আমন্ত্রণ থারুরকে

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : শশী থারুরকে নিয়ে কংগ্রেসের বিড়ম্বনা কিছুতেই মিটছে না। শুক্রবার ভারত সফররত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত নৈশভোজে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বদলে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। থারুর জানিয়েছেন, তিনি অবশ্যই সেখানে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করায় বেশ কিছু সময় ধরেই থারুরের সঙ্গে কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে।

পুতিনের ভারত সফরে আসার আগে কেন বিরোধী নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল না, তা নিয়ে বৃহস্পতিবারই প্রশ্ন তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি। কেন্দ্র অতীতের পরম্পরা লঙ্ঘন করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সরকার অবশ্য রাহুলের সেই বক্তব্য মানতে অস্বীকার করে। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা হলেন, 'রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়কে আমন্ত্রণ না জানানো বিস্ময়কর হতে পারে। কিন্তু আমাদের এতে বিস্মিত হলে চলবে না। কারণ এই সরকার সমস্ত প্রোটোকল লঙ্ঘন করছে।'

এদিকে এদিন দলীয় লাইনের ঊর্ধ্বে উঠে সংসদে অচলাবস্থা নিয়ে সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেন থারুর। তিনি বলেন, 'আমি একেবারে গোড়া থেকে বলে আসছি। সোনিয়া গান্ধি সহ আমাদের দলের নেতারাও এটা খুব ভালোভাবে জানেন। আমি দলের একমাত্র কণ্ঠস্বর হতে পারি, কিন্তু আমার এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, তাঁরা শুধুমাত্র হইহট্টগোল এবং গোলমাল পছন্দ করেন না। আমি যাতে আমার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কথা বলতে পারি, সেজন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

বিএনপি-কে টেক্কা দিয়ে ঢাকার মসনদে জামায়াতে?

হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনীতির পাশা উলটে যাচ্ছে দ্রুত। গদি দখলের দৌড়ে এতদিন বিএনপি-কে এগিয়ে রাখা হলেও, নিঃশব্দে তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে একদা নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামি। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, ব্যবধান মাত্র ৪ শতাংশের! ঢাকার মসনদ কি তবে জামায়াতের দখলে?

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর : ২০২৪-এর অগাস্ট। ছাত্র-জনতার উত্তাল আন্দোলনে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন শেখ হাসিনা। দীর্ঘ ১৫ বছরের আওয়ামী শাসনের অবসান। ঢাকার রাজপথে তখন একটাই রব—পরবর্তী সরকার গড়ছে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি)। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক থেকে সাধারণ মানুষ, সকলেরই ধারণা ছিল, হাসিনার পতনের পর খালেদা জিয়ার দলই এখন ক্ষমতার একমাত্র দাবিদার। কিন্তু রাজনীতির অঙ্ক কি অতই সোজা? এক বছর পেরোতে না পেরোতেই পাশা উলটে যাওয়ার জোগাড়। নিঃশব্দে, ধীর লয়ে, কিন্তু অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিএনপি-র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে একদা নিষিদ্ধ ঘোষিত দল—বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ঘোষণা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সেই নির্বাচনে কি কোনও বড় অঘটন ঘটতে চলেছে? বিএনপি-কে হারিয়ে জামায়াতে কি চমক দিতে পারে? সাম্প্রতিক সমীক্ষা এবং মাঠের পরিস্থিতি কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

সমীক্ষায় উঠে আসা চমকপ্রদ তথ্য

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক থিংকট্যাংক, 'ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট' (আইআরআই)-এর একটি সমীক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, যা ঢাকার রাজনীতির হিসাব-নিকাশ বদলে দিয়েছে। সমীক্ষাটি গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে চালানো হয়। ফলাফল বলছে, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে ৩৩ শতাংশ মানুষ বিএনপি-কে ভোট দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু চমকের বিষয় হল, জামায়াতে ইসলামির পক্ষে রায় দিয়েছেন ২৯ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ ব্যবধান মাত্র ৪ শতাংশের!

আরও গভীরে গেলে দেখা যাচ্ছে, জনপ্রিয়তার নিরিখে বিএনপি-র চেয়েও এক কদম এগিয়ে জামায়াতে। ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাঁরা জামায়াতেকে 'পছন্দ' করেন, যেখানে বিএনপি-র ক্ষেত্রে এই হার ৫১ শতাংশ। ছাত্ররা যে দল গঠন করেছে (জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি), তাদের জনসমর্থন মাত্র ৬ শতাংশে আটকে আছে। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে, লড়াইটা আর একপেশে নেই।

একনজরে

পালাবদলের সমীকরণ

সমীক্ষা
আইআরআই-এর সমীক্ষায় বিএনপি (৩৩%) ও জামায়াতের (২৯%) ব্যবধান মাত্র ৪%।

জনপ্রিয়তা
৫৩% মানুষের 'পছন্দ' নিয়ে জনপ্রিয়তায় বিএনপি-র (৫১%) চেয়ে এগিয়ে জামায়াতে।

ছাত্র রাজনীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক ক্যাম্পাসে শিবিরের একচ্ছত্র দাপট।

নেতৃত্ব সংকট
খালেদা জিয়া অসুস্থ, তারেক বিদেশে-নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে বিএনপি।

ভারতের উদ্বেগ
জামায়াতের উত্থানে চিন্তিত নয়াদিল্লি, ফিরতে পারে ২০০১-০৬ সালের অস্থিরতা।

বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যার দখলে, বাংলাদেশ তার। সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসু নির্বাচনে ইসলামি ছাত্র শিবির (জামায়াতের ছাত্র সংগঠন) যে ফলাফল করেছে, তা নজিরবিহীন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে শিবির। যে ছাত্রসমাজ হাসিনার পতনের মূল কারিগর ছিল, তাদের একটি বড় অংশ এখন জামায়াতের মতাদর্শের দিকে ঝুঁকছে, যা বিএনপি-র কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

কেন মানুষের মন ঘুরছে জামায়াতের দিকে?

বিএনপি এতদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে থেকেও কেন হঠাৎ পিছিয়ে পড়ছে? আর জামায়াতেই বা কীভাবে ঘুরে দাঁড়াল? এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ উঠে আসছে:

■ **বিএনপি-র বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ :** হাসিনা সরকারের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় আসছে ধরে নিয়ে দলটির নীচুতলার অনেক নেতা-কর্মী জমি দখল এবং চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষ দেখছেন, আওয়ামী লিগ গিয়েছে, কিন্তু বিএনপি-র আচরণে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এই 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া এখন বিএনপি-র বিপক্ষে যাচ্ছে।

■ **জামায়াতের 'ইমেজ বিল্ডিং' :** অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি অত্যন্ত কৌশলী চাল চেলেছে। ৫ অগাস্টের পর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ কাজ এবং হিন্দুদের মন্দির পাহারায় তাদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গিয়েছে। পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর জামায়াতে কর্মীরা যেভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন, তা সাধারণ মানুষের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যদিও তাদের অতীত ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের 'ত্রাতা' হিসেবে তুলে ধরতে সফল।

■ **নেতৃত্বের সংকট :** বিএনপি-র শীর্ষ নেতৃত্বে বড় শূন্যতা রয়েছে। দলনেত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তাঁর পুত্র এবং দলের কান্ডারি তারেক রহমান এখনও লন্ডনে। দেশে ফিরে তিনি কতটা হাল ধরতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় আছে। অন্যদিকে, জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত মজবুত এবং তাদের ক্যাডার বাহিনীও সুশৃঙ্খল। বিএনপি চাইছে যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন হোক। কারণ তারা জানে, সময় যত গড়াবে, মানুষের ক্ষোভ বাড়বে এবং তাদের জয়ের সম্ভাবনা কমবে। ঠিক উলটো অবস্থানে জামায়াতে। তারা ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে আগে রাষ্ট্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার 'সংস্কার' হোক, তারপর ভোট। এই সময়টা জামায়াতে ব্যবহার করছে তাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং বিএনপি-র ভোটব্যাংকে ফাটল ধরাতে।

ভারতের জন্য অশনি সংকেত?

বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বেগের। বিএনপি-জামায়াতে জোট সরকার (২০০১-২০০৬) যখন ক্ষমতায় ছিল, সেই সময়টা ছিল ভারতের নিরাপত্তার জন্য এক দুঃস্বপ্ন। আলফা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করেছিল। ২০০৪ সালের সেই কুখ্যাত ১০ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের ভূমিকা ভারত ভোলেনি। সেই বাবরও এখন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

হাসিনা সরকারের শেষ দিকে ভারত-বিরোধী হাওয়া প্রবল হয়েছিল। এখন জামায়াতে যদি এককভাবে বা জোটের প্রধান শরিক হিসেবে ক্ষমতায় আসে, তবে নয়াদিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে বাধ্য। জামায়াতের পাকিস্তান-প্রীতি এবং কট্টরপন্থী মনোভাব প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের জন্য খুব একটা স্বস্তিদায়ক হবে না।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ২০০১ সালেও সবাই ভেবেছিল আওয়ামী লিগ জিতবে, কিন্তু বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। ২০২৬-এর নির্বাচনেও তেমন কোনও অঘটন ঘটতে পারে। বিএনপি এবং জামায়াতের মধ্যে এখন মাত্র ৪ শতাংশ ভোটের ব্যবধান। নির্বাচনের আগে এই ব্যবধান মুছে গিয়ে জামায়াতে যদি চালকের আসনে বসে পড়ে, তবে তা কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতেও বড়সড়ো প্রভাব ফেলবে। আপাতত ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়া বলছে—খেলা ঘুরছে এবং তা খুব দ্রুত।

শীতের বিয়েতেও বিন্দাস স্টাইলে! কীভাবে?

শীত মানেই বিয়ের মরশুম। ঘোরতর শীত। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে সবাই কেমন যেন জবুথবু। তাই বলে কি স্টাইলের দফারফা? না মোটেই নয়। স্টাইল বাঁচিয়ে কীভাবে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচবেন?

অনেক মহিলাকেই দেখা য়ায়, ঘোরতর শীতে বিয়েবাড়িতে লেহেঙ্গা বা শাড়ি বেছে নিতে। তার উপর চাপে সোয়েটার বা শাল। তার মানে তো সাজটাই মাটি। কিন্তু ফ্যাশনেবল থাকতে হলে তো শীতকে তোয়াক্কা না করে খোলা পিঠের ব্লাউজ, ডিপ নেক কাট পরতে হবে! ভয়ও আছে। যদি বেজায় ঠান্ডা লাগে! বিয়ে যদি খোলা মাঠে হয়, তাহলে তো হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপতে হবে! বিয়ের মজাটাই মাঠে মারা যাবে।

ফুলহাতা ব্লাউজ

শীত থেকে বাঁচতে ফুল হাতা ব্লাউজের তুলনা নেই। ফুলহাতা ফিট ব্লাউজ শাড়ির সঙ্গে দারুণ মানায়। সেইসঙ্গে, মখমলের মতো ভারী কাপড়ও পরতে পারেন। শাড়ির নিচে থার্মাল লেগিংস পরলে শীত জব্দ হবেই হবে।ঠান্ডা গন, বিয়েবাড়িতে স্টাইল অন। নিজেকে স্টাইলিস দেখাতে চান, সুন্দর স্টোলে সেজে উঠুন। দারুণ লাগবে।

জ্যাকেট দিয়ে লেহেঙ্গা

শীতকালের বিয়ে। আর এর জন্য উপযুক্ত বিকল্প হল জ্যাকেট। স্টাইলিশ জ্যাকেটের সঙ্গে লেহেঙ্গা পরলে দারুণ ফ্যাশনেবল দেখাবে। তবে আলাদাভাবে লং জ্যাকেট দেওয়া লেহেঙ্গাও পরতে পারেন। শাড়ি, লেহেঙ্গা অথবা আনারকলি, সব কিছুতেই জমে যাবে ফ্যাশনেবল জ্যাকেট।

এবং আরও

- লেয়ারিং করুন: গরম ও স্টাইলিশ লুকের জন্য শাড়ির নিচে হাই-নেক সোয়েটার বা ব্লাউজ পরুন, অথবা লং জ্যাকেট বা আনারকলির সাথে ছোট জ্যাকেট যোগ করুন।
- সঠিক ফেব্রিক বাছুন: মখমল, ব্রোকেড, বা সিল্কের মতো ভারী কাপড় ঠান্ডায় উষ্ণতা দেবে এবং দেখতেও জমকালো লাগবে।
- ট্রেন্ডি বিকল্প: শাড়ি ছাড়া মডার্ন জাম্পস্যুট বা স্টাইলিশ প্যান্ট-সুটও শীতের বিয়েতে দারুণ বিকল্প হতে পারে।
- অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার: নকল পশমের শাল, কেপ, বা সুন্দর স্কার্ফ ব্যবহার করুন। এটি ঠান্ডাও আটকাবে, আবার সাজেও বৈচিত্র্য আনবে।
- রঙের ব্যবহার: রুবি লাল, গাঢ় বেগুনি বা পান্না সবুজের মতো উজ্জ্বল জুয়েল টোন ব্যবহার করুন, যা শীতের সাজে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

শরীরের যে গন্ধের কারণে মশা বেশি আকৃষ্ট হয়

শিরোনাম পড়ে মশা নিয়ে মশকরা করার ইচ্ছে আপনার জাগতেই পারে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, সুযোগ পেলেই মশা রক্ত শুষে নিতে চায়। সকালে ও সন্ধ্যার সময় বেশি পরিমাণে মশা ঘরে প্রবেশ করে। সাধারণত, মশা সব মানুষকেই কামড়ায়। তবে কিছু কিছু লোককে মশা তুলনামূলক বেশি কামড়ায়। দেখা যায়, আড্ডায় একদল লোকের মধ্যে বসে থাকলেও ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে বেছে মশারা ছেঁকে ধরে! কেন এমনটা হয়?

মশা কি তাহলে লোক বুঝে কামড়ায়?

কার্বন ডাই-অক্সাইড

কোন জায়গা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি বের হচ্ছে তা মশারা সহজেই বুঝতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির মশারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতি পৃথক ভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ফলে কোনো ব্যক্তির দেহ থেকে বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হলে মশারা দূর থেকেই তা বুঝে যায়। শিকার কাছাকাছিই আছে বুঝে সুযোগ পেলেই কামড়াতে থাকে।

শরীরের গন্ধ

প্রত্যেক মানুষের ত্বকে ও ঘামে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়ার মতো বিশেষ কিছু যৌগ থাকে।

এই যৌগগুলো আমাদের শরীরে নির্দিষ্ট ধরনের গন্ধ তৈরি করে। সেই গন্ধের প্রতি মশারা আকৃষ্ট হয়। কিছু গবেষকের মতে, এমন আলাদা গন্ধ তৈরি হওয়ার পেছনে দায়ী থাকতে পারে জিন ও ব্যাকটেরিয়া।

জলীয় বাষ্প ও তাপমাত্রা

আমাদের শরীর থেকে জলীয় বাষ্প ও তাপ বের হয়। অবশ্য কতটা মাত্রায় জলীয় বাষ্প বের হয়, তা নির্ভর করে পরিবেশের তাপমাত্রার উপর। মশা উড়তে উড়তে যত মানুষের শরীরের কাছাকাছি আসে ততই তারা শরীর থেকে কেমন মাত্রায় তাপ ও জলীয় বাষ্প বেরোচ্ছে তা নির্ণয় করতে পারে। তাপ ও জলীয় বাষ্প মশাকে কামড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

মশাদের প্রিয় রং

মশাদের কালো রঙের প্রতি বেশি আকর্ষিত হতে দেখা গিয়েছে। এই কারণেই কালো জামাকাপড় পরলে মশারা ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ করে। কিন্তু মশারা কালো রঙের প্রতি কেন এমন আক্রোশ দেখায় সেটা স্পষ্টভাবে এখনো জানা যায়নি।

বেশি কামড়ায় গর্ভবতীদের

সন্তানসম্ভবা নন এমন মহিলার তুলনায় গর্ভবতী মহিলাদের বেশি মশা কামড়ায়। আর ভিন্ন একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দুটি বিশেষ প্রজাতির মশা কপালে আর পায়ে কামড় দিতে বেশি পছন্দ করে। সম্ভবত ঘর্মগ্রন্থি, ত্বকের গন্ধ ও তাপমাত্রাই এমন বিশেষ পছন্দের কারণ।

লক্ষ্যে মদ্যপায়ী

যারা নিয়মিত মদ পান করেন মশা তাদের বেশি কামড়ায়। কিছুদিন আগে করা এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপায়ীদের প্রতি মশারা বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই মশার কামড় থেকে বাঁচতে মদ পান করা থেকে বিরত থাকুন। এতে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

লেপ, কম্বল, সোয়েটার ব্যবহারের আগে

লেপ-কম্বল ছাড়াই এখনও শীতে ব্যাটিং করে চলেছেন! তাহলে এবার সময় এলো লেপ-কম্বল বের করার। তবে সেগুলো ব্যবহারের আগে পরিষ্কার করাটা ভীষণ জরুরি।

শীতের সময় কীভাবে লেপ, কম্বল, কাঁথা, জ্যাকেট প্রভৃতির যত্ন নেবেন, সে বিষয়ে রইল কিছু সহজ টিপস--

লেপের যত্ন: লেপ যদি শিমুল তুলোর হয়ে থাকে, তাহলে ধোয়া তো দূরের কথা, ড্রাই ওয়াশও করা যায় না। এক্ষেত্রে লেপ রোদে দিন। এতে লেপের ওপর থাকা ধুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। লেপের যদি কভার থাকে, তাহলে সেটি ধুয়ে নিন। লেপ পরিষ্কার না থাকলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কম্বলের যত্ন: একই কথা কম্বলের

ক্ষেত্রেও খাটে। এটিও পরিষ্কার রাখা জরুরি। তবে কম্বল কিন্তু ধোয়া যেতে পারে। শ্যাম্পুতে মিনিট দশেক ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। ঝামেলা এড়াতে লন্ড্রিতে দিতে পারেন। সেখান থেকেই ঝকঝকে করে পাঠাবে আপনার সাধের কম্বল।

কাঁথার যত্ন: কাঁথা পরিষ্কার করা কষ্টকর কাজ নয়। বাড়িতে অনায়াসেই কাঁথা ধুয়ে নেওয়া যায়। তারপর রোদে শুকিয়ে তা ব্যবহার করুন।

লেদার জ্যাকেটের যত্ন: বাড়িতে এই ধরনের জ্যাকেট পরিষ্কার করা বেশ কঠিন। তাই এগুলো অবশ্যই লন্ড্রিতে দিয়ে দিন। এগুলো কখনই রোদে দেওয়া উচিত নয়। জ্যাকেট কয়েক বছর পুরোনো হয়ে গেলে ভিতরের লাইনিং পালটে নিন।

সোয়েটারের যত্ন: পশমের জামা বা উলের সোয়েটার উষ্ণ জলে না ধুয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। তবে ধোয়ার সময় জলে একটু পাতিলেবুর রস ও ভিনিগার দিয়ে দিতে পারেন।

এতে রং ঠিক থাকবে। পশমের জামা ইস্ত্রি করার সময় অবশ্যই তার ওপর সুতির চাদর বিছিয়ে নিন। সরাসরি পশমের সঙ্গে ইস্ত্রির স্পর্শ যেন না হয়। তাহলেই কিন্তু পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে।

বেসনে মিটবে রূপের বাসনা

ত্বক সতেজ করতে চান? করতে চান লাবণ্যময়? প্রাণবন্ত? বয়সের ছাপ কমাতে, ত্বক পরিষ্কার করতে, শুষ্কতা দূর করতে বেসনের জুড়ি নেই।

মেকআপ তুলুন সবচেয়ে সহজে

নানা কাজের ফেসপ্যাক

* ১ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ৪ টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং পরিমাণমতো বাদাম তেল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ভালো করে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর উষ্ণ গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন করে এই প্যাক ব্যবহার করুন। ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

* ১ চা-চামচ বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ দই মিশিয়ে নিন। সামান্য হলুদও দিতে পারেন এতে। মুখে লাগানোর ২০ মিনিট পর ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

* ১ চা-চামচ বেসন পেস্টের সঙ্গে সমপরিমাণ মধু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট মিশ্রণটি মুখে ঘষার পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন করে ব্যবহারে ধীরে ধীরে বলিরেখা কমে আসবে। শুষ্কতাও কমে যাবে।

* পরিমাণমতো বেসনের সঙ্গে অল্প দুধ মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই প্যাক ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের মৃত কোশের স্তর সরিয়ে ত্বককে করে তোলে প্রাণবন্ত ও সজীব। বয়সের ছাপ কম পড়ে।

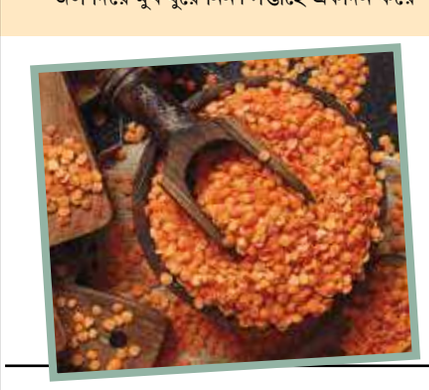

বেসন তৈরির প্রক্রিয়া

২ কাপ মসুর ডাল এবং ২ টেবিল চামচ চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন। ফুড প্রসেসর বা গ্রাইন্ডারে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিন। তারপর ভালো করে চালনিতে চেলে নিন। এই বেসন অনেক দিন পর্যন্ত (প্রায় ৬ মাস) বাতাস প্রবেশ করবে না এমন পাত্রে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রিজে রাখলে ভালো। ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে মাঝেমধ্যে রোদে দিন। বয়াম থেকে বেসন নেওয়ার সময় ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না।

বেসনের সঙ্গে সমপরিমাণ গাঁদা ফুল মিশিয়ে ভালো করে বেটে নিন। মুখে ২০ মিনিট রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের শুষ্কতা কমাতে ও নরম করতে এই মাস্ক কাজে লাগবে। ব্রণের প্রকোপও কমবে। সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করুন।

দাগ, ফাটা ত্বকে

সমপরিমাণ বেসন, হলুদ ও পরিমাণমতো জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। শুধু ব্রণের জায়গায় ব্যবহার করুন প্রতিদিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ব্রণ কমে আসে। ভালো হয়ে গেলে আর ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বেসন, গোলাপজল ও লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে রোদে পোড়া ত্বকে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। একদিন পর ব্যবহারে পোড়া দাগ কমে আসবে।

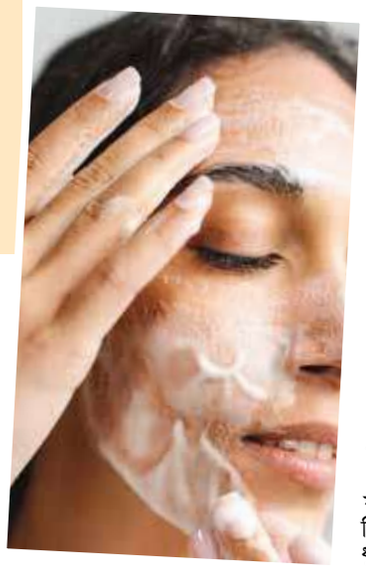

বেসন পেস্টের সঙ্গে অ্যালোভেরার রস মিশিয়ে মেচেতার ওপর লাগান। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এক দিন অন্তর এই প্যাক ব্যবহার করুন। দাগ কমে এলে ধীরে ধীরে প্যাক ব্যবহারও কমিয়ে আনুন। যেমন সপ্তাহে একবার, তারপর ১৫ দিনে একবার, তারপর মাসে একবার।

যে কোনও ক্ষতের দাগ (যেমন ব্রণ, বসন্ত) দূর করতে বেসন ও কচি ডাবের জল একসঙ্গে মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ধীরে ধীরে দাগ কমে এলে প্যাক ব্যবহার কমিয়ে আনুন মেচেতার প্যাকের মতো নিয়মে।

বেসন পেস্ট ত্বকের ফেটে যাওয়া অংশে লাগিয়ে রাখুন। ২০ মিনিট পর জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একদিন।

শীতে কুসুম গরম জলে স্নান

শীতের হাওয়ায় নাচন শুরু হতে না হতেই শরীরজুড়ে অস্বস্তি। ত্বক শুকিয়ে ফুটিফাটা। ত্বক হয়ে পড়ে নিস্তেজ ও মলিন। তবে একটু সচেতনতা ও যত্নের মাধ্যমে খুব সহজেই শীতকালে ত্বক সতেজ রাখা যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক শীতে ত্বকের যত্ন বিষয়ে--

ময়েশ্চারাইজার

শীতে শুষ্কতার হাত থেকে ত্বক বাঁচাতে ময়েশ্চারাইজারের তুলনা নেই। ত্বক সতেজ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। বাজারে নামি-দামি ময়েশ্চারাইজার ছাড়াও খাঁটি নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহারেও অনেক ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

স্ক্রাব অথবা এক্সফোলিয়েটিং

ত্বকের মৃত কোশ বা মরা চামড়ার আস্তরণ দূর করতে সপ্তাহে এক থেকে দু-বার জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করতে হবে। চালের গুঁড়ো আর মধু মিশিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে স্ক্রাব তৈরি করা সম্ভব।

এক চামচ চালের গুঁড়ো ও এক চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে, ভেজা ত্বকে আলতো হাতে ৩ থেকে ৫ মিনিট ঘষে হালকা গরম জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। অবশ্যই স্ক্রাবিং-এর পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ফেসপ্যাক

সপ্তাহে দু-তিনবার দুধের সর, মধু ও বেসনের মিশ্রণ ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি এটি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতেও সাহায্য করবে। তাছাড়া টক দই, বেসন ও হলুদের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে ।

কুসুম গরম জলে স্নান

অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম জলের ব্যবহার শীতে ত্বককে আরও রুক্ষ করে দিতে পারে। তাই হালকা গরম জলে স্নান করতে হবে।

এছাড়া অতিরিক্ত খারযুক্ত সাবান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গ্লিসারিন যুক্ত সাবান ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক সতেজ থাকবে।

স্বাদ মিটবে, স্বাস্থ্যও থাকবে

ছুটির দিন মানেই ভরপুর খাওয়া-দাওয়া। স্বাস্থ্য সচেতনতার এই যুগে পোলাও-মাংস তো রোজ রোজ খাওয়া সম্ভব নয়। তাই রইল ১টি স্বাস্থ্যকর রেসিপি।

ব্রোকোলি-রুই মাছের ঝোল

যা যা লাগবে

রুই মাছের টুকরো ৫-৬টি, টমেটো ১টি (টুকরো করা) কাঁচালংকা ৩-৪টি, ব্রোকোলি ২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল ২ কাপ মতো, ধনেপাতা কুচি, পরিমাণমতো তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে রুইমাছের টুকরোগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার, মাছে অল্প হলুদ- লংকাগুঁড়ো, লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। ব্রোকোলির ফুলের অংশটুকু কেটে নিয়ে, ধুয়ে নিয়ে গরম জলে দিয়ে ২-৩ মিনিট ভাপিয়ে নিন। জল থেকে তুলে নিন ব্রোকোলির ফুলগুলো। এবার সসপ্যানে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠ হালকা লাল করে ভেজে তুলে নিন। একই প্যানে আরো ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিন হালকা রং আসা পর্যন্ত। এবার আদা-রসুন বাটা দিয়ে একটু ভেজে নিন। তারপর একে একে গুঁড়ো মশলা, অল্প লবণ, অল্প জল দিয়ে কষিয়ে নিন।

টমেটো কুচি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন তেল উপরে উঠে আসা পর্যন্ত। এবার মাছগুলো দিয়ে দু-পিঠে মশলা লাগিয়ে নিন উলটে-পালটে। এবার, গরম জল দিন দেড়কাপ মতো। ঢেকে রান্না করুন পাঁচ-ছয় মিনিট।

এবার ব্রোকোলিগুলো মাছের ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিন। লবণের স্বাদ পরখ করে নিন। কাঁচালংকা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ঢেকে পাঁচমিনিট রান্না করে নিন। পাচঁমিনিট পর নামিয়ে গরম-গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

নাটকে সুবার্তা

সম্প্রতি অভিব্যক্তি কোচবিহার স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে আয়োজন করেছিল 'সেতু নাট্যোৎসব ২০২৫'। এর সূচনা পর্বে প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি আলোচনা সভা এবং শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতসন্ধ্যা। 'নাটক ও সংগীতের সম্পর্ক' শীর্ষক আলোচনা সভাটিতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যজন দীপায়ন ভট্টাচার্য এবং দেবব্রত আচার্য। থিয়েটারের নবাগতরা বিষয়ভিত্তিক এ আলোচনা শুনেছেন। সেদিনের সন্ধ্যার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সংগীতশিল্পী পণ্ডিত তুষার দত্ত, তবলায় সুবীর অধিকারী এবং হারমোনিয়ামে সুব্রত ভট্টাচার্য। পণ্ডিতজি পরিবেশন করেন রাগ বেহাগ এবং ওস্তাদ রশিদ খানের গাওয়া একখানি বাংলা রাগপ্রধান গান। অসামান্য এই ত্রয়ীর সুরের মূর্ছনা দর্শক-শ্রোতাদের তৃপ্ত করেছে।

উৎসবের পরের দু'দিনে অণুনাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং নাট্য পরিবেশন করে কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটার বিভিন্ন নাট্যদল। এর মধ্যে ছিল কোচবিহার অভিব্যক্তি প্রযোজিত নাটক 'সত্যকুল' এবং 'চমচমকুমার', অনাসৃষ্টি কোচবিহার প্রযোজিত 'আজনবী', মাথাভাঙ্গা গিলোটিন প্রযোজিত 'ডিটেকটিভ', নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল প্রযোজিত 'হাত বাড়াও', দিনহাটা প্রগতি প্রযোজিত 'গ্রে সেল', ইন্দ্রায়ুধ প্রযোজিত 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র' এবং অনুভব কোচবিহার প্রযোজিত 'অবশেষে কাক'।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

ভিন্ন আবেদন

শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিগত কয়েক বছর ধরে শক্তিগড় সর্বজনীন জগদ্ধাত্রীপুজো কমিটির আয়োজনে শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের মাঠে জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়ে আসছে। এবছরও নাচ, গান, আবৃত্তি, গীতিনাট্য, নাটকের মাধ্যমে মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গৌরাঙ্গ মণ্ডলের পরিকল্পনায় সুন্দরম সংগীত অ্যাকাডেমির 'মহিষাসুর মর্দিনী' নৃত্যগীত, স্বপ্না ঘোষের নির্দেশনায় তাল ছন্দম, গীতি ছন্দম, সাথী ডান্স অ্যাকাডেমি, সংগীত সুধা-র শিল্পী সমন্বয়ে গীতিনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও বাংলা গান পরিবেশিত হয় বিভিন্ন দিনে। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও বিমান দাশগুপ্ত নির্দেশিত নাটক 'মিথ্যেবাদী' সবাইকে মুগ্ধ করে। পৃথিবীতে যেমন সত্যের প্রয়োজন ঠিক তেমনি মিথ্যেরও প্রয়োজন, একটা ছোট্ট মিথ্যের কত জোর, সেটাই এই নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ডাঃ সমর দেব, রুবি চন্দ রায়, কার্তিক রায়, শ্রীহান দাস, সুরোজিৎ দাস, পীযূষকান্তি বর্মন, অসিত দাশগুপ্ত ও অদিতি বর্ধন তাঁদের যথাযথ অভিনয়ের মাধ্যমে। আবহ নির্মাণ ও প্রক্ষেপণে ছিলেন রূপক দে সরকার। নাটকটি দর্শক মনে গভীর রেখাপাত করে।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নাট্য কর্মশালা

সম্প্রতি মানিকতলা অক্ষের পক্ষ থেকে সামসী কলেজে একটি নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন আবৃত্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন অধ্যাপক তাপস বর্মন ও উমা ঘোষ। নাটক বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সলিলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং নৃত্যে প্রশিক্ষণ দেন জয়শ্রী থোকদার। দ্বিতীয় দিন সমান্তরালভাবে দুটি ঘরে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। একটি ঘরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার তালিম দেন জয়শ্রী থোকদার। অন্যদিকে, আর একটি কক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকের মহড়া শুরু হয়। কর্মশালাভিত্তিক এই নাটক করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানিকতলা অক্ষের সদস্য ডঃ মনোজ ভোজ বলেন, 'রক্তকরবীর ১০০ বছর পূর্ণ হল, সেই নাটক নিয়ে আমরা নতুনভাবে ভাবার চেষ্টা করেছি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।' তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিন নৃত্যনাট্যের কর্মশালায় সংযুক্ত হন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সোমনাথ সরকার। সোমনাথ ও জয়শ্রী থোকদারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নৃত্যনাট্যটি সার্থক রূপ লাভ করে। নাট্য ও নৃত্যনাট্য প্রদর্শনীর সময় কলেজের প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী ও অঞ্চলের নাট্যপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন কলিগ্রাম চেনামুখ নাট্যদলের পরিচালক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী ও নবোদয় নাট্য সংস্থার বিশিষ্ট অভিনেতা সুবল রায়। নাটক দেখে অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ পট্টাদার খুব খুশি।

–মুরতুজ আলম

রচনা সমগ্র

কিছুদিন আগে আলিপুরদুয়ার শহরে প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক নকুলচন্দ্র মণ্ডলের রচনা সমগ্র। কবিতা ও গদ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটি। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ঋতম চক্রবর্তী। বইটির প্রকাশ, নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন লেখকের কন্যা মধুমিতা মণ্ডল দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অম্বরীশ ঘোষ।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভাঙল ভয়

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের এক অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকদের চোখের আলোয় ভাসিয়ে দিলেন শ্যামবাজার অন্যদেশ নাট্য সংস্থার বিশেষভাবে সক্ষম শিল্পীরা। ওঁরা চোখে দেখতে না পেলেও মঞ্চে যে দাপটে নাটক করলেন তাতে চক্ষুষ্মানেরাও তাঁদের অন্তর থেকেই কুর্নিশ করেছেন। এই আয়োজন ছিল শিলিগুড়ি অপ্টোপিকের। নাটক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা', সম্পাদনা ও নির্দেশনায় ছিলেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভীত-সংকুচিত এক রাজ্য। এই রাজ্যের মানুষ রাজাকে কখনও চোখে দেখেনি, শুধু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার গল্প শুনেছে। এই ভয় দেখানো অদৃশ্য রহস্যময় রাজার মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছেন অন্যদেশ নাট্য সংস্থার শিল্পীরা। সকলের ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছেন অনায়াস দক্ষতায়। বোঝা গেল সীমাবদ্ধতা এই শিল্পীদের চেতনায় আঘাত হানার অসীম ক্ষমতা দিয়েছে।

নাটকের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করে আমরা অপরাজিতা গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সত্যজিৎ মুখার্জি, বাদ্যযন্ত্রে জয়ন্ত বসাক এবং গোষ্ঠী পরিচালনায় শ্রাবণী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী এবং কনিষ্ক সরকার। শ্যামবাজার অন্যদেশ নাট্য সংস্থা প্রায় দুই দশক ধরে দৃষ্টিহীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে নাটকের কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যে তাদের নিষ্ঠা সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে। এদিনের অভিনয়ও যে দর্শকদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে তা তাঁদের প্রতিক্রিয়াতেই বোঝা গিয়েছে। ধন্যবাদ অপ্টোপিকের সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তীকে শিলিগুড়ির নাটকের দর্শকদের এমন একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেবার জন্য।

– ছন্দা দে মাহাতো

রুদ্ধশ্বাস।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'রাজা' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

২২তম বর্ষপূর্তি

সম্প্রতি মুক্তচিন্তা সাহিত্যের স্কুল ও অনুশীলন কেন্দ্রের ২২তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কবি, সাহিত্যিকদের আগমনে মুখরিত ভোটবাড়ির মুক্তচিন্তা ভবনে রীতিমতো চাঁদের হাট বসেছিল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নিশিকান্ত সিনহা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ভাওয়াইয়াশিল্পী সুনীল অধিকারী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুক্তচিন্তা রত্ন সম্মান তুলে দেওয়া হয় কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ, নিশিকান্ত সিনহা ও দেবলাল সিংহের হাতে। মুক্তচিন্তা লোকবাদ্য সম্মান দেওয়া হয় হিতেন্দ্রনাথ রায়কে। মুক্তচিন্তা নাসারি স্কুলের সম্মেলন ও মুক্তচিন্তা লোকসংগীত অ্যাকাডেমির শংসাপত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কবি, সাহিত্যিকরা কবি বাসরে স্বরচিত কবিতায় আসর জমিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিকে মুক্তচিন্তা স্মারক সম্মানের পাশাপাশি চারাগাছ তুলে দিয়ে সবুজের বার্তা দেন দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন আবদুল হাকিম ও সুনীল অধিকারী।

-শতাব্দী সাহা

মৈত্রীর অটুট বন্ধন

ইসলামপুরের 'মৈত্রী উৎসব' পা রাখল ১৫তম বর্ষে। দেশের নানা প্রান্ত তো বটেই, বাংলাদেশ, নেপাল, দুবাই থেকেও অনেকে এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন।

ছয়জন সাহিত্য সাধক পেলেন সম্মান। শিলিগুড়ির কবি শমিত বিশ্বাসের হাতে তুলে দেওয়া হয় সৃজন সাহিত্য সম্মান। কালিনী সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে আবিরা মণ্ডল সেনগুপ্ত পেলেন কালিনী সাহিত্য সম্মান। কবিরা স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান। মাউথ অর্গানে বিমল দাস ছিলেন অনন্য। গানে মনোনীতা, অর্পিতা, তুলেশ দারুণ। তবলা বাজিয়ে শোনালেন ভবতোষ সিনহা ও অয়ন দাস।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রথম স্মরণিকা

রায়গঞ্জ ক্ষত্রিয় হস্টেলের প্রথম স্মরণিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হল। রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা কর্তৃক ১৯২০ সালে এই হস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে হস্টেলের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়চৌধুরী জানান। প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ডঃ অমলকান্তি রায় এদিন রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ভারতীয় দলের ফুটবলার প্রীতিকা বর্মন, সমাজকর্মী সুব্রত সরকার সহ অন্যদের এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এদিন হস্টেলের আবাসিকরা সমাজের উন্নয়নে শপথগ্রহণ করেন। দুপুর থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গিটারে একসঙ্গে অংশ নেন কাবেরী মিত্র, দীপিকা দত্ত এবং শুভ্রা বসাক।

–দীপঙ্কর মিত্র

বর্ণিল।। *ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

গৌরবোজ্জ্বল ২৫

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে অবস্থিত ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর। দেখতে দেখতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ২৫ বছর পার করেছে। রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে আয়োজিত হল নানাবিধ অনুষ্ঠান। চারদিনের এই অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, বইমেলা, খাদ্যমেলা, প্রতিযোগিতামূলক বিভাগীয় প্রদর্শনী ও বিভাগীয় সৃজনশীল অনুষ্ঠান, নাটক সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান। পাশাপাশি, কলেজ পড়ুয়াদের সঙ্গে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির পরিচিতি করানোর লক্ষ্যে প্রতিদিন বিকেলে আয়োজিত হয় লোকসংস্কৃতির আসর। উত্তর দিনাজপুরের অভিজিৎ চৌধুরীর দলের মুখা নাচ ও গোকুল দাসের দলের বাউলগান, দক্ষিণ দিনাজপুরের সুদেব সরকারের দলের খন পালাগান, মালদার হিমাংশু সরকারের দলের মানব পুতুলনাচ ও বাবলু মণ্ডলের দলের গম্ভীরা গান আর পুরুলিয়ার ছৌ নাচে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ। রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চ ও মাঠ, বাসন্তী সংগীত বিদ্যালয়ের সংগীতানুষ্ঠান সাক্ষী থাকল। অর্পণ ডান্স সেন্টার এবং তাথৈ নৃত্য দলের শাস্ত্রীয় নৃত্যের ছন্দ মঞ্চে আনে অন্য মাত্রা।

–সুকুমার বাড়ই

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

দীর্ঘ ৭৫ বছরের ঐতিহ্য ও গৌরবকে সামনে রেখে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর যাত্রা শুরু করল গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের লোগো আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। লোগো উন্মোচন করেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রমোহন পাল, সহকারী প্রধান শিক্ষক পুলকেশ চৌধুরী, পরিচালন সমিতির সদস্য আজাদ আলি মণ্ডল ও বিকাশ সরকার, প্রাক্তন সম্পাদক অলকেশ চৌধুরী, মণীশচন্দ্র সরকার সহ বহু শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রী।

–বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

রঙিন অনুষ্ঠান

সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি হয়ে গেল। রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সারাবছর ধরে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে এই সংগঠন। এদিন সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে উত্তরের সংস্কার ভারতীর উত্তর দিনাজপুর জেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল। আবৃত্তি, অঙ্কন, সংগীত ও নৃত্য সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল শিক্ষার্থীদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার পাশাপাশি মঞ্চস্থ হয় নাটক। নাটকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। সাধারণ সম্পাদক পবিত্র চক্রবর্তী, সভাপতি গোপাল অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

–দীপঙ্কর মিত্র

সংগীতানুষ্ঠান

মালদা জেলার ধ্রুপদি সংগীত জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রয়াত পণ্ডিত বিষ্ণু সেবক মিশ্রের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল মালদায়। এই উপলক্ষ্যে মালদা শিল্পী সংসদের উদ্যোগে শনিবার সকালে মালদার গৌড় রোডে প্রয়াত বিষ্ণু সেবক মিশ্রের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মালদা শিল্পী সংসদের সদস্যরা। সন্ধ্যায় মালদা টাউন হলে এক উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

– সৌকর্য সোম

সাহিত্য আসর

জীবন জীবিকা ও সাহিত্যকে নিয়ে সম্প্রতি রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৫৪তম সাহিত্য আসর হয়ে গেল। স্বাগত ভাষণ দেন সজল সরকার। সংস্থা সম্পাদক যাদব চৌধুরী কথামুখ পরিবেশনে বলেন, 'জীবন ও জীবিকা সাহিত্যকে উপকরণ জোগায় ও সাহিত্য জীবনকে প্রেরণা দেয়।' উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ধরিত্রী চৌধুরী। স্বরচিত গল্প ও কবিতা পাঠ করেন সমর আচার্য, আভা সরকার মণ্ডল, তাপসী লাহা, গৌতম চক্রবর্তী, সুদেবকুমার রায়, সুচিত্রা লাহিড়ি ভট্টাচার্য, সৌরেন চৌধুরী, অজন্তা রায় আচার্য, শৈবাল কর্মকার, সুমনা পাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন গৌরীশংকর রায় ও পার্থপ্রতিম বসু। বিশেষ নাটকীয় উপস্থাপনায় ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব শিবশংকর সেনগুপ্ত। নিবন্ধ পাঠ করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য। সঞ্চালনায় ছিলেন কবি শৈবাল কর্মকার।

–সুকুমার বাড়ই

সলিল স্মরণ

বিশ্ববরেণ্য সংগীতস্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল গাজোলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রুদ্রবীণা ইন্ডিয়া'। তাঁকে স্মরণ করে লেখা গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংস্থার কর্ণধার ডঃ গৌরাঙ্গ দেব ভার্মা রচনা করেছেন গানটি। গানের সুরারোপ করেছেন বিশ্বরূপ ঘোষদস্তিদার। দ্বৈত কণ্ঠে গানটি গেয়েছেন সংস্থার শিল্পী সলিল-কন্যা অন্তরা চৌধুরীর ছাত্রী পল্লবী ঘোষ এবং সুরস্রষ্টা অজিত সরকার। গানটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'অন্তহীন সলিল'। সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে গানটি। কলকাতার কলা মন্দিরে বিশ্ববরেণ্য সংগীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তারই কন্যা অন্তরা ও সঞ্চারীর হাতে তুলে দেওয়া হয় গানটির সিডি।

গৌরাঙ্গ বললেন, 'শান্তনু মৈত্র, কল্যাণ সেন বরাট, শ্রীকান্ত আচার্য, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি সহ সকলেই গানটির প্রশংসা করেছেন।'

–পঙ্কজ ঘোষ

বিষয় কোচবিহার

কোচবিহার বিষয়ক বই প্রকাশিত হল বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপাচার্য ডঃ রূপকুমার বর্মনের লেখা 'কিংডম ফরমেশন ইন প্রিকলোনিয়াল ইন্ডিয়া : এ হিস্ট্রিক্যাল স্টাডি অফ দ্য কোচ কিংডম, সি. ১৫৪০-১৭৭৩' বইটি প্রকাশিত হয়।

-শিবশংকর সূত্রধর

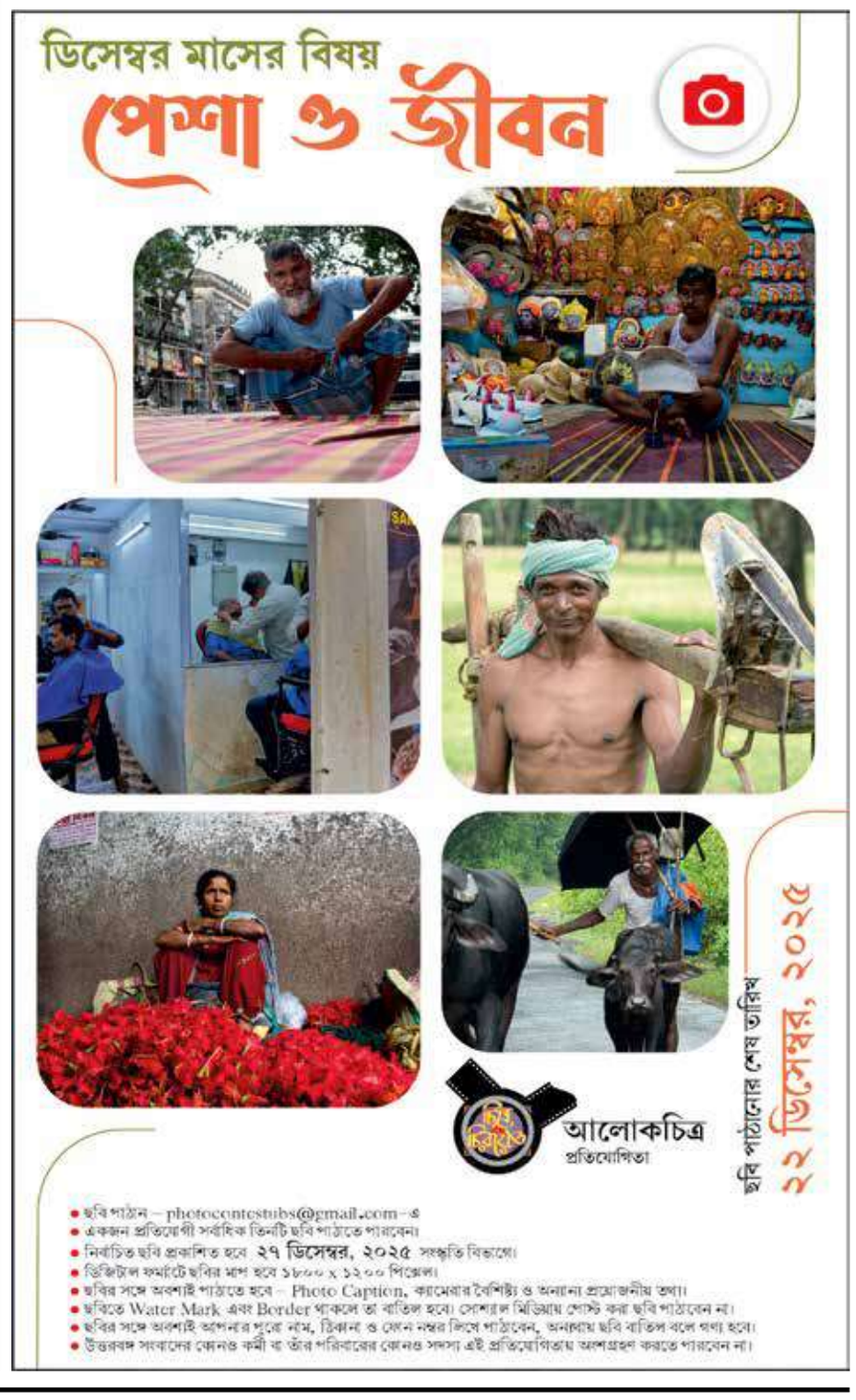

শ্রোতামনে ছাপ রাখল অনন্য সুর সন্ধ্যা

খাঁচা যখন খুলে যায়, পাখি তখন নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। তার জন্য আফসোস করে লাভ নেই। কারণ 'জীবন এক বাসেরা হ্যায়, কেয়া তেরা কেয়া মেরা হ্যায়—' এক রাম ভজনে শাশ্বত জীবনের কথা শুনিয়ে সকলের হৃদয় ছুঁয়ে গেলেন বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী। দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিল্পীকে পাওয়া গেল জীবনবোধের অনবদ্য বিশ্লেষণে।

অনুষ্ঠানটি মূলত ছিল শাস্ত্রীয় এবং অনুশাস্ত্রীয় সংগীতের। নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন 'প্রসারী' সংগীত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শাশ্বতী বিশ্বাস ও সম্পাদক প্রসূন ঘোষ। প্রথম পর্বে খুদে শিল্পী অদিত্রী, মনস্বী, অর্ঘ্যরাজ, তিথিপর্ণা, অবিনাশ, উজ্জয়িনী, রাজদীপ, অভিশ্রীদের ইমন রাগ পরিবেশন মঞ্চে এক মনমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে পরিণত বোধের পরিচয় দেন মুক্তা ঘোষ, মল্লিকা সরকার, স্নেহা রায় তাদের (বাগেশ্রী) খেয়াল পরিবেশনের মাধ্যমে। শিল্পী অভিজিৎ মণ্ডলের পরিবেশিত দাদরাও ছিল অনবদ্য। পরবর্তী পর্বে প্রসূন ঘোষাল ও সূর্যশ্মি রায়-এর পরিবেশনায় ছিল তুলসী দাসজির রচিত একটি মাতৃবন্দনা। এছাড়াও একাধারে ভজন গেয়েছেন বীণা মণ্ডল, প্রমিলা ধীমাল, জলি বিশ্বাস, অনুজা মজুমদার, সঞ্চিতা রায় বর্মা, দীপা সরকার সহ আরও কয়েকজন। অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পী অনিমেষ এবং যুবরাজের যুগ্ম পরিবেশিত গুরুবন্দনা এবং শিক্ষার্থী মুক্তা ঘোষের বাংলা রাগপ্রধানও সকলের মনে জায়গা করে নেয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালিকার ভূমিকা পালন করেন অদৃজা মিশ্র। শিক্ষার্থী শিল্পীদের তবলা ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন অম্লান পণ্ডিত ও আশিস কংসবণিক।

সমবেত।। *শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে প্রসারী সংগীত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান।*

প্রসারীর কর্ণধার শাশ্বতী বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় এবং আকর্ষণীয় গুণ হল তিনি সংগীতের সাম্প্রতিকতম বিষয় তথা সুর যা দেশের দশজনের ভালো লেগেছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন এবং তাকে নিজের চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর সেই সূত্রেই এ বছরে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় ভজন 'তুম আ জানা ভগবান' পরিবেশন করে সকলের মন জয় করে নেন। ভজনটির মাধ্যমে ঈশ্বরকে ডাকার যে আকুতি তার সুরে ফুটে উঠেছিল তা গোটা মঞ্চজুড়ে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে প্রসারীর এই সুন্দর সুরসন্ধ্যা অনেকদিন শ্রোতাদের মনে রেশ রেখে দেবে।

–ছন্দা দে মাহাতো

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মদ আর মাতাল নিয়ে যত ঠাট্টা আছে, তা আর কোনও কিছু নিয়েই নেই। কিন্তু মানুষ কেন মদ ভালোবাসে? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন আমাদের আদিম প্রাইমেট পূর্বসূরিদের মধ্যে। কয়েক কোটি বছর আগে থেকেই গাঁজানো ফল খেয়ে শক্তি লাভের অভ্যাস করেছিল মানুষের পুর্বপুরুষরা। সেই সুবাদেই অ্যালকোহলের প্রতি এই দুর্মর আকর্ষণ মানুষের! **সুদীপ মৈত্র**

‘...তাই তো একটু নেশা করি’

‘মাতাল বাঁদর’ তত্ত্বে মদে মজার রহস্য ফাঁস

বাঁদরের বাঁদরামির কথা শোনা যায়। কিন্তু বাঁদরের মাতলামির কথা ক’জন জানে!

মঙ্গল অথবা শুক্কুরবার শহরের কোনও বারে গিয়ে বিয়ারের গ্লাস হাতে আমরা যে আরাম খুঁজে পাই, তার আসল রহস্য লুকিয়ে আছে কোটি কোটি বছর আগের এক ‘মাতাল বাঁদর’ উপাখ্যানে!

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, বিজ্ঞানীরা বলছেন, অ্যালকোহল হজম করার ক্ষমতা আমরা আমাদের প্রাচীন আফ্রিকান শিম্পাঞ্জি ও গরিলা জাতীয় পূর্বসূরিদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

ব্যাপারটা ঠিক কী! আসুন বিজ্ঞানীরা কি বলছেন, সেটা শুনি।

আসলে আমাদের পূর্বসূরিরা যখন জঙ্গলে ফলমূল খুঁজে খেত, তখন গাছের পাকা ফল পচে গিয়ে মাটিতে পড়ত। মাটির ওপর পড়ে থাকা এই পচা ফলগুলিতে ইস্ট-এর প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই খুব অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল বা ইথানল তৈরি হত—ঠিক যেন বুনো ‘সাইডার’! এই পচা ফলগুলি ছিল খুব ক্যালোরিযুক্ত এবং সহজে পাওয়ার উপায়। কারণ, গাছে চড়ার ঝুঁকি নেই!

এই পচা, গাঁজানো ফলগুলিকে ভালোবেসে খাওয়ার অভ্যাস থেকেই শুরু হয় বিবর্তনের আসল খেলা। প্রায় ১ কোটি বছর আগে, আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে একটি জিন-এর (এডিএইচ৪ নামের একটি এনজাইম) অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে তারা অন্য প্রাণীদের তুলনায় ৪০ গুণ দ্রুত গতিতে অ্যালকোহল ভেঙে হজম করতে পারত!

অর্থাৎ, অন্য বানরদের যেখানে অ্যালকোহল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, সেখানে আমাদের আদি-পূর্বপুরুষ ও নারীরা দিব্যি সেই ফল খেয়েও চনমনে থাকত। ফলে কী হত? না, তারা বেশি পরিমাণে উচ্চ-ক্যালোরির খাবার খেতে পারত এবং প্রকৃতির পরীক্ষায় টিকে যেত। এটাই ছিল চার্লস ডারউইন-কথিত ‘স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (ন্যাচরাল সিলেকশন)।

> এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, মদ তৈরি করার অনেক আগেই আমাদের শরীর তা হজম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাই পরেরবার যখন পানীয় পান করবেন, মনে রাখবেন—এটা শুধু আপনার অভ্যাস নয়, এটা আপনার ১ কোটি বছরের পুরোনো বিবর্তনীয় ঐতিহ্য!
>
> **ম্যাথিউ ক্যারেগান,** *বিবর্তনীয় জিনতত্ত্ববিদ*

বিজ্ঞানীরা মজা করে বলছেন, আপনি যখন বন্ধুদের সঙ্গে বসে পানীয় উপভোগ করেন, তখন আসলে আপনি আপনার আদিম প্রবৃত্তিকেই সম্মান জানাচ্ছেন! আপনার শরীর আসলে আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ‘এই তো সেই জিনিস, যা একসময় জঙ্গলে টিকে থাকার জন্য আমাদের কাজে লেগেছিল!’

এডিএইচ৪ এনজাইম মিউটেশন সংক্রান্ত এই গবেষণাটি করেন মার্কিন মুলুকের সান্তা ফে কলেজের গবেষকরা। ২০১৪ সালের এই গবেষণা দীর্ঘ দিন গবেষণাগারের ধুলো-ময়লায় চাপা থাকার পর সম্প্রতি আচমকাই খবরের শিরোনামে এসেছে।

গবেষণার অন্যতম প্রধান গবেষক বিবর্তনীয় জিনতত্ত্ববিদ ম্যাথিউ ক্যারেগান মজা করে বলেছেন, ‘এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, মদ তৈরি করার অনেক আগেই আমাদের শরীর তা হজম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাই পরের বার যখন পানীয় পান করবেন, মনে রাখবেন—এটা শুধু আপনার অভ্যাস নয়, এটা আপনার ১ কোটি বছরের পুরনো বিবর্তনীয় ঐতিহ্য!’ এই শুনে কেউ যদি মদ্যপানের সংস্কৃতির ‘হেরিটেজ’ তকমার দাবি তোলেন ইউনেস্কোর কাছে, তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না!

সূর্যের পিঠে কালশিটে

কপালে ভাঁজ বিজ্ঞানীদের

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সুয্যিমামার গায়ে যে দাগটি দেখা যাচ্ছে, তার আকার আমাদের পৃথিবীর আকারের চেয়ে দশগুণেরও বেশি! এই বিশাল দাগটি এখন সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে।

আমাদের এই পৃথিবীর চেয়েও অনেক অনেক বড় একটি কালো দাগ বা ‘সৌরকলঙ্ক’ এখন সূর্যের গায়ে দেখা যাচ্ছে। এই বিশাল দাগটি দেখে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একটু চিন্তিত। কারণ, এই দাগ থেকেই তৈরি হতে পারে খুব শক্তিশালী সৌর-বিস্ফোরণ (সোলার ফ্লেয়ার)।

দাগ নিয়ে চিন্তা কীসের

সূর্যের গায়ে যে কালশিটে গোছের দাগগুলি দেখা যায়, তাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম ‘সৌরকলঙ্ক’ বা সানস্পট। এটি আসলে সূর্যের সেই অংশ, যা তার চারপাশের অংশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা থাকে। তবে এই ঠান্ডা জায়গাটিই হল প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের আঁতুড়ঘর।

এই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের গোলমালের কারণেই হঠাৎ করে সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণে শক্তি মহাকাশে ছিটকে বের হয়ে আসে। একেই আমরা বলি সৌর-বিস্ফোরণ।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এখন যে দাগটি দেখা যাচ্ছে, তার আকার আমাদের পৃথিবীর আকারের চেয়ে দশ গুণেরও বেশি! এই বিশাল দাগটি এখন সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে।

কী হতে পারে বিস্ফোরণে

যদি এই বিশাল সৌরকলঙ্ক থেকে কোনও প্রচণ্ড বড় সৌর-বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেই শক্তি ও কণাগুলি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তবে কিছু সমস্যা হতে পারে।

- **যোগাযোগে বাধা :** আমাদের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে, তাতে গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- **বিদ্যুৎ সমস্যা :** কিছু ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বা ‘পাওয়ার গ্রিড’-এও গোলমাল দেখা যেতে পারে।
- **জিপিএস-এ ত্রুটি :** রাস্তা খুঁজে বের করার জন্য আমরা যে জিপিএস ব্যবহার করি, সেটিও ভুল তথ্য দিতে শুরু করতে পারে।

তবে আশার কথা হল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ঢালের মতো কাজ করে আমাদের বড় বিপদ থেকে রক্ষা করে।

বিজ্ঞানীরা এখন এই দাগটির ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছেন। সূর্যের এই কার্যকলাপ আগামী দিনগুলিতে আরও বাড়তে পারে, কারণ সূর্য এখন তার ১১ বছরের কালচক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ‘সর্বোচ্চ সক্রিয়’ অবস্থায় রয়েছে।

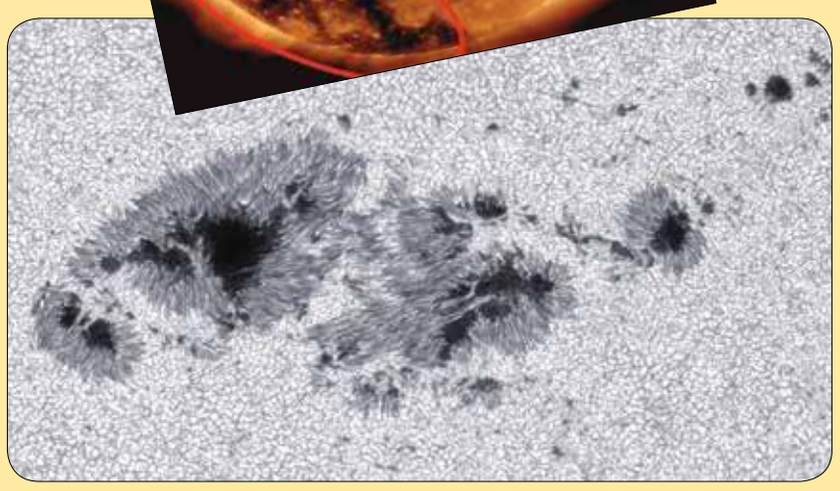

পর্দায় মারতে দেখে আপনি কাঁপেন কেন

সুস্থ ও স্বাভাবিক কোনও ব্যক্তি হিংসাত্মক ঘটনা দেখে প্রীত হয় বলে তো মনে হয় না। সেই কারণেই হয়তো বাস্তবে হিংসার দৃশ্য কিছুটা সংকুচিতই করে তাকে। আমরা যখন কোনও দারুণ উত্তেজক সিনেমার দৃশ্য দেখি বা মজাদার গল্প শুনি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক একই সঙ্গে কতগুলি কাজ করে বলুন তো? বিজ্ঞানীরা এতদিন ভাবতেন, আমাদের চোখ যা দেখে আর কান যা শোনে—এই সব তথ্য আলাদা আলাদা জায়গায় প্রক্রিয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা (আইআইএসইআর)-র গবেষকরা একেবারে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য দিয়েছেন!

নতুন গবেষণা, নতুন আলো

গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, সিনেমা দেখার মতো স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার সময় আমাদের মস্তিষ্ক মোটেই আলাদা আলাদা খোপে কাজ করে না। বরং, সেই সময় মস্তিষ্ক চোখ এবং কানের তথ্যগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে একটা সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করে। যেন আপনার মস্তিষ্ক একজন অভিজ্ঞ সম্পাদক, যিনি অডিও আর ভিডিওকে নিখুঁতভাবে সিঙ্ক করে আপনার সামনে মাল্টিমিডিয়া এফেক্ট পরিবেশন করছেন!

সিনেমা ল্যাবরেটরি

এই গবেষণাটি করা হয়েছে ফাংশনাল এমআরআই (এফএমআরআই) ব্যবহার করে। এমআরআই যন্ত্রের ভিতরে অংশগ্রহণকারীরা চলচ্চিত্র দেখছিলেন। বিজ্ঞানীরা নজর রাখছিলেন, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ সেই সময় দারুণ ব্যস্ত। তাঁরা বিশেষত মস্তিষ্কের সেই অংশগুলির দিকে নজর দেন, যেখানে চোখ আর কানের তথ্যগুলি এসে মেশে—এই জায়গাগুলিকে বলা হয় সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন এরিয়া (অনুভূতি একত্রীকরণ অঞ্চল)।

দেখা গেল, যখন অডিও আর ভিজ্যুয়াল তথ্যগুলি একসঙ্গে আসছে (অর্থাৎ, সিনেমায় অভিনেতা কথা বলছেন এবং আমরা সেটা দেখছিও), তখন মস্তিষ্কের এই মিশ্রণ ক্ষেত্রগুলিই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছে।

কেন এই খবর এত জরুরি

এই আবিষ্কার কিন্তু শুধু সিনেমার জন্য নয়, বাস্তব জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে :

- **মনোযোগ :** আমরা কীভাবে কোনও কিছুতে গভীর মনোযোগ দিই।
- **শেখা :** শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কীভাবে নতুন তথ্য গ্রহণ করে।
- **স্নায়বিক সমস্যা :** অটিজমের মতো স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেন সংবেদনশীলতা (সেন্সরি ইস্যুসমূহ) দেখা যায়।

সহজ কথায়, এই গবেষণা এটাই প্রমাণ করল, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বা প্রাকৃতিক পরিবেশে আমরা যখন কিছু করি বা দেখি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি ‘টিমওয়ার্ক’ বা দলগতভাবে কাজ করে। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে আমাদের শেখার পদ্ধতি বা স্নায়বিক রোগ বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করা যায়।

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ির বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী তানিশা সান্যাল অল ওভার ইন্ডিয়া স্কলারশিপ পরীক্ষায় গ্রুপ-এ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সিলিন্ডারে আগুন

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল মাল শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনি। ঘটনাটি শুক্রবার ওই এলাকার বাসিন্দা কিশোর বড়ুয়ার বাড়িতে ঘটেছে। তাঁর বাড়িতে এক প্রতিবেশীর মেয়ের বিয়ের জন্য রান্না চলছিল। হঠাৎ চোখে পড়ে সিলিন্ডারে আগুন ধরে গিয়েছে। খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুষ্পালিলি টোপ্পো ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিলিন্ডারটি বাইরে বের করে আগুন নেভান। স্থানীয়রা জানান, দ্রুত পদক্ষেপ করার ফলে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

পুকুর সংস্কার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জলপাইগুড়ি হাইস্কুল সংলগ্ন পুকুরটি সংস্কার শুরু হয়েছে। শুক্রবার এই কাজের সূচনা করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। সংস্কারের অভাবে পুকুরটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় পরিণত হয়েছিল। আম্রুত প্রকল্পের মাধ্যমে এই পুকুরটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। প্রায় ৫২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা খরচ করে পুকুরটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অল্পে রক্ষা

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : টোটোচালককে বাঁচাতে উলটে গেল পড়ুয়া সমেত পুলকার। ঘটনাটি শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের শিরীষতলা এলাকার। প্রত্যক্ষদর্শী সুমন মণ্ডল বলেন, 'এই পথ ধরে আসাম মোড়ের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম স্কুলের গাড়িটির সামনে একটি টোটো চলে আসে। সেই টোটোচালককে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটি উলটে যায়।' তবে, কোনও অঘটন না ঘটায় সকলেই সুষ্ঠুভাবে স্কুলে পৌঁছায়।

মাঠ পরিষ্কার

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরেই কলোনি ময়দানের পাশে জমে থাকা আবর্জনা এলাকাবাসীর সমস্যা সৃষ্টি করছিল। ময়দানটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হওয়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল পুরসভার কাছে। শুক্রবার ওয়ার্ড সুপারভাইজার দীপঙ্কর দে'র তত্ত্বাবধানে মাঠটি পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি, ওয়ার্ড কমিটির তরফে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তাও দেওয়া হয়।

অরবিন্দ স্মরণ

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক জায়গায় শুক্রবার ঋষি অরবিন্দের তিরোধান দিবস পালিত হয়। থানা মোড়ে মনীষীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায়। সেখানে অরবিন্দের বহুমুখী জীবন নিয়ে আলোচনা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। মাষকলাইবাড়িতে ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন গোবিন্দ।

দাবিপত্র

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের করলা নদীর পাশে অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি নিয়ে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জানাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি শুক্রবার সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীকে একটি দাবিপত্র জমা দেন। কাউন্সিলার জানান, ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

জেলা বইমেলায় এসে অকপট ছোটরা

'বই ভালো লাগে না'

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বইমেলার ২০ নম্বর স্টলে বইয়ের পাতা উলটে দেখছিলেন দেববাণী ভট্টাচার্য। পাশেই ছিল ৬ বছর রাজর্ষি। বই নিয়ে আলাপচারিতায় দেববাণী জানালেন, তাঁর রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎ সমগ্র সহ বর্তমান যুগের প্রায় সব লেখকের বই পড়া। এককথায় বইপোকা তিনি। এমনকি তাঁর ছেলের নাম রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' থেকেই রাখা। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে রিলস দেখতে থাকা রাজর্ষি কী বই পড়ে কিংবা গল্প পড়া শোনে? উত্তরে মাথা নীচু করে অন্য কথায় চলে গেলেন দেববাণী।

এটা শুধু দেববাণী-রাজর্ষির কথা নয়, আসলে এখন বই পড়া কিংবা গল্প শোনার অভ্যাসটাই বদলে গিয়েছে। আজকাল ঠাকুমার কাছে কিংবা মা-বাবার কাছে গল্প শোনার অভ্যাসটা তৈরি হচ্ছে না শিশুদের। কারণ, সকলেই যে যার মতো ব্যস্ত। শিশুরা যাতে বিরক্ত না করে তাই তাদের হাতে মুঠোফোন ধরিয়ে দিলে তারাও চুপ।

তবে শুধু মুঠোফোন একা দোষী নয়, স্কুলের পর টিউশনের চাপও বই পড়া বা গল্প শোনায় অবশ্যই অন্তরায়। একটা গোটা প্রজন্ম বই বা গল্প পড়া থেকে সরে যাচ্ছে দ্রুত। হারিয়ে যাচ্ছে শতবর্ষপ্রাচীন বই

দেখি কোনটা পছন্দ হয়। জলপাইগুড়ি বইমেলায়। -মানসী দেব সরকার।

পড়া ও গল্প শোনার অভ্যাস। এবারে ৩৭তম জেলা বইমেলায় ছোটদের বইয়ের স্টলে নানান গল্পের বই থাকলেও বিক্রিবাটা নেই বললেই চলে।

ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউশনের ষষ্ঠ শ্রেণির রিশব সেনগুপ্ত বাবার সঙ্গে বইমেলায় এসে ঘুরলেও বই কিনতে দেখা গেল না তাকে। প্রশ্ন করলে তার জবাব, 'বই পড়তে ভালো লাগে না। বইয়ে ছোট ছোট শব্দ দেখলেই সব কেমন গুলিয়ে যায়। যদি কিছু জানতে হয় তো, অডিও বুক কিংবা নেট থেকে শুনে নিই। বেশি হলে ইউটিউব থেকে দেখে নিই। বই পড়তে হয় নাকি!' উত্তর শুনে বাবা রিতম সেনগুপ্তকে রিশবের এই অভ্যাস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তাঁর যুক্তি, 'আসলে আমি কাজের জন্য সারাদিন বাইরে থাকি। রিশবের মাও চাকরি করেন। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হওয়ায় ও পরিচারিকার কাছেই থাকে। এমার্জেন্সিতে একটা মোবাইল বাড়িতে রাখা থাকে। ওটাতেই ও অডিও-ভিডিও দেখে। সময় দিতে পারি না বলে বাজে অভ্যাস হচ্ছে।'

বইমেলায় আসা বিক্রেতারা যে ছোটদের বই বিক্রি নিয়ে খুব আশাবাদী সেটাও দেখা গেল না। অধিকাংশ বিক্রেতার কথায়, এখন তো মুঠোফোনে আটকে শৈশব। এদের বইমুখো করা সহজ নয়। তাই ছোটদের বই বেশি বিক্রি হবে সেটা আশাও করছেন না। তবে সবাই যে একই রকম, সেটাও নয়।

এদিন দেখা গেল, একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সঞ্চারী দাস একটি স্টলে ঢুকে কৌতূহলী চোখে কিছু খোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত। কী বই খুঁজছ? জিজ্ঞেস করতেই মানব শরীর সংক্রান্ত বই দেখিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাল এটাই তার পছন্দ। পাশে দাঁড়ানো মা সমাপ্তি বললেন, 'স্কুল বা পড়ার বাইরে মেয়ে মোবাইলে বুঁদ হয়ে থাকে। কিন্তু এই বই ওদের মোবাইলের আসক্তি কাটানোর মাধ্যম হতে পারে। এই কারণেই মেলায় নিয়ে এসেছি। গল্পের বই দেখুক, চিনুক।'

জেলা বইমেলা প্রাঙ্গণে কচিকাঁচাদের ভিড় থাকলেও দোকানে প্রবীণদের সংখ্যাই বেশি। বাবা-মায়ের সঙ্গে ভূতের গল্পের বই দেখছিল জিলা স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র জোনাক চক্রবর্তী। বই পড়া কিংবা গল্প শোনার অভ্যাস সম্পর্কে তাকে এবং তার বাবাকে প্রশ্ন করার আগেই সে বলে উঠল, 'এগুলি তো সবই ইউটিউবে দেখেছি। নতুন কিছুই নেই। বাজে বইমেলা।'

বইমেলা লাইভ

সেলফি জোন

তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের টানতে বইমেলা প্রাঙ্গণে সেলফি জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সেলফি জোন সাজানোও হয়েছে সুন্দর করে। বর্তমান সময়ে বিয়েবাড়ি থেকে যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে সেলফি জোনের কদর দেখা যায়। বাদ পড়েনি জেলা বইমেলা প্রাঙ্গণও। শুক্রবার মেলায় আসা অনেককেই দেখা গেল, সেই সেলফি জোনে দাঁড়িয়ে ছবি মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করতে।

বাচ্চাদের জন্য

বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে-ফন্টের সেই কমিকস বইয়ের কথা কমবেশি সকলের মনে আছে। এবার বইমেলায় সেইসব কমিকস বইয়ের জায়গা নিয়েছে হাঁচিবুলুর কাণ্ডকারখানা, গোপাল ভাঁড়ের বই। এই সব বই বাচ্চাদের আকর্ষণ করবেই বলে আশা বিক্রেতাদের।

ছবি ও তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী

শুক্রবার বইমেলায় তেমন ভিড় দেখা গেল না। জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

দ্বিতীয় দিনে ভিড় কম, হতাশ বিক্রেতারা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : এবার জলপাইগুড়িতে বসেছে ৩৭তম জেলা বইমেলা। উদ্বোধনের পরের দিন শুক্রবার বেশ কিছু বিক্রেতাকে দেখে বেশ হতাশ লাগল। কারণ, দ্বিতীয় দিনে প্রতিটি স্টলে যে খুব একটা ভিড় লক্ষ করা গেল তা একেবারেই নয়। আর যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজনকে বই কিনে বের হতে দেখা গেল। পাঁচ বছর পর শহরে বইমেলা বসলেও দ্বিতীয় দিনের ছবিটা কোথাও গিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের মাঠে আয়োজিত বইমেলায় এদিন কতজন এসেছিলেন তা হাতে গুনে বলা যাবে– এমনই অবস্থা। একে একে বইয়ের স্টলে উঁকি মারতেই দেখা হয়ে গেল কলকাতা থেকে আসা বিক্রেতা কল্যাণ রায়ের সঙ্গে। কেমন বিক্রি হচ্ছে জিজ্ঞেস করতেই তাঁর উত্তর, 'দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি বইও বিক্রি করতে পারলাম না। শুনেছিলাম জলপাইগুড়িতে ভালো বই বিক্রি হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা দেখলাম না। উদ্বোধনের দিন তাও বেশ কয়েকটি বই বিক্রি হয়েছিল। দেখি বাকি দিনগুলোতে কী হয়।'

অন্যদিকে, ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেও আসন ফাঁকা। যাঁরা অনুষ্ঠান করবেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরাই শুধু বসে রয়েছেন। কারও কারও মতে, এদিন বিয়ের তারিখ থাকায় ভিড় হয়নি তেমন। আবার কান পাতলে শোনা যাচ্ছে কেউ কেউ বলছেন, স্কুল-কলেজে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষার পর বইমেলা হলে পড়ুয়াদের ভিড় দেখা যেত।

এরইমধ্যে বইমেলায় দেখা হয়ে গেল অনিন্দিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে। মেয়ে চিত্তলেখাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ও স্কুলে পড়ে। চিত্তলেখার কথায়, 'আমরা দুজনেই বই পড়তে ভালোবাসি। কেউ পরীক্ষার কথা বললে সেটা অজুহাত। আমি মনে করি, ৩০ মিনিট মোবাইল চালানোর সময় পেলে বইমেলায় আসার সময় ঠিক বের করা যায়।' মেয়ের কথায় সায় জানিয়ে অনিন্দিতা বলেন, 'আমাদের বই পড়তে ভালো লাগে বলে এসেছি। ভাবতে কষ্ট হয় অন্যান্য মেলায় টিকিট কেটে মানুষ আসেন, অথচ এখানে বিনা টিকিটেও ভিড় নেই।'

এদিন অবশ্য রাতের দিকে বইমেলায় আসা মানুষজনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে দেখা গেলেও যে সংখ্যক মানুষ এসেছিলেন সেটাকে ঠিক ভিড় বলা যায় না। যদিও বাকি দিনগুলোতে পাঠকরা ভিড় করবেন বলেই বিক্রেতা থেকে প্রকাশক, লেখকরা আশা করছেন।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় চটেছে পুরসভা

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : শিলিগুড়িতে মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে চলছে দখলমুক্ত অভিযান। সেখানে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের কোনও ভূমিকা না থাকলেও যথেষ্ট সক্রিয় দেখা গিয়েছে পুলিশকে। তবে দখলমুক্ত অভিযান নিয়ে মালবাজারে দেখা গেল ভিন্ন ছবি।

মাল শহরের হাসপাতাল ও থানা সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাথ দখল করে স্থায়ী দোকান তৈরি করেছেন বেশ কয়েকজন। আর এই সংখ্যাটা দিন-দিন বাড়ছে। থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে এমন অবস্থা হলেও হেলদোল নেই পুলিশের। সম্প্রতি মধ্যরাতে বিয়ের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে থানার সামনে থাকা একটি চায়ের দোকানে। হাসপাতালের পাশের গলিতেও রাস্তার ওপর তৈরি হয়েছে দোকান।

এই পরিস্থিতিতে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ২৬ নভেম্বর মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিককে চিঠি দেন পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি।সেই চিঠিতে শহরের যানজট নিরসন, ফুটপাথ দখলমুক্ত করা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় বৈঠক ডাকেন চেয়ারম্যান। সেজন্য ১ ডিসেম্বর বৈঠকের দিন ধার্য হয়। চেয়ারম্যান নিজে সেই বিষয়ে লিখিতভাবে জানিয়েছেন থানায়। তবে বৈঠকের দিন পুরসভায় আসেননি আইসি। পাঠাননি অন্য কোনও আধিকারিককেও। এতে বেজায় চটেছেন চেয়ারম্যান থেকে আধিকারিকরা। চেয়ারম্যানের কথায়, 'আমরা পুলিশের সহযোগিতা চাইলেও কোনও সহযোগিতা পাচ্ছি না।' এক আধিকারিক তো বলেই ফেললেন, 'জলপাইগুড়ি জেলায় হয়তো পুলিশের ব্যক্তিগত নিজস্ব আইন চলে। তাই পুলিশ জনপ্রতিনিধিদের আহ্বানকে গুরুত্ব দেয় না।' তাছাড়া মাল পুরসভায় দু'বার চুরি হওয়ার পর অভিযোগ করলেও পুলিশ তদন্ত করতে যায়নি বলে অভিযোগ। যদিও আইসির দাবি, সেই চুরির ঘটনায় অভিযুক্তরা কিছুদিন পর গ্রেপ্তার হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তদন্তে না গিয়ে পুলিশ কবে কাদের গ্রেপ্তার করল?

এছাড়া ঘড়ি মোড়ে মোবাইল দোকানে সিম কার্ড কিনতে গিয়ে সেই দোকানের মালিককে নিজের সার্ভিস পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মাল থানার এক এএসআইয়ের বিরুদ্ধে। এমনকি মুখ খুললে মিথ্যা মামলায় জেলে ভরার হুমকি দিয়েছে সাদা পোশাকের সেই পুলিশ। ঘটনাটি রেকর্ড হয়েছে সেই দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায়। যদিও ঘটনাটি অস্বীকার করেছেন আইসি। এই বিষয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে মেসেজে করেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

বেহাল রাস্তায় প্রাণরক্ষা ছাত্রীদের

কাত হয়ে যাওয়া অবস্থায় সরকারি বাস। শুক্রবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে।

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের হস্টেল থেকে ছাত্রীদের নিয়ে কলেজে যাওয়ার পথে উলটে যাওয়ার হাত থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেল সরকারি বাস। ঘটনাটি শুক্রবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়ীয় মঠের পাশের রাস্তায় ঘটেছে। আম্রুত প্রকল্পের পাইপ ফেটে যাওয়ায় এই বিপত্তি বলে অভিযোগ।

এবিষয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে সরব হয়েছেন ওই ওয়ার্ডের বিরোধী কাউন্সিলার অম্লান মুন্সী। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে তা আমি জানি না। রাতের অন্ধকারে কাজ হল, কিন্তু পুর প্রতিনিধি হিসেবে কিছুই জানলাম না। এতেই স্পষ্ট পুরসভার কর্মসংস্কৃতি রসাতলে গিয়েছে। যার ফল এদিনের ঘটনা। কপাল জোরে কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু ঘটলে সেই দায়ভার কার?'

যদিও জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'উন্নয়নের কাজ চলছে। অনেকেই অনেক কিছু বলবেন। ইতিমধ্যে পাইপলাইন সারাই করার কাজ শুরু করেছি। গার্ডরেল দেওয়া উচিত ছিল। সেটা হয়তো যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা সে সময় দেননি।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে আম্রুত প্রকল্পের জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। যে পাইপ দিয়ে জল যাবে তা রাস্তা খুঁড়ে বসানো হচ্ছে। ওই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডেও কাজ হচ্ছিল। এরইমধ্যে সেখানকার পাইপ ফেটে জল বেরোতে থাকে। এদিন সকালে মেডিকেল কলেজের হস্টেল থেকে পড়ুয়াদের নিয়ে কলেজের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বাস। কিন্তু জল ও মাটির মিশ্রণে ওই রাস্তা এতটাই নরম হয়ে যায় যে, গৌড়ীয় মঠের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য টার্ন নিতেই বিপত্তি ঘটে। কোনও মতে পড়ুয়ারা গাড়ি থেকে নেমে আসেন বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ। দেখা যায়, বাসের বাঁদিকের চাকার অর্ধেকটা ওই কাদার মধ্যে আটকে রয়েছে। পরবর্তীতে অন্য গাড়ি এসে পড়ুয়াদের নিয়ে যায়।

ঘটনার সময় ওই রাস্তা দিয়ে বিডিও অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন চঞ্চল দাস। বললেন, 'বাসের পেছনেই ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম

হেলে পড়ল বাস

গলিতে ঢুকে সেখানে থাকা একটি স্কুলের দেওয়াল ঘেঁষে কাত হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে পড়ুয়াদের নামতে সাহায্য করলাম। পরে দেখলাম পাইপ ফেটে গিয়ে ফোয়ারার মতো জল বেরোচ্ছে। একদিকে কাঁচা মাটি, অন্যদিকে জল। সব মিলেমিশে মাটি নরম হয়ে গিয়েছে। চালকের বুদ্ধিমত্তায় নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। না হলে স্কুলের দেওয়ালে কাচের জানলায় লাগলে আহত হত অনেকে।' ঘটনার পর ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহনকে সামাল দিতে বেগ পেতে হয়। পরে গার্ডরেল দিয়ে এবং ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

অন্যদিকে, ২ নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে পাইপ বসানো হয়েছে সেখানে বালি দেওয়া রয়েছে। বাসিন্দা সুভাষ রায়ের কথায়, 'বাইক, স্কুটি, সাইকেলের চাকা বালিতে স্কিট করবে এটাই স্বাভাবিক। দুর্ঘটনা না ঘটলে অনেকেই মানবেন না এইভাবে বালি দেওয়া বিপজ্জনক।'

অবহেলায় পড়ে ময়নাগুড়ি টিবি হাসপাতাল

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে ময়নাগুড়ি টিবি হাসপাতাল। হাসপাতালের বিল্ডিংটি যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে। দূর থেকে দেখলে মনেও হবে যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে হাসপাতালটি তৈরি হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই হাসপাতালে একসময় যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসা হত। কিন্তু পরবর্তীতে যক্ষ্মা হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। নজরদারির অভাবে জমিও দখল হচ্ছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের পরিত্যক্ত ঘরগুলিতে সন্ধ্যার পর চলছে অসামাজিক কাজকর্ম।

টিবি হাসপাতালের বিল্ডিং যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

এব্যাপারে রেডক্রস সোসাইটির জলপাইগুড়ি জেলা আহ্বায়ক প্রণয় দে বলেন, 'পরিত্যক্ত টিবি হাসপাতালের ওই জায়গায় আমরা আফটার কেয়ার হোম তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছি। এব্যাপারে আমরা রেডক্রস সোসাইটিতে আলোচনা করেছি। তারপর গোটা বিষয়টি রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তরে জানানো হয়েছে।'

প্রায় সাত দশক আগে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য খাগড়াবাড়ি এলাকায় সাত বিঘা জমির ওপর টিবি হাসপাতালটি তৈরি হয়েছিল। ময়নাগুড়ি ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন এলাকার রোগীরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসতেন। একতলাবিশিষ্ট পাকা বিল্ডিংটিতে সাতটি ঘর রয়েছে। সেখানে রোগীদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চার দশক আগে হাসপাতালের পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে হাসপাতালটি। সময়ের সঙ্গে হাসপাতালের দরজা, জানলা ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় বিল্ডিংটি থাকার ফলে সেটি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠেছে। মাঝেমধ্যেই ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে। নজরদারির অভাবে বিল্ডিংটির জায়গা দখল হয়ে সেখানে অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশেই একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকায় বিপজ্জনক ওই বিল্ডিংটি নিয়ে চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারাও।

স্থানীয় বাসিন্দা অলোকা খাতুন বলেন, 'মাঝেমধ্যেই বিল্ডিংয়ের অংশ ভেঙে পড়ে। যখন-তখন গোটা বিল্ডিংটি ভেঙে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' আরেক বাসিন্দা কুতুবউদ্দিন মহম্মদের কথায়, 'পুরোনো বিল্ডিংটি ভেঙে ওই জায়গায় রেডক্রস সোসাইটির তরফে নতুন কোনও প্রকল্প শুরু হলে এলাকার বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন।'

খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সীমা রায় বলেন, 'টিবি হাসপাতালের বিপজ্জনক অবস্থার বিষয়টি আমরা একাধিকবার চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কিন্তু তারপরও কোনও লাভ হয়নি।' ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে রেডক্রস সোসাইটির সঙ্গে আলোচনা করব।'

রংদার

মিতব্যয়ী

মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের অভ্যাস মানব সভ্যতার আদিম কাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মিতব্যয়িতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসেবে দেখতেন। বুঝে খরচ কখনই কিপ্টেমি হতে পারে না বলে সংগীতশিল্পী ম্যাডোনা দাবি করেছেন। তবুও এটি কৃপণতারই আরেক রূপ বলেও অনেকে মনে করেন।

প্রচ্ছদ কাহিনী সেবন্তী ঘোষ, শুভ্রদীপ চৌধুরী ও মানিক সাহা
ছোটগল্প : শুভ্র মৈত্র
অণুগল্প : আরতি ধর ও ঋষিরাজ মোহন্ত
ট্রাভেল ব্লগ কুশল হেমব্রম
কবিতা শ্যামলী সেনগুপ্ত, মৌ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কান্ত রায়, সোমনাথ গুহ ও রুমি নাহা মজুমদার

শীতঘুম ভুলে লোকালয়ে সরীসৃপ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : শীতের আমেজ এসেছে, কিন্তু শীতঘুম নেই। অবাক করার মতো হলেও এটাই বাস্তব। ক্যালেন্ডার বলছে, গ্রীষ্ম পেরিয়ে শীতের মরশুম এসেছে রাজ্যে। কিন্তু এখনও দিনেরবেলা অজগর সহ নানা ধরনের সাপ এবং সরীসৃপ প্রাণী অহরহ বেরিয়ে আসছে লোকালয়ে। যে সময় সরীসৃপদের শীতঘুমে থাকার কথা, তখন তাদের এমন অবাধ বিচরণে প্রশ্নের মুখে পড়ছে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র।

তিস্তা সেতু লাগোয়া রাস্তা থেকে মৃত অজগর উদ্ধার করছেন অঙ্কুর দাস।

কয়েকদিন আগেই জলপাইগুড়ির তিস্তাসেতুর কাছে রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় ১২ ফুট লম্বা একটি অজগরকে উদ্ধার করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী অঙ্কুর দাস। সেসময় তিনি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে অজগরের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। শীতের মরশুমে সরীসৃপদের লোকালয়ে চলে আসার ঘটনা মোটেও স্বাভাবিক নয়। এর পিছনে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ব্যাপক। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীত শুরু হলেও দিনেরবেলা গরম থাকছে। তাই সরীসৃপদের স্বাভাবিক নিয়মে শীতঘুমে যেতে সমস্যা হচ্ছে। এদিকে বন দপ্তরের দাবি, শীতের দিনের অজগরের বেরিয়ে আসার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে রাজ্যজুড়ে লোকালয়ে বেরিয়ে আসা অজগর, কিং কোবরা সহ অন্যান্য প্রজাতি মিলিয়ে প্রায় ৯ হাজার ৭৩৩টি সাপ উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের লোকালয় থেকেই মেলে ৫৫ শতাংশ। মাসখানেক আগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অঙ্কুর এর আগে শহরতলি এলাকা থেকে জীবিত অবস্থায় আরও একটি অজগরকে উদ্ধার করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে গরম বাড়তে থাকায় ডুয়ার্সের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশও আর সরীসৃপদের বসবাসযোগ্য থাকছে না বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও মেটেলির একাধিক লোকালয় ও চা বাগান থেকে চারটি কিং কোবরা ও দুটি অজগর বেরোনোর খবর পাওয়া গিয়েছিল। গত বছর ১৭ মে নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগান থেকে একটি ১৪ ফুটের অজগর উদ্ধার করেছিলেন খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা।

এখনও জাঁকিয়ে শীত পড়েনি।

> যেভাবে সরীসৃপদের স্বাভাবিক বাসস্থানে মানুষ নির্মাণকাজ শুরু করেছে, তাতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার পাশাপাশি নগরায়ণের জন্যও তাদের ক্ষতি হবে।
>
> **জয়দীপ কুণ্ডু**
> বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ

দিনেরবেলা গরম আর দুপুর গড়ালেই তাপমাত্রা নামছে। কোনওদিন রাতে ঠান্ডা পড়ছে, আবার কোনওদিন তেমনভাবে শীত উপভোগ করা যাচ্ছে না। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশও দিন-দিন কমে আসছে। সরীসৃপদের ওপর যার প্রভাব পড়ছে। তাই অজগর বা পাইথন, কিং কোবরার মতো প্রাণীরা শীতের মরশুমেও লোকালয়ে বেরিয়ে আসছে বলে জানান জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত। পরিবেশকর্মী অনির্বাণ মজুমদারেরও একই মত। তাঁর কথায়, 'আমার ধারণা, দিনে গরমের কারণেই সরীসৃপরা নিজেদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। এই জাতীয় প্রাণীরা এমনিতেই ঠান্ডা, ভেজা, স্যাঁতসেঁতে জায়গা পছন্দ করে। তাই তেমন জায়গার খোঁজেই প্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসতে পারে।'

পাশাপাশি নীচু এলাকার শুষ্ক জঙ্গলে গাছের পাতা বা আগাছায় আগুন লাগানো হলেও সরীসৃপরা নিজের বাসস্থানের বাইরে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এনিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডের সদস্য ও বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডুর মতে, 'যেভাবে সরীসৃপদের স্বাভাবিক বাসস্থানে মানুষ নির্মাণকাজ শুরু করেছে, তাতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার পাশাপাশি নগরায়ণের জন্যও তাদের ক্ষতি হবে।' অন্যদিকে, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রিতম সেন জানান, গরুমারা ও চাপড়ামারির মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সরীসৃপদের বসবাসের জায়গার কোনও অভাব নেই। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ রয়েছে। জঙ্গলের ভিতর পর্যাপ্ত জলাশয়ও রয়েছে। যদিও অনেক সময় জঙ্গলের লাগোয়া এলাকা থেকে সরীসৃপরা লোকালয়ে হাঁস, মুরগি শিকারের জন্য বেরিয়ে আসে।

ফিরলেন সোনালি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : মালদা জেলার ইংরেজবাজারের মহদিপুরের সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়া হল নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে। বীরভূমের সেই বধূর সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হল তাঁর ছয় বছরের পুত্রসন্তান সাবির শেখকে। দুই দেশের মধ্যে এই হস্তান্তর ঘিরে সীমান্তে ভারত ও বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি ছিল। খবর পেয়ে সীমান্তে যান মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

সীমান্তে সোনালি খাতুন।

তবে শুধু সোনালি ও তাঁর সন্তানকে ফিরতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল নেতারা। সীমান্তে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। জেলা পরিষদের সভাধিপতির মন্তব্য, 'দিল্লিতে কর্মরত থাকাকালীন শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া হয়েছিল। আজ সীমান্তে ছ'জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। কিন্তু গেট থেকে ছাড়া হয়েছে শুধু সোনালি খাতুন ও তাঁর সন্তানকে। বাকি চারজনকে ছাড়া হল না কেন?' লিপিকার দাবি, 'গেটে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছেন। তাই বাকি চারজন কবে দেশে ফিরবেন জানি না।'

বিএসএফ জওয়ানরা সোনালির সঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে কথা বলতে দেননি। তবে মহদিপুরে উপস্থিত বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা মফিজুল শেখ দাবি করেন, 'ছ'মাসের বেশি সময় ধরে ওরা বাংলাদেশে ছিল। এর মধ্যে তিন মাস ১২ দিন জেলে ছিল। গত ১ ডিসেম্বর ওরা পড়শি দেশের আদালত থেকে জামিন পায়। এক সহৃদয় বাংলাদেশি নিজের জিম্মায় তাঁদের জামিন করিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতেই সোনালি, স্বামী দানিশ, আট বছরের ছেলে, সুইটি আর তার দুই ছেলে এই ক'দিন ছিল।' সূত্রের খবর, সোনালির শরীরে রক্ত কমে গিয়েছে। যে কোনও সময় তাঁর প্রসব হতে পারে।

খুনি মা গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

জঙ্গলে ঢোকার আগে দোকান থেকে পাউরুটি আর জল কিনে নিয়েছিলেন। বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক নিয়েই মঙ্গল ও বুধবার রাত কাটিয়েছেন ওই জঙ্গলে। দু'-দু'বার হাতির মুখেও পড়েছিলেন বলে তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন রেজিনা। সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, রেজিনা ও জিয়ারুল মিলে বছর দুয়েক আগে তাঁদের আরও একটি কন্যাসন্তানকে খুন করে মাটি চাপা দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে পুলিশ রেজিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে রেজিনা ওই ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা জানান, আগেও এই দম্পতি কোনও খুনের ঘটনা ঘটিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাড়াপ্রতিবেশীদেরও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

লাচুং থেকে পাকড়াও 'মাস্টারমাইন্ড'

বাঘের অঙ্গ পাচারে ধৃত মহিলা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : অবশেষে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ইন্টারপোলের লাল নোটিশে থাকা এক আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচারকারীকে সিকিম থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল মধ্যপ্রদেশের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর সঙ্গে যৌথ অভিযানে অভিযুক্তকে ইন্দো-চিন সীমান্তে সিকিমের লাচুং থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। বুধবার তাঁকে স্থানীয় আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধৃতের নাম ইয়াংচেন লাচুংপা।

পরিবেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে পিআইবি (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো)-এর মাধ্যমে শুক্রবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রায় ১০ বছর বাদে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হল বলে খবর। অভিযুক্ত নেপাল, তিব্বত, ভুটান, ভারতের শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, কলকাতা, কানপুর, হোসাঙ্গাবাদ সহ একাধিক এলাকায় জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন বলে জানিয়েছে ভারত সরকারের পরিবেশমন্ত্রক। ধৃতের কাছ থেকে চারটি বাঘের হাড়, বাঘের মজ্জার তেলের নির্যাস, বাঘের ছাল এবং দেড় কেজি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদের সাতপুরা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কামতি রেঞ্জে মামলা দায়ের হয়েছিল। মূলত বাঘের অঙ্গ পাচার, প্যাঙ্গোলিনের অঙ্গ পাচারের মামলা দায়ের হয়েছিল। ধৃতের জাল শিলিগুড়ি সহ এ রাজ্যের একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উত্তরের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি-র বক্তব্য, 'ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো থেকে যেভাবে জানানো হয় আমরা সেভাবে বন্যপ্রাণ পাচার রোধে কাজ করি।'

অভিযুক্ত মহিলা দীর্ঘদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ২০১৫ সালে জয় তামাং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মধ্যপ্রদেশের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। এরপর ২০১৭ সালে একবার মধ্যপ্রদেশ টাইগার স্ট্রাইক ফোর্সের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু ওই সময় সে শর্তসাপেক্ষে বেল পেয়ে যান। কিন্তু বেলের শর্ত না মেনে অভিযুক্ত পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। ২০১৯ সালের ২৯ জুলাই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। কিন্তু এরপরেও কোনও খোঁজ না মেলায় ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর মাধ্যমে ইন্টারপোলের সাহায্য নেয় মধ্যপ্রদেশ সরকারের বন দপ্তর। সিবিআইয়ের মাধ্যমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করা হয়। সেইমতো সিকিম পুলিশ এবং সিকিম বন দপ্তরের সহযোগিতায়

> ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো থেকে যেভাবে জানানো হয় আমরা সেভাবে বন্যপ্রাণ পাচার রোধে কাজ করি।
>
> **ভাস্কর জেভি**
> মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ)

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মধ্যপ্রদেশ টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। অভিযুক্তের এই চত্বরে অনেক বেশি সোর্স থাকায় এসএসবি'র সহযোগিতা নেওয়া হয়। অভিযুক্তকে সিকিম থেকে শিলিগুড়ি এনে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে যেতে এসএসবি'র সাহায্য নেওয়া হয় বলে পরিবেশমন্ত্রকের প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মামলায় মোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে ২৭ জনকে ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর নর্মদাপুরমের আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে নেপাল-তিব্বত-ভুটান এবং ভারতে মূলত বাঘের দেহাংশ পাচারে সে-ই ছিল 'মাস্টারমাইন্ড' বলে জানা গিয়েছে।

প্রথমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করল ফিফা। শুক্রবার।

রঞ্জনের মেয়েকে পুরনিগমে চাকরি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : পুরনিগমে চাকরি পেয়েছেন কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার মেয়ে। আর সেটা নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে জলঘোলা হচ্ছে। শাসকদলে থেকেও কার্যত বিরোধীদলের কাউন্সিলারের মতো ভূমিকা নেওয়া রঞ্জনকে শান্ত করতেই কি তাঁর মেয়েকে চাকরি দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন উঠছে। কেউ আবার বলছেন, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় প্রার্থী হলে রঞ্জনকে প্রয়োজন ধরে নিয়েই নিজের ভিত শক্ত করছেন মেয়র গৌতম দেব।

এটা ঠিক যে, যোগ্যতার নিরিখে কেউ চাকরি পেতেই পারেন। কিন্তু গত দু'মাস ধরে রঞ্জনের নীরবতা, মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়া এবং কিছুটা রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালনের ঘটনাগুলিই চর্চায় চলে এসেছে। মেয়র বলেছেন, 'সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসএই) পদে দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। যোগ্যতার ভিত্তিতেই দুজন চাকরি পেয়েছেন।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে দুজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) নিয়োগের জন্য ২২ সেপ্টেম্বর ইন্টারভিউ হয়েছিল। মোট ৫৫ জন ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিলেন। সেখান থেকে দুজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের রঞ্জন শীলশর্মার মেয়ে রিয়া শীলশর্মা রয়েছেন। তিনি শুক্রবার ১ নম্বর বরোতে কাজে যোগ দিয়েছেন।

কাউন্সিলারকে হাতে রাখার কৌশল

শিলিগুড়িতে গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ড গঠন হওয়ার পর থেকে যে দুজনকে নিয়ে শাসকদল সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়েছে তাঁরা হলেন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন এবং কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। এই রঞ্জনকে ম্যানেজ করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়রের কাছে। তিনি একাধিকবার সাংবাদিক বৈঠকে অস্বস্তির কথা স্বীকার করেছেন।

এহেন রঞ্জন দু'মাস ধরে রক্ষণাত্মক ভূমিকায়। বোর্ড সভাতেও তাঁকে কার্যত নীরব দেখা যাচ্ছে। এর মাঝেই ৩০ নভেম্বর পুরনিগমে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) পদের চাকরিপ্রাপকদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে রঞ্জনের মেয়ের নাম রয়েছে। রঞ্জন বলেছেন, 'এটা তো করণিক বা অন্য সাধারণ পদে নিয়োগ নয় যে যাকে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এটা ইঞ্জিনিয়ারের পদ। যার যোগ্যতা রয়েছে সেই চাকরি পাবে।' গৌতম ও রঞ্জন যাই বলুন না কেন, সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে এই চাকরির ইস্যু যোগ করে দলের অন্দরেই ভিন্ন মত উঠে আসছে। কেউ বলছেন, গৌতম দেব ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে প্রার্থী হতে পারেন। সেখানে রঞ্জনকে তাঁর প্রয়োজন। পাশাপাশি পুর বোর্ডেও রঞ্জন যেভাবে প্রতিটি বোর্ড সভায় তাঁকে নাস্তানাবুদ করছেন সেখানেও রঞ্জনকে নিরস্ত্র করা প্রয়োজন ছিল। দিলীপ বর্মনকে মেয়র পারিষদ পদ থেকে সরানো হলে সেই জায়গায় রঞ্জনই দায়িত্ব পাবেন এমন আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

চোর বটে, কিন্তু রুটিন মেনে

কানাডার হ্যামিল্টনে এক চোর যা করেছে, তাতে যাত্রীরা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারেনি! এক ড্রাইভার বাসটা চালু রেখে একটু দূরে গিয়েছিলেন, আর সেই ফাঁকে এক লোক বাসে উঠে সোজা চালকের আসনে! কিন্তু পালানোর বদলে, সে দিব্যি বাসের রুট ধরে চালাতে শুরু করল! শুধু তাই নয়, প্রতিটা স্টপে সে নিয়ম করে থামছে, দরজা খুলছে, যাত্রীদের তুলছে, এমনকি টিকিট চেক করে একজন মেয়াদ উত্তীর্ণ পাশধারীকে ভাড়ার বাক্সে টাকা দিতেও বলেছিল! যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে দেখছে- এই লোকটা চুরি করে পালানোর বদলে কেমন 'ডিউটি' পালন করছে! বাসের রুটিন চোরকে দিয়েও মানানো যায়, এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে দিল।

১৪ বছরের রাজত্ব শেষ, আইফোনই বস

১৪ বছর ধরে স্মার্টফোন বাজারের 'বস' ছিল স্যামসাং, কিন্তু সেই সিংহাসন এবার নড়তে চলেছে! টেক-বাজারের খবর, ২০২৫ সালে অ্যাপল অবশেষে স্যামসাংকে পিছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হতে চলেছে। বিশেষ করে আইফোন ১৭ সিরিজের অবিশ্বাস্য বিক্রি অ্যাপলকে এই সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাচ্ছে। একসময় কম দামে নানা মডেল এনে স্যামসাং বাজারের দখল রেখেছিল, কিন্তু এখন চিনা নির্মাতারা সস্তায় দারুণ ফোন এনে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করেছে। ফলে স্যামসাংয়ের বাজার বাড়ছে ধীরগতিতে, আর অ্যাপলের গ্রাফ লাফিয়ে উপরে উঠছে। বাজারের এই খেলাটা সত্যিই দেখার মতো। পুরোনো সম্রাট বিদায় নিচ্ছে, আর নতুন মহারাজা তৈরি!

দ্বীপে বাড়ি? সঙ্গে টাকা ফ্রি

আয়ারল্যান্ডের সরকার এক দারুণ লোভনীয় অফার নিয়ে এসেছে - যাঁরা দেশের দূরবর্তী দ্বীপগুলোতে গিয়ে থাকবেন, তাঁরা বাড়ি কেনা বা মেরামতের জন্য ৮৪,০০০ ইউরো পর্যন্ত অনুদান পাবেন! অর্থাৎ, থাকার জায়গা এবং টাকা, দুটোই ফ্রি! তবে শর্ত একটাই- আপনাকে পরিত্যক্ত বা খালি বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করতে হবে। কারণটা সোজা- এই দ্বীপগুলো জনশূন্য হতে চলেছে, তাই নতুন বাসিন্দা টেনে সেখানকার জীবনযাত্রা চাঙ্গা করতে চাইছে সরকার। এই টাকাটা কেবল ক্যাশ নয়, এটা আপনার স্বপ্নের বাড়িটাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা সুযোগ। প্রকৃতির মাঝে শান্তির খোঁজে যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য এর চেয়ে ভালো 'ডিল' আর কী হতে পারে!

সবজির বাস, বুড়োদের হাসিখুশি নিবাস

ডেনমার্ক সরকার এক দারুণ মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে - তারা পুরোনো বাসগুলোকে বানিয়ে ফেলেছে চলন্ত মুদিখানা বা 'সবজি বাস'! যাঁরা বয়স্ক বা গ্রামের দিকে থাকেন, সুপার মার্কেট যেতে কষ্ট হয়, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা। বাসগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে ভেতরে হুইলচেয়ার নিয়েও ঢোকা যায়। ভেতরে ফ্রিজ, তাক- সবই আছে, তাতে তাজা ফল, সবজি ও পাউরুটি সাজানো। এই বাসগুলো নির্দিষ্ট রুট মেনে চলে। মজার ব্যাপার হল, গরম বা শীতেও আরামের ব্যবস্থা আছে। এটা শুধু বাজার করার সুবিধা দেয় না, বরং একাকিত্বে ভোগা বয়স্ক মানুষজন এই অজুহাতে একসঙ্গে দেখা করে গল্প করার সুযোগ পায়।

ফের রেপো রেট কমাল আরবিআই

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : সব পূর্বাভাস ছাপিয়ে ঊর্ধ্বমুখী জিডিপি। এদিকে নামছে মুদ্রাস্ফীতির রেখচিত্র। জোড়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে এবার রেপো রেট ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। শুক্রবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তরফে রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। এর ফলে তা ৫.৫ শতাংশ থেকে কমে হল ৫.২৫ শতাংশ। চলতি বছর এই নিয়ে ৪ বার (মোট ১২৫ বেসিস পয়েন্ট) রেপো রেট কমাল আরবিআই।

রিজার্ভ ব্যাংক যে হারে অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে ঋণ দেয় তাকে রেপো রেট বলে। রেপো রেট পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ে বিভিন্ন ব্যাংকের দেয় ঋণ এবং স্থায়ী আমানতে প্রদত্ত সুদের হারে। অর্থাৎ, আরবিআই রেপো রেট কমালে ব্যাংকগুলি তাদের গাড়ি-বাড়ির ঋণের সুদ হ্রাস করার সুযোগ পায়। কমে যায় মাসিক কিস্তির পরিমাণ। একইভাবে স্থায়ী আমানতে সুদ কমায় এই খাতে সঞ্চয় বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়। এদিন আরবিআই রেপো রেট কমানোয় স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন ধরনের ঋণে সুদ কমার সম্ভাবনা বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবে খুশির হাওয়া বাড়ি, ফ্ল্যাট, গাড়ির ক্রেতাদের মধ্যে। অন্যদিকে, স্থায়ী আমানতের সুদের ওপর নির্ভরশীলরা, যাঁদের বড় অংশ প্রবীণ, তাঁদের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, জিডিপির চড়া বৃদ্ধির পরেই রেপো রেটে আরও একদফা ছাঁটাই কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। একইসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিও এখন তলানিতে।

এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি রিজার্ভ ব্যাংক। এর ফলে আবাসন শিল্পে গতি আসবে। চাঙ্গা হবে ভারতের গাড়ি বাজার। কর কাঠামোয় সংস্কারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর যে উদ্যোগ অর্থমন্ত্রক নিয়েছে, তাতে গতি আনবে আরবিআইয়ের রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত।

পাঁচটি দুর্ঘটনার বলি ৩

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানাল রোডে ভুল দিক দিয়ে বাইক চালাচ্ছিলেন তিনি। একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি পড়ে যান বাইক থেকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মনোজকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ির ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমরা আরও সতর্কতা অবলম্বন করছি। প্রয়োজনে আরও গার্ডরেল, স্পিডব্রেকার বসানো হবে। শীতের রাতে সতর্কতার আরও বেশি প্রয়োজন। আমাদের ফোর্স ছিল রাস্তায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের দেবেন্দ্রপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে ছোট চার চাকা গাড়ি ও মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন দুই ভাই। তাঁদের নাম মিঠুন দাস (২৯) ও লিটন দাস (২৭)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যদিনের মতো বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থেকে কাজ সেরে মোটর সাইকেল নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে বেলাকোবা হয়ে বটতলা-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কে দিয়ে কেবলপাড়ায় বাড়ি ফিরছিলেন দুই ভাই। অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ছোট চার চাকা গাড়ি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। চার চাকা গাড়িটি ছিটকে রাস্তার পাশে থাকা একটি বেসরকারি স্কুলের সীমানা প্রাচীরে এরপর ধাক্কা মারে। অন্ধকারের সুযোগে গাড়ির চালক পালিয়ে যান। গুরুতর আহত হন দুই ভাই। খবর পেয়ে রাতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। আহতদের রাজগঞ্জ মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। তাঁদের পরিবার আহতদের শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়েছেন। তাঁদের অবস্থা সংকটজনক।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওদলাবাড়ির তারঘেরার জঙ্গলের রাস্তায় ফেরার পথে দুই তরুণকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ওদলাবাড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপাল কুহেলি দাস। তিনি ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক দীপকরঞ্জন দাসের স্ত্রী। জঙ্গলের মাঝামাঝি হাতিদের করিডর হিসাবে চিহ্নিত চিড়াভিজা সেতুর কাছে রাস্তার ধারে রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে উলটে যাওয়া বাইকের পাশে পড়ে থাকা দুই তরুণকে দ্রুত ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান কুহেলি দাস। তবে গুরুতর জখম বাপি রায় (২৪)-কে বাঁচানো যায়নি।

কুহেলি বলেন, 'গতকাল বিকেলে বিশেষ কাজে কাঠামবাড়ি গিয়েছিলাম। ফেরার সময় জঙ্গলে ওই দুই তরুণকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখে হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণীর কথা মাথায় আসেনি। মাথায় ঘুরছিল, কত তাড়াতাড়ি দুজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারব। গাড়িচালকের সহযোগিতায় দুজনকে দ্রুত ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছে দিই। তাঁদের মধ্যে এক তরুণকে বাঁচানো যায়নি।'

ওদলাবাড়ির আইটিআই কলোনির বাসিন্দা বাপি ও তাঁর বন্ধু মাধব রায় গতকাল বিকেলে গজলডোবার ভোরের আলোয় বেড়াতে গিয়েছিল। মাধব শুক্রবার বলেন, 'কাঠামবাড়িতে বন দপ্তরের চেকপোস্টের কাছে চা খাওয়ার পর থেকে বাপি বাইক চালাচ্ছিল। মাথায় হেলমেট ছিল না। চিড়াভিজা সেতুর কাছে হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ধারের রেলিংয়ে জোরে ধাক্কা মেরে উলটে যায়।

শুক্রবার ভোরে ধূপগুড়ির ওভারব্রিজ লাগোয়া এলাকায় দুটি লরির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দুই লরির চালকই বেশ কিছুক্ষণ চালকের আসনে আটকে ছিলেন। পরে ট্রাফিক গার্ড ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরী বলেছেন, 'শীতের রাতে এবং ভোরে চালকদের চা পান করিয়ে ঘুম কাটানোর উদ্যোগ আগেও নেওয়া হয়েছে। এমনকি ঘুমে চোখ লেগে যাওয়ার আগে গাড়ি রাস্তার নিরাপদে রেখে বিশ্রাম নিয়ে ফের গন্তব্যের দিকে এগোনো উচিত। এতে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।'

পুড়ল পুলকার

সোনাপুর, ৫ ডিসেম্বর : রোজকার মতোই শুক্রবার স্কুল ছুটির পর পুলকারে চেপে ফিরছিল চারজন পড়ুয়া। হঠাৎ ধোঁয়া বেরোতে দেখে গাড়ি দাঁড় করান ড্রাইভার। পড়ুয়াদের বাইরে আনেন। তার খানিকক্ষণের মধ্যেই চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে পুলকারটি। নিমতি-পাটকাপাড়া সড়কে দুপুর একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। যদিও ঘটনায় কারও কোনওরকম ক্ষতি হয়নি।

হাত ছেড়ো না বন্ধু...

প্রথম পাতার পর

যা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মোদি-পুতিন আলোচনার পর ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে মোট ২৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলি মূলগতভাবে সামরিক প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক অংশীদারি বৃদ্ধিকে নজরে রেখে করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি পুরোনো প্রতিরক্ষা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ও ভারতে যৌথ সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া থেকে ভারতে অত্যাধুনিক এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা সরবরাহ অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। পারমাণবিক শক্তি এবং কয়লা উত্তোলনে দু'দেশ যৌথ বিনিয়োগে রাজি হয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে উভয়পক্ষ একটি নতুন 'ইন্টার-গভর্নমেন্টাল কমিশন ফর ট্রেড অ্যান্ড ইকনমিক কোঅপারেশন' গঠনে সম্মত হয়েছে। গোটা ঘটনাপ্রবাহ ভারত-রাশিয়ার তরফে আমেরিকা তথা পশ্চিমী বিশ্বকে বার্তা বলেই কূটনৈতিক মহল মনে করছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণার পর যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত-রাশিয়ার দীর্ঘ এবং বিশ্বস্ত সম্পর্কের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'এই সম্পর্ক শুধু ইতিহাস নির্ভর নয়, বরং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপরিহার্য।' অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের সঙ্গে রাশিয়ার প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে যুক্ত করার ওপর জোর দেন। দু'দেশের বাণিজ্যের ৯৬ শতাংশই যে মার্কিন ডলারের পরিবর্তে টাকা এবং রুবলে হয়েছে, সেকথাও পুতিন মনে করিয়ে দিয়েছেন।

২০৩০ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা কর্মসূচিতে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শুধু সামরিক সরঞ্জাম কেনাবেচার বদলে ভারতে সামরিক গবেষণা এবং যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করা রয়েছে। এছাড়া বিষয়গুলি হল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কুডানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা এবং রাশিয়ার সহায়তায় আরও নতুন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা, চেন্নাই বন্দর এবং রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক বন্দরের মধ্যে সমুদ্রপথে সংযোগ (চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্তক মেরিটাইম করিডর) এবং দু'দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির প্রসার ঘটানো।

এদিন সকালে পুতিনকে সঙ্গে নিয়ে মোদি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে দুই নেতা রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান।

ইতিহাসের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা

আজও ভারতের ভরসা রোকো

২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর বার্বাডোজে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

ভাইজ্যাগ, ৫ ডিসেম্বর : টস নিয়ে টেনশন। শিশির নিয়ে আতঙ্ক!

অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেট। অস্তিত্বের সংকটে বললেও ভুল হবে না খুব একটা।

'ঘরের মাঠে বাঘ' অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই তকমা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজ সেই তকমা ধরে টানাটানি শুরু করেছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, জোড়া টেস্টে হারের পর এবার একদিনের সিরিজেও গেল গেল রব উঠেছে। রাঁচিতে কোনওরকমে জয় এসেছিল। রায়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা টেস্টের পর একদিনের সিরিজও জিততে এসেছে ভারত সফরে। সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, ৩৫০ বা তার বেশি রানও নিরাপদ নয় একদিনের সিরিজে।

শনিবার ভাইজ্যাগের মাঠে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচের ফল কী হবে? আপাতত এই প্রশ্নে 'খেঁটে ঘ' ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। বিরাট কোহলি সিরিজের দুইটি একদিনের ম্যাচেও শতরান করেছেন। কিন্তু তারপরও জোড়া ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতা হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। বরং বিরাট শতরান করলেই ভারত ম্যাচ জিতে নেবে অনায়াসে, এমন ধারণাকেও ধাক্কা দিয়েছেন টেম্বা বাভুমারা। এমন অবস্থায় আগামীকাল সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ভরসা বলতে সেই রোকো জুটি। কোহলি জোড়া শতরান করলেও রোহিতের ব্যাটে এখনও বড় রান নেই। যদিও পরিসংখ্যান টিম ইন্ডিয়ার জন্য স্বস্তির। কারণ, ভাইজ্যাগের মাঠ বিরাটের জন্য 'পয়া'। ভাইজ্যাগের মাঠে একদিনের ক্রিকেটে বিরাটের চারটি শতরান রয়েছে। টেস্টে রয়েছে একটি।

আগামীকাল কি কোহলির শতরানের সংখ্যা বাড়বে? চলছে চর্চা।

তার মধ্যেই আজ আরও একটি পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ১৯৮৬-'৮৭ সালে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষবার টেস্ট ও একদিনের সিরিজে হেরেছিল ভারত। ৩৯ বছর আগের সেই ইতিহাস ভেঙে নয়া নজির গড়ার হাতছানির সামনে বাভুমারা। আগামীকাল শেষ একদিনের ম্যাচের আগে নান্দ্রে বার্গার ও টনি ডি জর্জির হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট চাপে ফেলে দিয়েছে বাভুমাদেরও। তাঁদের ফিট করে খেলানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে খবর। যদিও সম্ভাবনা কম। বার্গারদের পরিবর্ত কে বা কারা হন, সেদিকে নজর থাকবে আগামীকাল।

হিসেব কষা ব্যাটিংয়ে মিডল অর্ডারে ভারতের চাপ বাড়াচ্ছেন ম্যাথু ব্রিৎজকে।

ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের মনোভাবের কথা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'শেষ ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছে পুরো দল।' প্রোটিয়াদের মিডল অর্ডার ব্যাটার ম্যাথু ব্রিৎজের গলায়ও আজ শোনা গিয়েছে সিরিজ জয়ের হুংকার। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'দল হিসেবে আমরা তৈরি যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য। আমাদের দলের যা ভারসাম্য ও গভীরতা তারপর ভারতের মাটিতে ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের ভাবনায় ভুল নেই।'

দুই দলেরই সিরিজ জয়ের মঞ্চে রয়েছে রোকো জুটিকে নিয়েও চর্চাও। বিরাটের সঙ্গে রায়পুর ওডিআইয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও শতরান করেছিলেন। কিন্তু দল জেতেনি। লোকেশ রাহুল দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে হারের পর দলের বোলারদের কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। সঙ্গে ভিলেন হিসেবে হাজির হয়েছিল ফিল্ডিং। ভারতীয় দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, সন্ধ্যার শিশিরে ফিল্ডিং করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কিছুতেই মেটানো যাচ্ছে না। টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ রায়ান টেনও শিশির সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন আজ। সঙ্গে রয়েছে ভারত অধিনায়কের টস হারের দুর্দান্ত রেকর্ডও। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, আগামীকাল ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে কোনও বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই। দলে পরিবর্তন না হলেও রোকোরা কি পারবেন তাঁদের সতীর্থদের থেকে সেরাটা বার করে এনে একদিনের সিরিজ জিততে?

প্রশ্নের জবাবের জন্য আগামীকাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তার আগে ভাইজ্যাগের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজের পাশে সন্ধ্যার শিশির ভারতীয় দলের টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যেই চলছে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের পাশে কোহলির শতরানের হ্যাটট্রিকের জল্পনাও।

প্রশ্ন একটাই, কোহলি যদি আগামীকাল ফের শতরান করেন, দলের রান ৩৫০-এর উপর পৌঁছে দেন, পরে অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, কুলদীপ যাদবরা সেই রান ধরে রাখতে পারবেন তো?

'দুইজনের জন্য স্পেশাল ছিল'

বিরাটকে নিয়ে টি২০ বিশ্বকাপের স্মৃতিরোমন্থন রোহিতের

ভাইজ্যাগ, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন একসঙ্গে।

জুটিতে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পূরণ ২০২৪। রক্তচাপ বাড়ানো ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে উৎসবে মেতেছিল গোটা দেশ। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আবেগঘন উচ্ছ্বাস। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরা, বারবার একফ্রেমে ধরা দেওয়া থেকে ডান্ডিয়া খেলা-ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় দৃশ্য।

মাঝে লম্বা সময় অতিক্রান্ত। যদিও বার্বাডোজ স্টেডিয়ামের খেতাবি যুদ্ধের সেই রাতের কথা ভাবলে এখনও উত্তেজনা অনুভব করেন রোহিত। অনুভব করেন জয়ের পর বিরাটের আবেগভরা আলিঙ্গন। ভাইজ্যাগে ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচের আগে আইসিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই আবেগ সমর্থকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন হিটম্যান।

বছর ঘুরলে ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ। কুড়িকুড়ি থেকে অবসর নিলেও অন্য ভূমিকায় রোহিত (বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর)। আপাতত ওডিআই সিরিজের চ্যালেঞ্জ। তার মাঝেই রোহিত বলেছেন, 'আমাদের দুইজনের ওপরই প্রত্যাশার চাপ ছিল। সবার দাবি ছিল বিশ্বকাপ জয়। দলের বাকিরাও জয়ের জন্য মরিয়া ছিল। সিনিয়ার শব্দ ব্যবহার অপছন্দ হলেও বাস্তব হল, দলের সবচেয়ে 'সিনিয়ার' সদস্য ছিলাম আমরাই। ফলে প্রত্যাশাও বেশি। লক্ষ্যপূরণের পর আবেগ তাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি আমরা।'

> দীর্ঘদিন ধরে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছি। শুধু আইপিএলে এক টিমে খেলার সুযোগ হয়নি। বিরাট যখন ভারতীয় দলে প্রথমবার আসে, দলে আমার সবে এক বছর হয়েছে। ২০২৪ বিশ্বকাপের আগে দুইজনকেই অনেক হতাশার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জানতাম এটাই শেষ বিশ্বকাপ। -রোহিত শর্মা

বিরাট আর রোহিত প্রায় সমসাময়িক। হিটম্যান বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছি। শুধু আইপিএলে এক টিমে খেলার সুযোগ হয়নি। বিরাট যখন ভারতীয় দলে প্রথমবার আসে, দলে আমার সবে এক বছর হয়েছে। ২০২৪ বিশ্বকাপের আগে দুইজনকেই অনেক হতাশার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জানতাম এটাই শেষ বিশ্বকাপ। তাই এই সাফল্য বিশেষ ছিল আমাদের জন্য।' শেষ টি২০ বিশ্বকাপের জেতার সুযোগ তাই কোনওভাবে হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না রোহিত-বিরাটরা। মরিয়া তাগিদের ফল-দক্ষিণ আফ্রিকার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ফাইনালে অবিশ্বাস্য জয়। ২০০৭ সালের পর বারবার টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার আক্ষেপ মুছে সেরার শিরোপা। আর সেই স্মরণীয় মুহূর্তে আবেগের প্রতিফলন রোকোর আলিঙ্গনের দৃশ্যে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

তৃতীয় ওডিআই আজ

সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : ভাইজ্যাগ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

পুদুচেরি ম্যাচেও নেই শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : জোড়া জয় দিয়ে শুরু। মাঝে পাঞ্জাব ম্যাচে আচমকা ছন্দপতন। সেই ধাক্কা সামলে ফের জোড়া জয়।

হিমাচলপ্রদেশ ও সার্ভিসেসকে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলির এলিট গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা। ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। কিন্তু এখনই থামলে চলবে না। সামনে আরও ম্যাচ রয়েছে। আসন্ন ম্যাচগুলিকে ফাইনাল ভেবে মাঠে নামতে হবে। সেই লক্ষ্যেই শনিবার পুদুচেরির বিরুদ্ধে খেলতে নামছে টিম বাংলা। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার দলে ছিলেন না অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। বৃহস্পতিবার কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন শাহবাজ। শুক্রবার শাহবাজের হায়দরাবাদ ফেরার কথা ছিল। কিন্তু দেশজুড়ে ইন্ডিগো বিমানের

সৈয়দ মুস্তাক আলি

অচলাবস্থার কারণে রাত পর্যন্ত হায়দরাবাদ ফেরা হয়নি তাঁর। ফলে আগামীকাল পুদুচেরির বিরুদ্ধেও নেই শাহবাজ। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শাহবাজ বিমান বিভ্রাটে আটকে গিয়েছে। হায়দরাবাদ ও কবে ফিরতে পারবে, এখনও জানি না। কালকের ম্যাচে ওর খেলার সম্ভাবনা নেই। যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই চলতে হবে।' গতকাল ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন মহম্মদ সামি। চার উইকেট নিয়ে স্বপ্নের বোলিং করে ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে চমকে দিয়েছিলেন তিনি। এহেন সামি আগামীকাল সকালের ম্যাচে ফের বাংলার ভরসা হতে চলেছেন। বাংলার প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'আগামীকাল সকাল নয়টায় খেলা শুরু। তার আগে পিচ দেখে প্রথম একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব আমরা।'

আর্চার-রুটের নয়া নজির

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে চাপ বাড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড-৩৩৪
অস্ট্রেলিয়া-৩৭৮/৬
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

ব্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বর : প্রথম দিন সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর।

মিচেল স্টার্ক বনাম জো রুটের দ্বৈরথে ব্যাট-বলের জমাটি দ্বৈরথের সাক্ষী ছিল ব্রিসবেনের গাব্বা স্টেডিয়াম। দ্বিতীয় দিনেও লড়াই জারি। তবে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের দৌলতে দিনের শেষে অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়া।

ইংল্যান্ডের ৩৩৪-এর জবাবে অজিরা ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান তুলেছে। হাতে ৪ উইকেট, লিড ৪৪। লিডটা শনিবার তৃতীয় দিনে যত বেশি হবে, চাপ বাড়বে ইংল্যান্ডের। দ্বিতীয় দিনে গাব্বা টেস্টের স্ক্রিপ্ট কিছুটা বদলে যাওয়ার নেপথ্যে অজি ব্যাটারদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং।

শুক্রবার ৭৩ ওভার ব্যাট করে ৩৭৬ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। ওভার পিছু ৫.১৭! শুরু থেকে শেষ, প্রতিপক্ষের যে পালটা মারের সামনে ব্রাইডন কার্স (১১৩/৩) ও অধিনায়ক বেন স্টোকস (৯৩/২) ছাড়া বাকি ইংরেজ বোলাররা কার্যত দর্শক। অন্তিম সেশনে তিন উইকেট এলেও অজিদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ব্রেক লাগানো যায়নি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা। গোটা পাঁচেক ক্যাচ ফেলেন তাঁরা।

ট্রাভিস হেডের (৪৩ বলে ৩৩) ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সূচনা করে দিয়ে যান। যে আগ্রাসন বজায় রাখেন অপর ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ড (৭২), মার্নাস লাবুশেন (৬৫), স্টিভেন স্মিথরা (৬১)। ফলে প্রথম সেশনে ইংল্যান্ডকে ৩৩৪ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর ২১ ওভার ব্যাট করে ১৩০/১ স্কোরে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া।

মাঝের সেশনে ইনিংসের গতি কিছু কমলেও আরও ৯৮ রান যোগ করেন স্মিথরা। দিনরাতের টেস্টে অন্তিম সেশনে একেবারে গিয়ার বদল।

অর্ধশতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার নতুন ওপেনার জেক ওয়েদারাল্ড।

ফলস্বরূপ, ২২৮/৩ থেকে ৩৭৬/৬ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া। ক্যামেরন গ্রিন (৪৫), অ্যালেক্স ক্যারিরা (৪৬) বিন্দুমাত্র রেয়াত করেননি বোলারদের। ফলে কেউ তিন অঙ্কের রানে না পৌঁছোলেও দলের স্কোর চারশো ছুঁইছুঁই। ক্যারির সঙ্গে ক্রিজে আছেন মাইকেল নেসের (১৫)। এর আগে গতকালের ৩২৫/৯ স্কোর থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩৪-এ শেষ হয়। ৩৮ রানে ব্রেন্ডন ডগেটের শিকার হয়ে ফেরেন এগারো নম্বর ব্যাটার জোফ্রা আর্চার। ১৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন জো রুট। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম শতরানের হাত ধরে শচীন তেন্ডুলকারের (১৫৯২১ রান) সঙ্গে ব্যবধান আরও কিছুটা কমিয়ে নিলেন দ্বিতীয় স্থানে থাকা রুট (১৬০টি টেস্টে ১৩৬৮৯)।

নজির গড়েন আর্চারকে নিয়েও। দশম উইকেটে ৭০ রান যোগ করেন দুইজনে। ১৯৫১ সালের পর অ্যাসেজ সফরে দশম উইকেটে এটাই ইংল্যান্ডের সবাধিক রানের জুটি।

চেনা জগতে অমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জ্বর-সংক্রমণ দুটোই নেই। তাই শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির বিশিষ্ট টেবিল টেনিস কোচ অমিত দামকে। এরপরই কিছুটা সময় বাড়িতে কাটিয়ে তিনি সাড়ে ৩টা নাগাদ শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে পৌঁছে যান। সাড়ে চারদিন হাসপাতালে কাটিয়ে আসা ৭৫ বছরের অমিত চেনা মেজাজে ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলন দেখেন। তাঁর উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ফিরিয়েছে বলে অ্যাকাডেমি সূত্রে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে অমিত দাম।

সুন্দরকে নিয়ে অশ্বীনের কাঠগড়ায় গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ব্যাটিং অর্ডারে নমনীয়তা প্রয়োজন।

ম্যাচ পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য, স্বচ্ছ ভাবনা থাকা দরকার। নাহলে বুমেরাং। ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে ঠিক সেই কথাই গৌতম গম্ভীরদের মনে করিয়ে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের অভিযোগ, ভারতীয় দলে সুন্দরের ভূমিকাটা ঠিক কী, তা পরিষ্কার নয়।

দলের পাশাপাশি যার খেসারত দিচ্ছেন স্পিন-অলরাউন্ডার নিজেও। কখনও তিন নম্বরে তো কখনও সাত-আটে ব্যাটিং করতে নামছেন। বোলিং পরিকল্পনাতেও সুন্দরের ভূমিকা স্বচ্ছ নয়। ফল চলতি সিরিজে। দুই ম্যাচে নামের পাশে ১৩ ও ১। মাত্র সাত ওভার বল করে উইকেটহীন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আরও বলেছেন, 'ওয়াশিংটন সুন্দরকে যখন খেলাচ্ছো, তখন ওকে

বিরাট ইনিংসে মুগ্ধ ফ্লাওয়ার

বোলার হিসেবে দেখা উচিত, যে ব্যাটও করতে পারে। পুরো ১০ ওভার বল দেওয়া হোক। তাহলে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ২-৩ ওভার বোলিং পেলে সুন্দর খেই হারাবে। নিজের ভূমিকা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হবে। দল, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত, ওকে যা পরিষ্কার করে দেওয়া।'

প্রথম দুই ওডিআই ম্যাচে ডেথ ওভার ব্যাটিং হতাশ করেছে। প্রত্যাশামাফিক ফিনিশ হয়নি। অশ্বীন যা তুলে ধরে বলেছেন, 'দুই ম্যাচে ফিনিশ ঠিকঠাক হয়নি। হার্দিক পান্ডিয়া নেই। নীতীশ কুমার রেড্ডির মতো পাওয়ার হিটারকে কেন খেলাল না, বোধগম্য নয়। জানি না, ফিনিশারের ভূমিকায় ওদের ভাবনায় ঋষভ পন্থ আছে কিনা। বাস্তব হল, ডেথ ওভারে যে ধাক্কা দেওয়া দরকার, তা দেখা যায়নি। বাড়তি স্পিন-অলরাউন্ডারের বদলে একজন পেস-অলরাউন্ডার খেলানোর কথা ভাবা যেতেই পারে।'

বিরাট কোহলি অবশ্য দুরন্ত ফর্মে। সিরিজের পারদ চড়িয়েছেন জোড়া সেঞ্চুরিতে। টিভিতে যে বিরাটকে দেখে উচ্ছ্বসিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। বলেছেন, 'শেষ দুই ওডিআই ম্যাচ দেখা উপভোগ করেছি। পুরো ম্যাচ দেখার সময় বের করতে পারিনি। কিন্তু যতটুকু দেখেছি, দুর্দান্ত লেগেছে। টানা ম্যাচের মধ্যে নেই। কম ম্যাচ খেলে। তারপরও যে দাপট, রানের খিদেটা দেখলাম, প্রশংসার দাবি রাখে।'

চাপে থাকা গৌতম গম্ভীরের পাশেও দাঁড়ালেন। ফ্লাওয়ারের কথায় খেলোয়াড় ও কোচ গম্ভীরের প্রতি বরাবরই তিনি শ্রদ্ধাশীল। ভারতীয় দলের হেডকোচের

ব্যাট হাতে ওয়াশিংটন সুন্দরের টানা ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে গৌতম গম্ভীরের।

সঙ্গে লখনউ সুপার জায়েন্টসের থাকার সময় কাজ করা উপভোগ করেছেন। মেন্টর হিসেবে গম্ভীরের ইতিবাচক মানসিকতা দলকে প্রভাবিত করেছিল।

ভারতীয় দলের টেস্ট ব্যর্থতা নিয়ে যেভাবে কোচকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে তা উচিত নয় বলে মনে করেন জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি। ফ্লাওয়ার বলেছেন, 'সব দোষ একজনের কাঁধে চাপানো সঠিক নয়। তাছাড়া ও কখনও দায়িত্ব এড়িয়ে যায় না। তবে দায়িত্ব সবার, কারও একার নয়।' বলার কথা, রবি শাস্ত্রী কয়েকদিন আগে তোপ দাগেন, গম্ভীরের উচিত ব্যর্থতার দায় নেওয়া। তিনি হলে সেটাই করতেন।

পয়েন্ট নষ্ট করে রেফারির সঙ্গে তর্কে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

ইউনাইটেডের ড্র, বিরক্ত অ্যামোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ ডিসেম্বর : শেষবেলায় গোল হজম। জয় হাতছাড়া। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

গত অক্টোবরে প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে জয় ছন্দে ফেরার আভাস দিলেও তা স্থায়ী হয়নি। শেষ পাঁচ ম্যাচে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের জয় একটা, তিনটে ড্র, একটা হার। গোল করলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারছে না রেড ডেভিলরা। ওয়েস্ট হ্যামের সঙ্গে ড্রয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বুঝিয়ে দিলেন, দলের নিয়মিত গোল হজমের অভ্যাসে তিনি বেশ বিরক্ত।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন দিয়েগো ডালোট। এরপরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ৮৩ মিনিটে মুহূর্তের ভুলে গোল হজম। ম্যাচটা জিততে পারলে প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে উঠে আসত ইউনাইটেড। তবে, এই মুহূর্তে ১৪ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান ৮ নম্বরে। ম্যাচ শেষে বেশ বিরক্তির সুরেই অ্যামোরিম বলেছেন, 'অনেক ম্যাচেই দ্বিতীয়ার্ধে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি আমরা। এক্ষেত্রে তা হয়নি। তবুও জিততে পারিনি আমরা। যেভাবে গোল হজম করেছি তা কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়। এটা সত্যিই হতাশাজনক।' দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সেও তিনি যে সন্তুষ্ট নন, বরং ক্ষুব্ধ, ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে তাও স্পষ্ট করে দেন অ্যামোরিম।

নভেম্বর সেরার দৌড়ে শেফালি

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : আইসিসি-র নভেম্বর মাসের সেরা মহিলা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে ঢুকে পড়লেন শেফালি ভার্মা। তিনি ছাড়াও আইসিসি প্রকাশিত তালিকায় আছেন-সংযুক্ত আরব আমিরশাহির এষা ওজা এবং থাইল্যান্ডের থিপাটচা পুত্থাওং। বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথমে ব্যাট হাতে ৭৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংস। পরে বল হাতে তুলে নেন দুই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। শেফালির অলরাউন্ড পারফরমেন্সে বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ভারত।

স্মৃতির ফাঁকা আঙুলে জল্পনা

সাঙ্গলি, ৫ ডিসেম্বর : হতে পারত এক, পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক। ২৩ নভেম্বর সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার বিয়েটা হয়ে গেলে এখন দুইজনের হানিমুনের ছবিতে সামাজিকমাধ্যম ভরে থাকত। কিন্তু ২৩ নভেম্বর সকালে বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, যার জেরে বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়া, পরদিন পলাশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া-একটা দমকা হাওয়া এক নিমেষে স্মৃতির ব্যক্তিগত জীবনকে অনেকটা এলোমেলো করে দিয়েছে। খানিকটা 'ব্যাকফুটে' চলে গিয়েছেন এই তারকা ব্যাটার। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, স্মৃতি-পলাশের বিয়েটা আদৌ হবে তো? থমকে যাওয়া প্রেমের কাহিনী গতি পাবে তো?

টুথপেস্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ভিডিওয় স্মৃতি মান্ধানার আঙুলে দেখা গেল না এনগেজমেন্ট রিং।

বিয়ে স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার প্রথমবার সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেল মান্ধানাকে। বিখ্যাত টুথপেস্ট কোম্পানির সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপনের ভিডিও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন তিনি। যেখানে নেটিজেনদের নজর কেড়েছে, স্মৃতির 'ফাঁকা অনামিকা'! বিষয়টি হল, ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মান্ধানার বাঁ হাতের অনামিকায় এনগেজমেন্ট রিং নেই। তবে ভিডিওটি পলাশ-মান্ধানার বাগদানের আগে শুট করা কি না, তা জানা যায়নি। যদিও নেটপাড়ায় নতুন জল্পনা, পলাশের সঙ্গে বিয়েটা কি বাতিলই করে দিলেন মান্ধানা। এক নেটিজেন লিখেছেন, 'কেন যেন মনে হচ্ছে মান্ধানা কষ্টে রয়েছে। ও হাসছে ঠিকই, কিন্তু ওর চোখ ও আওয়াজ বলে দিচ্ছে, মান্ধানা ভালো নেই। এমনকি এনগেজমেন্ট রিংও পরে আসেনি।' মান্ধানার ব্যক্তিগত জীবন আগামীদিনে কোনদিকে যায়, এখন সেটাই দেখার।

ড্র মোহনবাগানের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৮ এআইএফএফ যুব লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এই নিয়ে টানা দুটি ম্যাচ ড্র করল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। আপাতত গ্রুপ পর্বে ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে মোহনবাগান।

সকার কাপ ফাইনালে মেসি-মুলার দ্বৈরথ

ফ্লোরিডা, ৫ ডিসেম্বর : আরও একবার লিওনেল মেসি-টমাস মুলার দ্বৈরথ।

শনিবার মেজর লিগ সকার কাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ইন্টার মায়ামি-ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস এফসি। কাপ যুদ্ধের ম্যাচটাকে 'পারফেক্ট ফাইনাল' বলে বর্ণনা করেছেন ভ্যাঙ্কুভারের ফুটবলার, তথা জার্মান কিংবদন্তি মুলার।

এই ম্যাচকে সামনে রেখে জার্মান তারকা বলেছেন, 'এটাই চেয়েছিলাম। দুর্দান্ত একটা ফাইনাল হতে চলেছে। এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে আলোচনায় আমি আর মেসি। সেটাই স্বাভাবিক। পুরোনো প্রতিপক্ষদের সঙ্গে দেখা হলে ভালোই লাগে। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছি।'

এদিকে এমএলএস কাপ ফাইনালে মাঠে নামার আগে এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন মেসি। সেখানে পেপ গুয়ার্দিওলার কথা উঠতেই তাঁকে সেরা কোচের তকমা দিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসি বলেছেন, 'অনেক অসাধারণ কোচ

মেজর সকার কাপ ফাইনালের প্রস্তুতিতে লিওনেল মেসি। শুক্রবার।

রয়েছেন। তবে পেপ অনন্য। ওঁর মধ্যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে। তাই আমার চোখে সবার সেরা পেপ।' ২০০৮ থেকে ২০১২ বার্সেলোনায় গুয়ার্দিওলাকে পেয়েছিলেন লিও। ওই সময়ের মধ্যে সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছিল কাতালান জায়েন্টরা। লিও বলেছেন, 'ম্যাচের কৌশল ঠিক করা থেকে ফুটবলারদের সঙ্গে সম্পর্ক, সবেতেই সেরা পেপ।'

গুয়ার্দিওলার সম্পর্কে মেসির মূল্যায়ন, 'বায়ার্নকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাতে না পারলেও জার্মানির ফুটবলের ধরনটাই বদলে দেন পেপ। একই কাজ করেছেন ইংল্যান্ডে। আসলে পেপ দায়িত্ব নিলে শুধু নিজের দলকে বদলান না। সঙ্গে সঙ্গে গোটা লিগে খেলার ধরনটাই বদলে যায়।'

‘ব্রুজোঁর দলের কাছে প্রত্যাশা বেশি’

বলছেন দুই বছর আগে ইস্টবেঙ্গলকে সুপার কাপ এনে দেওয়া কোয়াদ্রাত

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে তাঁর আগমন। দীর্ঘ ১২ বছরের খরা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। সেই মুহূর্ত কার্লোস কোয়াদ্রাতের স্মৃতিতে অমলিন।

আরও একবার সেই সুপার কাপ ফাইনালে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সুদূর স্পেনে বসে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর সঙ্গে অনুভূতি ভাগ করে নিলেন কোয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গল নামটা শুনতেই তাঁর গলা আবেগে জুড়ে এল। বলেছেন, ‘ফাইনালে খেলা সবসময়ই দুর্দান্ত অনুভূতি। শিরোপার এত কাছে, আশা করি ইস্টবেঙ্গল ট্রফি নিয়ে কলকাতায় ফিরবে। ক্লাবকে আমি আজও একইরকম ভালোবাসি।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়, সেই সময়ের ভিডিও প্রায়ই দেখি। প্রতিটি লাল-হলুদ সমর্থক আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তখনই বুঝেছিলাম ট্রফি জয়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

ইস্টবেঙ্গল তো বটেই, ভারতীয় ফুটবল তাঁর নখদর্পণে। এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখছেন? উত্তরে কোয়াদ্রাত বলেছেন, ‘ভারতে ছয় বছরের বেশি সময় কাটিয়েছি। সবসময় ভারতীয় ফুটবলের দিকে নজর রাখি। ইস্টবেঙ্গলের এই দলটা প্রায় নতুন। আমার সময়ের শুধু প্রভসুখান সিং গিল, লালচুংনুঙ্গা, সাউল ক্রেসপো আর নাওরেম মহেশ সিং এখনও নিয়মিত খেলছে। তবে আমি মনে করি জিকসন সিং, নন্দকুমার শেখর বা সৌভিক চক্রবর্তীর আরও সময় পাওয়া উচিত।’ কোয়াদ্রাত জানিয়েছেন, ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলের কাছে প্রত্যাশা আরও বেশি। তাঁর কথায়, ‘ম্যানেজমেন্ট নতুন বিদেশি এবং ব্যয়বহুল ফুটবলারদের এনেছে। তাই সবার প্রত্যাশা বেশি। ফুটবল এমনই! সবকিছু খুব দ্রুত বদলায়।’ বোধহয় অভিমান থেকেই বললেন কথাটা।

তিনি আরও বলেছেন, ‘ভারতীয় ফুটবলে মরশুম এখনও ঠিকভাবে শুরু হয়নি। আর ইস্টবেঙ্গলও প্রকৃত অর্থে পরীক্ষিত হয়নি। আর যখন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে, যেমন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনাল বা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে নানা নাটকীয় পরিস্থিতি দেখা গেছে। বিশেষ করে গোলকিপার পরিবর্তন নিয়ে অযথা বিতর্ক। আমি মনে করি এখনও আসল পরীক্ষা বাকি।’

ফাইনালের আগে ব্রুজোঁর ছেলেদের উদ্দেশে কোয়াদ্রাতের পরামর্শ, ‘প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে শুরু থেকেই। আমরা ওডিশায় ওদের সমর্থকদের সামনে ট্রফি জিতেছিলাম। গোয়ার দলে একাধিক বড় নাম রয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস ইস্টবেঙ্গল এবারও চ্যাম্পিয়ন হবে।’

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ (গ্রুপ বিন্যাস)

গ্রুপ ‘এ’	গ্রুপ ‘বি’	গ্রুপ ‘সি’	গ্রুপ ‘ডি’
মেক্সিকো	কানাডা	ব্রাজিল	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
দক্ষিণ আফ্রিকা	প্লে-অফ থেকে আসা দল	মরক্কো	প্যারাগুয়ে
দক্ষিণ কোরিয়া	কাতার	হাইতি	অস্ট্রেলিয়া
প্লে-অফ থেকে আসা দল	সুইৎজারল্যান্ড	স্কটল্যান্ড	প্লে-অফ থেকে আসা দল

গ্রুপ ‘ই’	গ্রুপ ‘এফ’	গ্রুপ ‘জি’	গ্রুপ ‘এইচ’
জার্মানি	নেদারল্যান্ডস	বেলজিয়াম	স্পেন
কুরাসাও	জাপান	মিশর	কেপ ভের্দে
আইভরি কোস্ট	প্লে-অফ থেকে আসা দল	ইরান	সৌদি আরব
ইকুয়েডর	তিউনিশিয়া	নিউজিল্যান্ড	উরুগুয়ে

গ্রুপ ‘আই’	গ্রুপ ‘জে’	গ্রুপ ‘কে’	গ্রুপ ‘এল’
ফ্রান্স	আর্জেন্টিনা	পর্তুগাল	ইংল্যান্ড
সেনেগাল	আলজিরিয়া	প্লে-অফ থেকে আসা দল	ক্রোয়েশিয়া
প্লে-অফ থেকে আসা দল	অস্ট্রিয়া	উজবেকিস্তান	ঘানা
নরওয়ে	জর্ডন	কলম্বিয়া	পানামা

নিজেদের সরিয়ে রাখল ইস্টবেঙ্গল

লিগ করতে চেয়ে ক্লাব জোটের চিঠি এআইএফএফ-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে এবার দ্রুত লিগ শুরু করার জন্য উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠাল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বেশিরভাগ ক্লাব। শুধুমাত্র ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ সই করেনি এই চিঠিতে।

৮ ডিসেম্বর এআইএফএফের এবং ক্লাবগুলির সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) শেষ হয়ে যাবে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের (এফএসডিএল)। যাকে ক্লাব জোটের এই চিঠিতে ‘কমার্সিয়াল ইমপসিবিলিটি’ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার তিনদিন আগেই এই চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে গত ১১ বছর ধরে এই ক্লাবগুলি ভারতীয় ফুটবলে অর্থ লগ্নি করেছে। যার বিনিময়ে তারা সেন্ট্রাল রেভেনিউ পেয়েছে এসেছে। যা থেকে বেতন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং খেলা চালানোর জন্য যেসব কার্যাবলি করতে হয়, সেই সব করতে পেরেছে ক্লাবগুলি। কিন্তু এমআরএ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন যেমন লিগ পরিকাঠামো সমস্যায় পড়েছে তেমনি এই সব কাজও বাধার মুখে পড়ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের কাছে লেখা চিঠিতে ক্লাবকর্তাদের বক্তব্য, বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে যেন ক্রীড়া দপ্তর ও ফেডারেশন এই বিষয়টির সমাধান করতে উদ্যোগী হয়।

এই চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে, চুক্তি শেষ হয়ে গেলে এবং লিগ শুরু না হলে স্থানীয় স্পনসরদেরও হারাবে ক্লাবগুলি। অথচ প্রতিদিন ক্লাব চালাতে যে টাকাটা তাদের প্রয়োজন। আইএসএল ক্লাব কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের কাছে দ্রুত লিগ শুরু করার জন্য একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। এই বিষয়ে সরকার যেন তাদের সাহায্য করে, সেটা দেখার অনুরোধ করা হয়েছে এআইএফএফের কাছে। সংবিধানের ১.২১, ১.৫৪ ও ৬৩ নম্বর ধারার জন্য যে দরপত্র পেতে সমস্যা হচ্ছে সেই কথা লেখা হয়েছে এদিনের চিঠিতে। দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে নতুন বিপণন সঙ্গী নেওয়ার কাজ সরকারের সাহায্যে এআইএফএফ শুরু করুক, এমন আবেদনই করা হয়। একথাও লেখা হয়েছে যে নতুনকরে দরপত্র চাওয়া হোক এবং সেটা যেন কোম্পানিগুলিকে আকৃষ্ট করতে পারে। লম্বা সময়ের জন্যই যেন সমাধানসূত্র বার করা হয়, সেই কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সবকিছুই যাতে এই মাসের মধ্যে শেষ করা যায়, চিঠিতে সেই অনুরোধ করেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

তবে নতুন করে দরপত্র ডাকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন চলছে, চলতে থাকার মধ্যেই এই মরশুমে স্বল্পমেয়াদী সমাধানসূত্রও জানিয়েছে ক্লাবগুলি। তাদের উদ্যোগেই এবার লিগ চলুক, যেভাবে পৃথিবীর অনেক দেশে চলে। যেখানে এআইএফএফ স্পনসর এবং সম্প্রচারকারী দিয়ে তাদের পাশে থাকবে। এখন দেখার তাদের এই উদ্যোগে ফেডারেশন শামিল হয় কি না। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতের কাছে ক্রীড়া দপ্তর বৈঠকের রিপোর্ট জমা দিতে চলেছে।

হামিদ আহদাদকে নিয়ে চিন্তা বাড়ছে ইস্টবেঙ্গলে।

ফাইনালেও হামিদকে নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ইস্টবেঙ্গল-এফসি গোয়া, সুপার কাপ ফাইনালে দুই দল মিলিয়ে ‘নেই’-এর তালিকাটা বেশ লম্বা।

সেমিফাইনালে লাল কার্ড দেখায় রবিবার ফাইনালে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। উলটোদিকে গোয়ার ইকার গুয়ারেটক্সেনা সেমিফাইনালে মাঠের নামার আগেই রেফারির উদ্দেশে অশালীন ইঙ্গিত করে লাল কার্ড দেখেন। এখানেই শেষ নয়, চোটের জেরে সন্দেশ ঝিংগান প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে। এদিকে ফাইনালে লাল-হলুদের মরক্কান স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

শেষ মুহূর্তে চোট পাওয়ায় সেমিফাইনালের লড়াইয়ে মাঠে নামতে পারেননি হামিদ। ফাইনালে তাঁকে খেলানোর জোর চেষ্টা চালাচ্ছে লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্ট। হামিদকে খেলানো সম্ভব না হলে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের মতো হিরোশি ইবুসুকি ভরসা।

এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে বেশিরভাগ গোলই করছেন মাঝমাঠ, উইংয়ের ফুটবলাররা। কখনও ডিফেন্ডাররাও গোল করছেন। যদিও স্ট্রাইকারদের গোল না পাওয়া নিয়ে চিন্তিত নন লাল-হলুদের সহকারী কোচ বিনো জর্জ। তিনি বলেছেন, ‘সবাই গোল করছে। এর থেকেই প্রমাণিত আমাদের দলে যে কেউ গোল করার ক্ষমতা রাখে। এটা বাকি ফুটবলারদেরও উজ্জীবিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।’

উলটোদিকে এফসি গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, ‘ইস্টবেঙ্গল দলে কয়েকজন দারুণ ফুটবলার রয়েছে। তবে লাল কার্ড থাকায় ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল কোচ ডাগআউটে থাকতে পারবে না। আর আমাদের ঘরের মাঠে খেলা। সেটা আমাদের সুবিধা।’

শাহরুখের পরামর্শে অবসরে রাসেল

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ১১ বছরের সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্ক শেষ হয়েছে দিন কয়েক আগে। কিছুটা আচমকাই।

কলকাতা নাইট রাইডার্স সংসারে আন্দ্রে রাসেলের নয়া পরিচয় ‘পাওয়ার কোচ’। নতুন ভূমিকায় দ্রে রাস কতটা সফল হবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর সাক্ষাৎকার দিয়ে জানিয়েছেন, শাহরুখ খানের পরামর্শেই রাসেল আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন। ভেঙ্কি বলেছেন, ‘নিলামের জন্য আমরা যখন বারবার আলোচনা করছিলাম, তখন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বিস্তর কথা হয়েছিল। সেই সময় আমরা রাসেলকে নিলামে তোলা নিয়ে কথা বলেছিলাম। কিন্তু রাসেলকে নিলামে তুললে ওকে ফের কেকেআরে নিয়ে আসা যাবে, এমন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই একেবারে শেষ সময়ে শাহরুখ খানের পরামর্শে রাসেল নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করি আমরা।’

আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণার পর রাসেল জানিয়েছিলেন, তিনি কেকেআরের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি নন। ঠিক একই কথা বলেছিলেন কিং খানও। সেই কথাই আজ দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন নাইটদের সিইও। ভেঙ্কির কথায়, ‘অনেক সময় অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয় পরিস্থিতির দাবি মেনে। রাসেলকে নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তটাও অনেকটা তেমনই।’

সেরা আশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : হৃষীকেশে জাতীয় স্পোর্টস যোগাসনে সেরাদের সেরা হল বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির আশু রাউত। প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ১৪-১৮ বছর বিভাগে নামে আশু। এদিন তাকে বাণীমন্দির হাইস্কুলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা তুলনায় সহজ গ্রুপে

গ্রুপ অফ ডেথে ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে মঞ্চে লিওনেল স্কালোনি ঢুকতেই হাততালির ঝড়। পরবর্তী লড়াইয়ের শুরুটা যে এখান থেকেই শুরু হল!

১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই ট্রফিকে নিজের করে পেতেই লড়বে ৪৮ দেশ। তিন আয়োজক দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা ড্রয়ের জন্য মঞ্চে আসতেই দর্শকাসন থেকে সারা বিশ্ব টানটান। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি তুললেন প্রথম বল। স্বাভাবিকভাবেই এল কানাডার (বি) নাম। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া সেইনবামের হাতে মেক্সিকো (এ) এবং অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে উঠে এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (ডি) নাম। এরপরই ড্রয়ের দায়িত্ব নিলেন রিও ফার্দিনান্দ। তাঁকে ক্লাসরুমের মতো করে বোঝানো হল গ্রুপ বিন্যাস। আয়োজক তিন দেশের পরই উঠল পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের (সি) নাম। এরপর পট ওয়ান অর্থাৎ সেরা বাছাই দলগুলির মধ্যে থেকে পরপর উঠে এল জার্মানি (ই), নেদারল্যান্ডস (এফ), ও অস্ট্রিয়া। তবে ক্রিশ্চিয়ানো বেলজিয়াম (জি), স্পেন (এইচ), রোনাল্ডোকে বেগ দিতে থাকবে আর্জেন্টিনা (জে), ফ্রান্স (আই), পর্তুগাল (কে) ও ইংল্যান্ড (এল)। ইউরোপের দল বেশি থাকায় একইদিকে তারা পড়লেও নিয়ম ছিল বাকি কনফেডারেশনের দল একদিকে পড়বে না। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে প্রথম ম্যাচ খেলতে হবে আলজিরিয়ার বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপে হেভিওয়েটদের পাশাপাশি দেখা যাবে কেপ ভের্দে, কুরাসাও, হাইতির মতো ছোট ছোট দেশগুলিকে। যারা নিজেদের জেদ ও লড়াইয়ে জায়গা করে নিল বিশ্বের সেরা ৪৮ দেশের মধ্যে। এছাড়া এখনও কিছু প্লে-অফ বাকি। মোটামুটি সহজ গ্রুপ পাচ্ছে ব্রাজিল। তাদের গ্রুপে থাকছে মরক্কো, স্কটল্যান্ড ও হাইতি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার গ্রুপে পড়েছে জর্ডন, আলজিরিয়া কলম্বিয়া। গ্রুপ অব ডেথ বলা যেতে পারে ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা ও পানামার গ্রুপ ‘এল’-কে। ১১ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে মেক্সিকো খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

জেতা বিশ্বকাপ ট্রফি ড্রয়ের অনুষ্ঠানে নিয়ে এলেন লিওনেল স্কালোনি।

বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ড্রয়ের অনুষ্ঠানে রবার্তো কার্লোস।

এদিনের অনুষ্ঠান শুরু করেন গায়ক আন্দ্রেয়া বচেল্লি। এদিন অতিথির আসনে ফুটবলার, গায়ক, অভিনেতা, অন্যান্য খেলার তারকা, লেখক, রাজনৈতিক নেতা-কে নেই! ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ কেনেডি সেন্টার ভেসে গেল গ্ল্যামার ও তারকার ঔজ্জ্বল্যে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো শুরুতেই জানিয়ে দেন ‘ফুটবল হল আনন্দের ভাষা। ফুটবল মানবিকতা ও ভালোবাসা।’ সঙ্গে তিন আয়োজক দেশের জন্য শুভেচ্ছা। বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল এদিনের ড্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই।

খেতাবি লড়াইয়ে সূর্যনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শুক্রবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ১-০ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। ১৩ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন সূর্যনগরের সিলাশ লেপচা। ম্যাচের সেরা হয়ে সূর্যনগরের জ্ঞানজিৎ বসুমাতা পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। এদিন সূর্যনগরের জয়ের সুবাদে ১২ ডিসেম্বর এসএসবি-র সঙ্গে তাদের ম্যাচটি খেতাব নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ বলেছেন, ‘৮ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট সূর্যনগরের। এসএসবি ৬ ম্যাচে পেয়েছে ১৫ ম্যাচ। তাদের আগামী দুই ম্যাচে এসএসবি জয় পেলে ১২ তারিখ দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার খেতাব নির্ণায়ক হয়ে উঠবে।’ শনিবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ওয়াইএমএ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন জ্ঞানজিৎ বসুমাতা।

ম্যাচের সেরা হয়ে মিথিলেশ দাস। শুক্রবার।

বড় জয় অগ্রগামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার অগ্রগামী সংঘ ৯৬ রানে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে অগ্রগামী ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪১ রান তোলে। চন্দন সিং ৫৩ ও মিথিলেশ দাস ৪১ রান করেন। রাজকুমার রায় ২৭ ও মহম্মদ জাভেদ আলম ৪০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে স্বস্তিকা ৩৬.২ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। শুভম প্রসাদ ৩৩ ও রাজকমল প্রসাদ ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা মিথিলেশ ২৪ ও হর্ষ দেব গৌতম ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শনিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

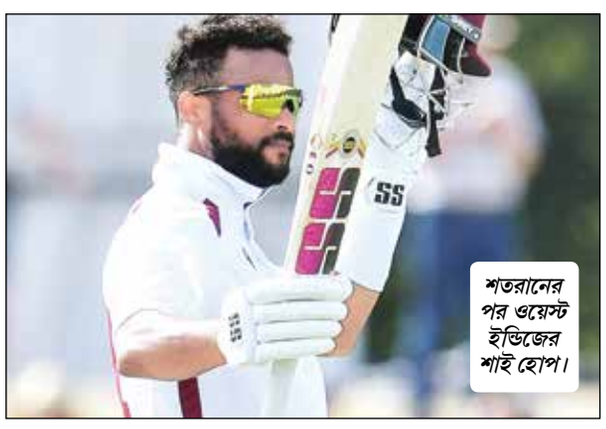

শতরানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের শাই হোপ।

খাপরাইলে জেলা পাওয়ার লিফটিং আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সহযোগিতায় শিবশক্তি ফাউন্ডেশন ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির সমিতির ব্যবস্থাপনায় জেলা পাওয়ার লিফটিং ও বেঞ্চ প্রেস শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, খাপরাইলের কার্গিল শহিদ দীপরাজ প্রধান স্পোর্টিং গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে ৮টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

জয়ী ডায়নামাইটস

ক্রান্তি, ৫ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার দেশি ডায়নামাইটস ১ উইকেটে হারিয়েছে ইউনিভার্সাল একাদশকে। প্রথমে ইউনিভার্সাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৪ রান করে। আবু তাহের ও আরিফ ইসলাম পাপ্পু ১৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা নুর আলমের শিকার ৩ উইকেট। জবাবে ডায়নামাইটস ১০.৩ বলে ৯ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। এনামুল ইসলাম ৩২ রান করেন। রবিবার খেলবে ডায়নামিক ডায়নামোস ও স্টার ইলেভেন ক্রান্তি এবং ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ক্রান্তি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা সীমন্ত মন্ডল - কে 01.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65G 98031 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার সুযোগের চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে একজন ব্যক্তি? আজ আমি গর্বের সাথে এখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার পরিবারকে ভালোভাবে দেখাশোনা করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনে এগোচ্ছি। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অনেক মানুষকেই কোটিপতি করেছে, আর আজ আমিও তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে খুবই কৃতজ্ঞ ও খুশি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

বাপন দে ট্রফি ফুটবল কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজ ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাপন দে ট্রফি ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের তরফে রাজু দে বলেছেন, ‘শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পাহাড়ের দুটো, ডুয়ার্সের একটি ও শিলিগুড়ির পাঁচটি দল অংশ নেবে। উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন খেলোয়াড়রাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। সকাল সাড়ে ৯টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ক্রীড়া সংগঠক মদন ভট্টাচার্য ও পেয়ারা সিং এবং বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সচিব বাপী সাহা।’

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের কুমার রায়।

কুমারের দাপটে জিতল ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার নকশালবাড়ির ইউনাইটেড ক্লাব ৩৩ রানে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে ইউনাইটেড ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭৪ রান তোলে। কুমার রায় ৬৩ ও শিবম রসাইলি ৩২ রান করেন। তন্ময় রায়ের অবদান ৩০। আলিশান আলি ৪৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ভিবজিওর ৩০.৩ ওভারে ২৪১ রানে অল আউট হয়। উৎপল ঘোষ ৯০ ও গোপাল বর্মন ৪৬ রান করেন। তাদের যোগ্য সংগত দেন দেব পালও (৩৮)। সাগর শৈব ২৮ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা কুমার রায়ও (২/২)। শনিবার খেলবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

লড়াই জারি ক্যারিবিয়ানদের

ক্রাইস্টচার্চ, ৫ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে পালটা লড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

শুক্রবার চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪১৭ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড। ৮ উইকেটে ৪৬৬ রান তুলে ইনিংসের পরিসমাপ্তি টানে তারা। ফলে ক্যারিবিয়ানদের সামনে জেতার জন্য ৫৩১ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। প্রথম ইনিংসে কিউয়িরা ২৩১ রান করেছিল। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানের লিড পেয়েছিল নিউজিল্যান্ড।

পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য সামনে রেখে ব্যাট করতে নেমে ৭২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর জাস্টিন গ্রিভসকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই শুরু করেন অধিনায়ক শাই হোপ। দুই ব্যাটারের সৌজন্যে দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২১২ রান সংগ্রহ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অনবদ্য সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ক্রিজে রয়েছেন হোপ (১১৬)। তাঁর সঙ্গী গ্রিভস (অপরাজিত ৫৫)। শনিবার ম্যাচের শেষদিনে জিততে গেলে ৩১৯ রান করতে হবে ক্যারিবিয়ানদের।